HISTORY

OF

BENGAL,

TRANSLATED INTO BENGALI,

BY

Govind Chunder Sen.

বাঙ্গালার ইতিহাস।

ইংরাজি হইতে অনুবাদিত হইয়া

শ্রীযুত বৃজনাথ বসুর দ্বারা চোরবাগানের
এংগ্লো ইণ্ডিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত হইল
বাং সন ১২৪৬ সাল
ইং ১৮৪০ সাল

দেশহিতৈষিবিজ্ঞব্যক্তিমহাশয়দিগের প্রতি গ্রন্থকারের বিনয়পুরঃসর এই নিবেদন যে সন্তানাদিস্মরণার্থে এদেশীয় পুরাবৃত্ত লিপিবদ্ধ নাথাকাতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং যেকোন বৃত্তান্তের মৌখিক শ্রবণমাত্র আছে তাহাতে স্থানেং এমত মিথ্যা ও বৈপরীত্য হইয়াছে যে সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য হয় এবং অন্যান্যভাষায় এবিষয়ের যে সকল লিখিত আছে তাহাও শ্রেণীমতে ও সম্পূর্ণরূপে নাই অতএব মার্সমানসাহেব বহুপরিশ্রমে ইংরাজিভাষায় এদেশীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি অনেক লোক ইংরাজিভাষায় অজ্ঞ থাকাতে তাঁহাদের উপকারার্থে আমি ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত করিলাম ইহাতে ভ্রমবশত বা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত যদি কোনং স্থানে ত্রুটী হইয়াথাকে তাহা বিজ্ঞমহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক শোধন করিবেন এবং একঅঙ্গের হানিপ্রযুক্ত সমুদায় ত্যাজ্য করিবেন না যেহেতু হস্তপাদাদি কোন অবয়বের হানি হইলে সমুদায় শরীর ত্যাজ্য হয় না ইতি ॥

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

১৭ শাল   পৃষ্ঠ

শ্রীগুরুঃ।

শরণং।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু রাজ্য।

ভারতবর্ষের যে প্রদেশে বাঙ্গালাভাষা লিখনে ও কথনে চলিত আছে তাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলা যায়, ইহার দক্ষিণে সমুদ্র উত্তরে এবং পূর্ব্বে অনেক পর্ব্বত ও বন আছে আর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম বহিষ্কৃত অনেক বন্য ও পর্ব্বতীয় জাতিরা বাস করিতেছে ইহাতে প্রায় তিন কোটি মনুষ্য আছে।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় এবং এস্থানে কোনকালে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ হয় তাহা আমরা স্থির বলিতে পারি না কিন্তু ইহা বোধ হই-তেছে যে অতি পূর্ব্বকালে এস্থানে হিন্দু ছিল না কেবল পশ্চিমদেশস্থ পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় একজাতি বসতি করিত। মুসল্মানেরা যেরূপে এতদ্দেশে আসিয়া মহ-

অদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন সেইরূপে ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে আগমন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এক্ষণে চলিত যে বাঙ্গালাভাষা তাহা কোন সময়ে আরম্ভ হয় ইহা স্থির বলিতে পারি না। অপর ঐ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীয় ও পারসীক ভিন্ন অনেক কথা পাওয়া যায় অতএব বোধ হইতেছে যে ইহার আদিভূত কোন ভাষা প্রাচীনেরা ব্যবহার করিতেন কিন্তু এক্ষণে তাহা নষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষর প্রায় নাগরের তুল্য কেবল কোন২ স্থলে আকৃতির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে।

বোধ হয় যে বাঙ্গালার মধ্যে গৌড় অতি প্রাচীন নগর ছিল এবং কেহ২ কহেন যে ঐ নগর দুই সহস্র পঞ্চশত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে এইহেতু সমুদায় দেশকে কথন২ গৌড় বলা যায়। ঐ গৌড় নগর বাঙ্গালার উত্তরাংশে আছে বাঙ্গালার পূর্ব্বদেশে সুবর্ণ গ্রাম অথবা সোণার গাঁ নামক যে স্থান তাহাতে রাজধানী ছিল ঐ গ্রাম আধুনিক ঢাকা শহর হইতে চারি ক্রোশ দূরে আছে অনেক কালাবধি বাঙ্গালার ঐ অংশ উত্তম কার্পাস বস্ত্র নিমিত্তে খ্যাত আছে। অষ্টাদশ শত বৎসরের অধিক হইল ইউরোপের মধ্যদিয়াগিয়া তাহার প্রান্ত রোম নামক মহানগরে ঐ সকল বস্ত্র ব্যবহার্য্য হইত এবং রোমানেরা ঐ বস্ত্র বহুমূল্য রূপে কল্পিত করিত

ও তাহার নাম তাহারা কার্পাস কহিত বাঙ্গালাভাষায় যাহাকে তুলা বলা যায় এবং ইহাও সপ্রমাণ বোধ হইতেছে যে এই বাণিজ্যে নিযুক্ত নৌকা সকল ঐ বস্ত্র ক্রয়ের নিমিত্ত মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া সোণার গাঁ গমন করিত।

বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমস্থ হুগলির অতি নিকট উত্তরাংশে প্রধান নগর সাত গাঁ ছিল ও রোমানেরা তাহা জানিত এবং পুরাণেতেও সপ্তগ্রাম নামে নির্দ্দেশ আছে এবং ঐ স্থলেই সামুদ্রিক বাণিজ্য দ্রব্য আনীত হইত। সংপ্রতি গৌড় ও সোণার গাঁ ও সাত গাঁ এই তিন নগর সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ মগধনামক মহারাজ্যের এক অংশ ছিল ঐ রাজ্য সংপ্রতি দক্ষিণ বেহার নামে খ্যাত আছে ঐ মহারাজ্যের রাজধানী বোধ হয় পালিবথ্র অথবা পাটলিপুত্র ছিল যাহাকে কেহ২ পাটনা বোধ করেন। মগধরাজ্য নাশানন্তর বৌদ্ধ মতাবলম্বি পালবংশোদ্ভব অনেক রাজা ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন কিন্তু সমুদায় স্থান শাসন করিয়াছিলেন কি না তাহা স্থির করা যায় না। এই বংশের আদিপুরুষের রাজ্যের স্মরণার্থক চিহ্ন দিনাজপুর অঞ্চলে এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে যাহাকে সকলে মহীপাল দীর্ঘা বলিয়া থাকে। অনুমান হইতেছে যে পাল-

বংশীয়দিগের রাজত্বের পর বৈদ্যজাতি সেনবংশীয়েরা রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের ইতিহাস অতি দুর্জ্ঞেয় এবং তদনন্তর আর কেহ হিন্দু রাজা হন নাই।

হিন্দুমতানুসারে সেন বংশের আদিপুরুষ আদিশূর তিনি ইংরাজী ১০৬৩ শালে রাজত্ব করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক্ষণে অষ্টশত বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে। বাঙ্গালা দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা নিজ ধর্ম্ম্য কর্ম্ম না জানাতে তিনি তাহা দিগের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন কেহ২ কহেন যে পাল বংশীয় বৌদ্ধমতাবলম্বি ভূপতিদিগের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণ সকলেরা লুপ্ত হইয়াছিলেন আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ নৃপতির নিকটে উত্তম শাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণপ্রাপ্তির প্রার্থনায় দূতপ্রেরণ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জরাজও তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের সন্তানেরা উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন আর তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের সন্তানেরা কায়স্থ হইয়াছেন।

কেহ২ বল্লালসেনকে আদিশূর রাজার পুত্র বলিয়া থাকেন কিন্তু অতি অল্পকাল হইল পূর্ব্বদেশে মৃত্তিকা খনন করিতে২ তাহার মধ্য হইতে এক তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা ঐ বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে খোদিত হইয়াছিল এবং তাহাতে লিখিত আছে যে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন ছিলেন অপর

আইন আকবরীতে বলে যে বল্লালসেনের পিতা শুক্ল সেন ছিলেন কিন্তু ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে আদি শূর বল্লাল সেনের পিতা নহেন কারণ কান্যকুব্জ রাজ্য হইতে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ঐ ব্রাহ্মণ দিগের সন্তানেরা যখন নানাস্থানে বিস্তৃত হইলেন তখন বল্লালসেন তাঁহাদিগের ধারামতে শ্রেণী ও কৌলীন্য স্থাপিত করিলেন এক ব্যক্তির রাজ্যকালের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের এনত অধিক বংশ কিপ্রকারে হইতে পারে অতএব আমরা স্থির করিতে পারি যে আদিশূর বল্লাল সেনের পিতা নহেন কিন্তু কোন পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এবং বিজয়সেন বল্লাল সেনের পিতা ও ঐ রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন।

এবিষয়ে এক মিথ্যা জনশ্রুতি আছে যে ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বল্লালসেনের জন্ম দিয়াছিলেন, বাঙ্গালি রাজার মধ্যে বল্লালসেন অতি পরাক্রমশালী হইয়া পঞ্চাশত্‌ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি সোণার গাঁর নিকট বিক্রমপুরে প্রায় থাকিতেন এবং কদাচিৎ গৌড় নগরে কার্য্যবশতঃ স্থিতি করিতেন ঐ নগরকে সকল লোকে রাজধানী জ্ঞান করিতেন বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন সে ভাগ অদ্যাপি তাঁহাদিগের মধ্যে চলিত আছে, তাহার মধ্যে উত্তম ধার্ম্মিকদিগকে তিনি

কুলীন করিয়াছেন কিন্তু ঐ কৌলীন্য মর্য্যাদা তাঁহাদিগের সন্তানাদি ক্রমে রক্ষা করাতে এদেশের অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে কারণ এক্ষণকার কুলীন মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষের তুল্য সম্মান আছে কিন্তু সেরূপ গুণ কিছু মাত্র নাই বল্লালসেনের রাজত্বসময়ে এদেশ ৫ অংশে বিভক্ত হয়।

১ বরেন্দ্র, যাহার পশ্চিম ভাগে মহানন্দানদী দক্ষিণে পদ্মানদী পূর্ব্বাংশে করতোয়া নদী এবং উত্তর ভাগে অন্য রাজ্য আছে।

২ বঙ্গ, করতোয়াহইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাগে আছে, বাঙ্গালা দেশের রাজধানী বিক্রমপুর নামক স্থান বঙ্গের মধ্যে ঢাকার সমীপে আছে।

৩ বগ্রীদ্বীপ, অথবা উপদ্বীপ, ঐ দ্বীপ ত্রিকোণ ভূমি, ইহার পশ্চিমভাগে ভাগীরথীনদী পূর্ব্বদিগে পদ্মা নদী এবং দক্ষিণাংশে সমুদ্র আছে।

৪ রাঢ়, যাহার উত্তর এবং পূর্ব্বভাগে ভাগীরথী ও পদ্মানদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অন্যরাজ্য আছে।

৫ মিথিলা, যাহার পূর্ব্বভাগে মহানন্দানদী ও গৌড় দেশ দক্ষিণে ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে অন্যান্য দেশ আছে।

ইংরাজী ১১১৬ শালে বল্লালসেনের রাজ্যানন্তর

তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং গৌড় নগরকে উত্তমরূপে সুশোভিত করিয়া নিজ নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন। তাহার পরে মধুসেন রাজা হইয়াছিলেন তদনন্তর কেশব সেন সর্ব্ব পশ্চাৎ সুষেণ, হিন্দুরা কহেন যে সুষেণের পর তদ্বংশীয় আর কেহ রাজা হয় নাই কিন্তু মুসল্‌মান্ জাতীয় ইতিহাসকর্ত্তারা নুদ্রু ও লক্ষ্মণীয় নামক দুই অধিক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন এ বিষয়ে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ইংরাজী ১২০৩ শালে যখন মুসলমানেরা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলেন তখন লক্ষ্মণীয় অথবা লক্ষ্মণনামক রাজার বিচার স্থান নবদ্বীপে ছিল।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশের জয়।

এক্ষণে আমরা মুসলমানদিগের জয়বর্ণনা করি। তাঁহাদিগের আদি ধর্ম্মস্থাপক মহম্মদ অবধি তাঁহাদের রাজ্য আরম্ভ হয় ঐ মহম্মদ ইংরাজী ৬৪০ শালে লোকান্তর গত হয়েন তাঁহার মরণের কিঞ্চিৎকাল পরে মুসলমানেরা ইউরোপ ও আসিয়া এবং আফ্রিকার অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। ইংরাজী শালের ১০০০ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহারা সিন্ধু নদীর পশ্চিম সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন সিন্ধুনদীর ত্রিশক্রোশ পশ্চিমে গজ-

যেন নগর আছে তাহার রাজা মহামূদ ঐ বৎসরে অনেক সৈন্যের সহিত হিন্দুস্থানে আগমনপূর্ব্বক অনেক উপদ্রোহ ও লূট করিয়া স্বীয় নগরীতে প্রস্থান করেন। পরে হিন্দুদিগের জয় করণ অতি সহজ দেখিয়া পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ বার ঐ দেশে আসিয়া সহস্র২ তদ্দেশ বাসিদিগের প্রাণে আঘাত করত হিন্দুদিগের মন্দির ও দেবতা সকল খণ্ড২ করণ পূর্ব্বক ঐ দেশ লুট করিয়াছিলেন কিন্তু সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন দেশ অধিকার করেন নাই এবং তাঁহার রাজধানী ও তদবধি সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে গজনেনে ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিরা ক্রমে২ দুর্ব্বল হওয়াতে হিন্দুরা প্রবল হইয়া তাঁহার জিত অনেক দেশ পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন।

অবশেষে মুসলমান জাতীয় এক প্রধান ব্যক্তি ঐ রাজত্ব বিনষ্ট করিয়া সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন ইনিই গোরীয় মহম্মদ ছিলেন. মুসলমানদিগের ২ শতবর্ষ রাজ্য ভোগানন্তর গজনেন রাজের উচ্ছেদে গোর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজী ১১৯১ শালে অতি প্রবল সৈন্যের সহিত ঐ গোরীয় মহম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তৎকালে উত্তরাংশের হিন্দুরাজারা ও আজমের গুজরাট দিল্লী এবং কান্যকুব্জ দেশের রাজারা পরস্পর বিবাদ

করিয়া মুসল্মানদিগের বাধাদিতে ঐক্য হয়েন নাই। মহাম্মদ তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তরাংশ জয় করিয়া তথাকার প্রাচীন ও পরাক্রমশালী হিন্দুরাজ্য সকল একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পুর্ব্বে যদ্যপিও মুসলমানেরা এদেশে পুনঃ ২ আক্রমণ করিতেন তথাপি দিল্লী নগরীতে হিন্দুরাজা ছিলেন। মহাম্মদ আপনার জিত দেশ রক্ষণার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ কুতবদ্দিনকে দিল্লীর শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন যে সমুদায় দেশ জয় করিতে সৈন্য প্রেরণ করহ। কিন্তু প্রভুর মরণানন্তর কুতব স্বাধীন হইলেন ইনিই যথার্থরূপে ভারত বর্ষের মধ্যে মুসল্মানদিগের প্রথম মহারাজ ছিলেন।

পরে কুতব নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করণার্থ ইচ্ছুক হইয়া বেহার দেশ জয় করিতে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ বখতিয়ার খিলিজীকে প্রেরণ করিলেন এবং ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ দেশ অনায়াসে জয় করাতে কুতব বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন। যখন ঐ আজ্ঞা হইল তখন প্রাচীন বৈদ্যবংশোদ্ভব লক্ষ্মণ সেনই বাঙ্গালা দেশের রাজা ছিলেন যাঁহাকে মুসল্মান ইতিহাস লেখকেরা লক্ষ্মণীয় বলিয়া থাকেন। এবং তাঁহার পর বাঙ্গালাতে অন্য হিন্দু রাজা হয়েন নাই। লক্ষ্মণ সেন প্রায় নবদ্বীপে কদাচিৎ গৌড়নগরে থাকিতেন। তাঁহার পিতার মরণের

পর তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন অতএব জন্মাবধি রাজা ছিলেন। যখন মুসলমানেরা এই দেশ আক্রমণ করেন তখন ঐ রাজা দান ও সদ্বিচার দ্বারা সর্ব্বজন সমীপে প্রচুর প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তখন অশীতি বর্ষবয়স্ক হইয়াছিলেন ইংরাজী ১২০৩ শালে বখ্তিয়ার আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন যে শাস্ত্রে অগ্রে কথিত আছে যে তুরকী জাতীয়েরা বাঙ্গালা দেশ জয় করিবে সেই জাতীয়েরা এক্ষণে আসিয়াছে অতএব মহাশয় নিজসম্পত্তি ও পরিবারের সহিত পলায়ন করুন তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন যে আমি অতিবৃদ্ধ হইয়াছি এক্ষণে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিব না। তাহাতে অমাত্যবর্গ ও ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধ রাজার সাহায্য না করিয়া আপন২ সম্পত্তি লইয়া উড়িস্যাতে পলায়ন করিলেন। বখ্তিয়ারকে বাধা দিতে কোন উদ্যোগ না করাতে তিনি অনায়াসে সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার মধ্য দিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া এক বনমধ্যে সকল সৈন্য স্থাপন করিয়া সপ্তদশ অশ্বারূঢ়ের সহিত রাজবাটীতে আপনি প্রবেশ করিলেন। ঐ রাজা ভোজন করিতে২ বিপক্ষের আগমন শ্রবণ করিয়া এক পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বহির্ভূত হইয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক উড়িস্যাদেশে

পলায়ন করিলেন কিন্তু কেহ২ বলেন যে ঢাকার নিকট বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন নবদ্বীপস্থ লোকেরা বখ্‌তিয়ারের অধীন হইলেন ও তদবধি হিন্দু রাজার শেষ হইল। ইংরাজী শাকের ১২০৩ বৎসরে নবদ্বীপের পরাজয় অবধি ১৭৫৭ বৎসরে পলাশির যুদ্ধ পর্য্যন্ত সার্দ্ধপঞ্চশত বৎসর হইতে ও অধিক কাল বাঙ্গালা দেশস্থ হিন্দুরা মুসলমানদিগের অধীন ছিলেন তাহাতে ও স্বাধীন হইতে কোন চেষ্টা করেন নাই। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ হইতে গৌড় নগরে যাত্রা করিয়া অনায়াসে তাহা জয় করিলেন এবং হিন্দুদিগের মন্দির সকল ভাঙ্গিয়া সেই দ্রব্যদ্বারা মসিদ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় বাঙ্গালা দেশ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন কিন্তু কোন২ লোকেরা কহেন যে সোনার গাঁ প্রভৃতি প্রথমত অধিকৃত হয় নাই অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। এবং ইহাও বোধ হইতেছে যে সম্মুখস্থ কতক দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ পরাজয়ের একবৎসর পরে বখ্‌তিয়ার সসৈন্য হইয়া আসাম দেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন। এবং দশদিনের মধ্যে বুহ্মপুত্র নদের বামপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বাইসফুকুরে পাষাণময় সাঁকো নির্ম্মিত করিয়া পার হইলেন সেই সাঁকো অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পরে তিনি পর্ব্বতে

আরোহণ করিয়া পরাজিত হইলেন অতএব লজ্জিত ও ভগ্নচিত্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া বাঙ্গালাদেশ জয়ের তিন বৎসর পরে লোকান্তরগত হইলেন। এই তিন বৎসর মধ্যে দিল্লী হইতে অধিক দূরে থাকাতে তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা হইল তদনুসারে কর্ম্ম করিলেন তিনি অন্তঃকরণে স্বাধীন হইলেন এবং আপনার নামে খুতবা পড়িলেন ও হিন্দুদিগের যে সকল ভূমি জয় করিয়াছিলেন তাহা আপনার খিলিজী বংশীয় ভৃত্যদিগকে দান করিলেন এইরূপে তাহারা এমত পরাক্রমশালী হইল যে যে জন তাহাদের মনোনীত হইত তাহাকেই বাঙ্গালা দেশের অধ্যক্ষ করিত।

বখতিয়ার লোকান্তরগত হইলে তাঁহার সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ আপনারদিগের মধ্যে এক জনকে অধ্যক্ষ করিলেন এবং তিনি আপনিই রাজারন্যায় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, দিল্লীর মহারাজ এই সম্বাদ শুনিয়া কতক গুলিন সৈন্য প্রেরণ করিলেন যাহার দ্বারা বাঙ্গালাদেশ পুনর্ব্বার জয় করিলেন এবং আলিমর্দ্দকে শুবাদার করিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎপরেতে দিল্লীর মহারাজ কুতবউদ্দিন মরাতে আলিমর্দ্দন স্বাধীন হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত অহংকার প্রযুক্ত খিলিজী বংশীয় প্রধান লোকেরা তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিয়া গ্যাসউদ্দিনকে শাসনকর্ত্তা করিল। গ্যাস উদ্দিননানাবিধ উত্তম অট্টা-

লিকা নির্ম্মাণ দ্বারা গৌড় নগর সুশোভিত করিয়া সেখানে বিচার স্থান করিলেন তিনি ঐ দেশের নানা-প্রকার উপকার করিয়াছিলেন, বীরভূমের রাজধানী নগর হইতে গৌড়ের পূর্ব্বদিগস্থ দেবকোত পর্য্যন্ত দশ দিনের গমনার্হ বিস্তৃত এক পথ প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ পথ দিয়া বর্ষাকালেও লোকেরা অনায়াসে গমনাগমন করিতে শক্ত হইল। তিনি বিচার করিতে কোন মতে পক্ষপাত করিতেন না এবং তাঁহার নিকটে হিন্দু ও মুসলমানদিগের কিছু বিশেষ ছিল না। অপর তিনি এমত পরাক্রমশালী ছিলেন যে আসাম ত্রিহুত এবং ত্রিপুরার রাজাদিগকে নিজ করপ্রদ করিয়াছিলেন এইরূপে দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া দিল্লীস্থ মহারাজের বিদ্রোহ করাতে মহারাজ কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন তাহার দ্বারা আলিমর্দ্দন পরাজিত হইয়া ইংরাজী শালের ১২২৭ বৎসরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর দশবৎসরের মধ্যে তিন জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরে ১২৩৭ শালে তঘান খাঁ শুবাদার হইয়াছিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি উড়িস্যায় যাত্রা করিয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন তাহাতে হিন্দুরা তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিয়া তাঁহার রাজধানী গৌড় দেশ ও বীরভূমের মধ্যে আছে যে নগর এতদুভয় বেষ্টন করিলেন। তাঁহাদিগের আক্রমণ

হেতু তঘান খাঁ অতিশয় কাতর হইয়া মহারাজের নিক· টে সাহায্য প্রার্থনা করাতে মহারাজ কতিপয় সৈন্যের সহিত তিমর খাঁকে তাঁহার সহায়তা করিতে পাঠা- ইলেন। তিমর খাঁ বাঙ্গালাদেশে অতিশয় আনন্দজনক দেখিয়া আপনার অধীন রাখিতে মানস করিলেন তন্নিমিত্তে তঘান খাঁর সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল হিন্দুরা দুই মুসলমান অধ্যক্ষকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিমর তঘানকে পরাজয় করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে আপন সম্পত্তি লইয়া এদেশ হইতে যাত্রা করহ। তিমর বাঙ্গা· লা দেশ দুই বৎসর শাসন করিয়াছিলেন। পরে তিনি অযোধ্যার শুবাদার হইলেন।

১২৫৩ শালে মল্লীক যজবেক বাঙ্গালার অধ্যক্ষ হইয়া উড়িস্যার রাজার প্রতি প্রতি হিংসা করিতে স্থির করিয়া ক্রমিক দুই যুদ্ধে জয়ী হইয়া তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার হস্তি সকল বিনষ্ট হইল মল্লীক যজবেক তথা হইতে গৌড় রাজ্যে আগমনোত্তর শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়া বহু সম্পত্তি পাইলেন। পরে দিল্লীর মহারাজকে দুর্ব্বল শুনিয়া আপনি স্বাধীন হইলেন। অনন্তর আসাম দেশ জয় করণার্থে যাত্রা করিয়া তথায় পরাজিত হইলেন এবং অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন অতএব মুসলমান দিগের আসাম আক্রমণ করিয়া ঘৃণার

সহিত পলায়ন দ্বিতীয়বার হইল। মল্লীকের মরণানন্তর বাঙ্গালা শাসন করিতে দিল্লী হইতে জেলাল নিযুক্ত হইলেন। যখন জেলাল কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজা-দিগের জয় করিতে ব্যগ্র ছিলেন তখন করার শাসনকর্ত্তা আসিয়া গৌড় নগর লুঠ ও অধিকার করিলেন। এবং জেলাল যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহার শত্রুই দিল্লী-তে অনেক উপঢৌকন পাঠাইয়া বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন।

১২৭৭ শালে অদ্দীন তগরল এদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া ত্রিপুরা দেশ আক্রমণ করিয়া অনেক ধন ও এক শত হস্তী লূঠ করিয়া আনিলেন পরে দিল্লীর মহারাজ মরিয়াছেন এইরূপ শুনিয়া তিনি আপনি বাঙ্গালার রাজা হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ অতিবৃদ্ধ কিন্তু জীবদ্দশায় ছিলেন অতএব তিনি ঐ রাজবিদ্রোহি দুরা-চারিকে জয় করিতে ক্রমে২ দুইপ্রস্তুত সৈন্য পাঠাইলেন তাহাতে সমুদায় সৈন্যেরা পরাজিত হওয়াতে মহারাজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অধিক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ শুবাদারকে জয় করিতে স্বয়ং যাত্রা করিলেন তাহাতে তগরল নিজ সৈন্য সম্পত্তির সহিত উড়িস্যাতে পলায়ন করিলেন তাহাতে মহারাজ পশ্চাদ্গামী হইয়া তাঁহার নিকটে কিছুদিন তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন। এক দিবস, মহাম্মদ সাহ নামক অতি সাহসী এক মহারাজের

সৈন্যাধ্যক্ষ চল্লিশ জন অশ্বারূঢ়ের সহিত তগরলের তাঁবুমধ্যে প্রবেশ করিয়া বালিনরাজার জয়হউক এই ধ্বনিকরিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই কাটিয়া ফেলিলেন কিন্তু ঐ বিদ্রোহি শুবাদার নিকটস্থ নদীতে পলায়ন করাতে মহাম্মদ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া স্রোত মধ্যে তাঁহাকে নিমগ্নকরিয়া মস্তকচ্ছেদ করিলেন।

তগরলের সৈন্যেরা প্রভুর মৃত্যু শুনিবামাত্রে সকলে পলায়ন করিল। মহারাজ অনেক সম্পত্তি লুটে পাইয়া গৌড়দেশে আসিলেন এবং ১২৮২ শালে নিজ পুত্র নাজির উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিলেন ইহার চারি বৎসর পরে নাজিরের পুত্র কেইকোবাদ দিল্লীর মহারাজ হইলেন কিন্তু তিনি সর্ব্বদা আনন্দে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন যে তিনি আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে মনোযোগ করেন তাহাতে ঐ পত্রের ফল না হওয়াতে তিনি কিছু সৈন্যের সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন কেইকোবাদ ও সুসজ্জীভুত হইয়া বহির্ভূত হইলেন। যখন পরস্পর উভয় পক্ষের সৈন্যেরা দৃষ্টিগোচর হইল তখন নাজির পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা করাতে কেইকোবাদ তাহাতে সম্মত হইলেন কিন্তু দুষ্টমন্ত্রি দিগের পরামর্শানুসারে এই আজ্ঞা করিলেন যে যখন তাঁহার পিতা সিংহাসনের নিকটে আসিবেন তখন তিন বার ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

করিবেন পরে ঐ বৃদ্ধ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার পুত্র ঐ অবস্থা দেখিতে অসহিষ্ণু হইয়া সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া পিতার ঘাড়ের নিকটে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে সান্ত্বনা হইল। নাজিরউদ্দিন পুত্রের সহিত অনেক দিবস বাস করিয়া তাঁহাকে উত্তমোত্তম বহু পরামর্শ দিলেন কিন্তু যখন তাঁহার পত্র পুনর্ব্বার দিল্লীর সুখ ভোগে নিযুক্ত হইলেন তখন সমুদায় বিস্মৃত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে তাঁহার নিজমন্ত্রী তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিল। এই সকল দুঃখের সময়ে নাজিরউদ্দিন বাঙ্গালাতে স্বাধীন ছিলেন।

১২৯৩ শালে দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দিন নামক এক নূতন রাজা হইলেন তিনি দক্ষিণদেশীয় লোক দিগের জয় করিতে স্থির করিলেন। নাজির মহারাজের নিকটে অধীনতা স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহার অসঙ্গত স্বভাব হইতে ভীত হইয়া স্বকীয় অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে মহারাজদ্বারা তিনি পুনর্ব্বার তৎপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দিন বাঙ্গালাদেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বাহাদুর খাঁকে দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগের শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন যিনি পুরাতন নগর সোনারগাঁকে নিজ রাজধানী করিলেন। বাহাদুর অতিঅল্পকালের মধ্যে দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া স্বাধীন

হইলেন, তাহাতে দিল্লীর মহারাজ মহাম্মদ তগ্লক তাঁহার সহিত যদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন তাহাতে মহারাজের সোনারগাঁ যাত্রাকালে নাজির অনেক উপ-ঢৌকন দিয়া সাক্ষাৎ করিলেন তৎকালেও মহারাজ বাঙ্গালাদেশে অধ্যক্ষতার দৃঢ়তা করিলেন নাজিরউদ্দিন ৪৩ বৎসর বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়া ১৩২৫ শালে লোকান্তরগত হয়েন। বাহাদুর মহারাজার সহিত যুদ্ধেতে অসমর্থ হইয়া শরণাগত হইলেন তাহাতে মহা-রাজ তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করণে স্বীকার কর-ইয়া প্রাণে রক্ষা করিলেন পরে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় দুইজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন কিন্তু যখন মহাম্মদ তগ্লক মহারাজ সকল প্রজার নিকটে ঘৃণিত হইলেন তখন ফকীরউদ্দিননামক এক জন সোনারগাঁর শাসন কর্ত্তার যুদ্ধের সজ্জাবাহক ছিলেন· সেই ব্যক্তি সৈন্য দিগের বশীভূত করিয়া বাঙ্গালার প্রভু হইলেন, তিনি আপননামে খুত্বা পড়িলেন ও টাকা মুদ্রিত করিলেন কিন্তু মহারাজ অত্যন্ত ক্ষীণতাপ্রযুক্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। ফকীরউদ্দিন প্রায় সোনারগাঁয় থাকিতেন অনন্তর সমুদায় দেশের লোভে গৌড়দেশ জয় করিতে যাত্রা করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মারা পড়ি-লেন, তাঁহার রাজ্য সমুদায়ে দুই বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার পর মবারিকআলি রাজা হইয়া সপ্তদশমাসের

পরে সমসউদ্দিনদ্বারা মারা পড়িলেন তাহাতে সমস-উদ্দিন সমুদায়রাজ্য অধিকার করিলেন সুতরাং মুসলমান দিগের মধ্যে যথার্থরূপে প্রথমে তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা ছিলেন। এইরূপে ১২০৩ শালে মুসলমানদিগের এ দেশ জয়করণ অবধি এক শত চল্লিশবৎসরপর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ দিল্লীর অধীনে থাকিয়া পরে স্বাধীন হইল এবং ১৩৪৩ শাল অবধি ১৫৭৬ শাল পর্য্যন্ত সমুদায়ে দুই শত ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশ স্বদেশীয় স্বাধীন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল পরে দিল্লীর মোগল মহারাজ শ্রীযুক্ত অকবরশাহদ্বারা পরাজিত হইয়া দিল্লীরাজ্যের এক শুবা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বাঙ্গালার স্বাধীন রাজারদিগের ইতিহাস ॥

সমসউদ্দিন সিংহাসনে স্থির হইয়াই ত্রিপুরার রাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এবং তথা হইতে অনেক ধন ও হস্তি লুঠ করিয়া আনিলেন। বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগস্থ শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বনেতে অনেক হস্তি পাওয়া যাইত। সমসউদ্দিন সোনারগাঁ হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তি পেরুয়গ্রামে রাজধানী লইয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে মহারাজদ্বারা নিযুক্ত বেহার

দেশীয় অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করাতে ফেরোজনামক দিল্লীর মহারাজ তাঁহার দণ্ড করিতে এবং বাঙ্গালা দেশ পুনর্ব্বার জয় করিতে স্থির করিয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত আগমন করিলেন। সমসউদ্দিন নিজ পুত্রকে পেরুয়া রক্ষা করিতে ভার দিয়া আপনি সোনার গাঁয় প্রত্যাগমন করিলেন, মহারাজ অনায়াসে পেরুয়া জয় করিয়া সোনারগাঁ নিকটস্থ আকদল্লানামক একবৃহত্ গড় জয় করিতে গমন করিলেন, সেখানে বাঙ্গালার রাজা লুক্কায়িত হইয়া ছিলেন। মহারাজে ঐ গড় পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া বর্ষারম্ভপ্রযুক্ত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৩৫৭ শালে বাঙ্গালার রাজা দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ঐ দেশ জয়করণ দুঃসাধ্য জানিয়া উহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন এবং সীমা নিরূপণ করিলেন। ইহার পরে সমসউদ্দিন নিশ্চিন্ত হইয়া পাটনার সম্মুখে হাজিপুর নগর নির্ম্মাণ করিলেন যাহা এইক্ষণে মেলার নিমিত্তে খ্যাত আছে। তিনি ষোড়শ বৎসর বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়া লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র সেকন্দর ১৩৫৮ শালে ঐরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

সমসউদ্দিনের মৃত্যু সমাচার পাইয়া মহারাজ এক প্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশে আসিলেন, পিতার রীত্যনুসারে সেকন্দর আকদল্লানামক দুর্গে

লুক্কায়িত হইলেন, মহারাজের সৈন্যেরা ইহা আক্রমণ করিলেন কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে তাঁহাদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল এবং মহারাজ ও কতিপয় হস্তি ভেট পাইয়া তথাহইতে গমন করিলেন। ১৩৬১ শালে পেরুয়ার নিকটে সেকন্দর আদিনা নামক এক বৃহত্ মসজিদ করিয়াছিলেন যাহার অদ্যাপি কতিপয় চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নদ্বারা বোধ হয় যে সে মসজিদ অতি-চমত্কৃত ছিল। তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে একেতে সপ্তদশ পুত্রহয় অপরেতে এক পুত্র মাত্র। ঐ সহোদররহিত পুত্র তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা জানিয়া রাজবাটীহইতে পলায়ন করিয়া এক প্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজ সৈন্য লইয়া গমন করিলেন, কিন্তু একযুদ্ধেতেই বৃদ্ধরাজা মারা পড়িলেন। গ্যাসউদ্দিননামক পুত্র রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবা মাত্র অন্য ভ্রাতারদিগের চক্ষুরুত্পাটন করিলেন, কিন্তু তাহারপর ছয় বত্সরপর্য্যন্ত যথার্থ বিচারদ্বারা ঐ দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি অতি খ্যাত্যাপন্ন পারসীক কবি হাফিজকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু অতিশয় দূরতাপ্রযুক্ত তিনি আসিলেন না। ১৩৭৩ শালে মহারাজের মরণানন্তর তাঁহার পুত্র তদনন্তর তাঁহার পৌত্র রাজা হইলেন কিন্তু বিটোরিয়া

নগরের শুবাদার গণেশনামক এক হিন্দু তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। অতএব মুসল্মানদিগের মধ্যে এক হিন্দু রাজা হইলেন তাহাতে তাঁহার দেশস্থ মনুষ্যেরা সুতরাং আশা করিলেন যে তিনি তাঁহারদিগের ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অনেক উপকার করিবেন কিন্তু মুসল্মানদিগকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া পাঠান জমিদারদিগের সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে হইল তথাপি পেরুয়া নগরে তিনি অনেকহিন্দুদেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার সর্ব্বজাতীয় প্রজারা তাঁহার প্রতি এমত অনুরক্ত ছিল যে তাঁহার মরণানন্তর মুসলমানেরা তাঁহার শরীরকে গোর দিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এবং হিন্দুরা দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র চৈতমল রাজা হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং পেরুয়া হইতে গৌড় নগরে রাজধানী নাড়িয়া উত্তমোত্তম গৃহ নির্ম্মাণদ্বারা ঐ নগরকে এমত শোভিত করিলেন যে পূর্ব্ব২ রাজারা কেহ সে রূপ করেন নাই। তাঁহার আজ্ঞানুসারে অপূর্ব্ব মসজিদ স্নানকুণ্ড, চৌবাচ্চা, সরাই প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। তিনি যথার্থ বিচারপূর্ব্বক শাসন করিয়া ১৪০৯ শালে লোকান্তর গমন করিলেন পরে তাঁহার পুত্র মহম্মদশাহ্ ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তৈমূর অথবা তামরলেন নামক এক ব্যক্তি অতি বৃহৎ এক প্রস্তুত মোগল সৈন্য লইয়া সিন্ধু

নদী পার হইয়া দিল্লী জয় করিলেন এবং সহস্র২ লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনি মহারাজ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এক বৎসর থাকিয়া গমন করিলেন পুনর্ব্বার তাঁহার প্রত্যাগমন হয় নাই। তৈমুরের উপদ্রোহপ্রযুক্ত দিল্লীরাজ্য অনেক অংশে বিভক্ত হইল। এক২ অধ্যক্ষেরা স্বাধীন হইলেন। মালবা, গুজরাট, খণ্ডেশ এবং জোয়ান্পুর পৃথক২ রাজ্য হইল এই কয়েক নূতন রাজের মধ্যে জোয়ানপুর রাজ্য বাঙ্গালার অতিনিকট ছিল, অতএব ইহার রাজা ইব্রাহিম বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া অনেক লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাজা অহম্মদ শাহ শক্তিতে তাঁহার অযোগ্য হইয়া হিরাতের রাজা তৈমুরের পৌত্র সাহরোচের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজা ইব্রাহিমকে শীঘ্র লিখি-লেন যে যদ্যপি তিনি না নিবৃত্ত হয়েন তবে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবেন তদনন্তর ইব্রাহিমের বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ বিষয়ে আর কিছুই আমরা শুনিতে পাই-না। ১৪২৬ শালে অহম্মদের নিরপত্য হইয়া মরাতে তাঁহার সহিত এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজত্বের শেষ হইল। এই রাজত্ব কেবল দৈবঘটনায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ সাম্রাজ্যে হিন্দু ধর্ম্ম পুনস্থাপন জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই। কারণ তাহার পরে দ্বিতীয় রাজা মসলমান

ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া অনেক হিন্দু প্রজাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বি করিয়াছিলেন।

১৪২৬ শালে মুসলমান কুলীনেরা নাজির শাহাকে রাজা করিলেন তিনি একত্রিশবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারদ্বারা গৌড়নগরের চতুর্দ্দিগে একগড় হয় এবং অতিসুদৃশ্য গোপুর (ফটক) হয় এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই স্মরণীয় নাই তদনন্তর তাঁহার পুত্র বারেক শাহ রাজা হইলেন তিনিই ঐ সকল আবিসিনিয়া দেশস্থ ও কাফ্রি ভৃত্যদিগকে রাজসভায় প্রথম আনয়ন করেন যাহারা পশ্চাৎ এরাজ্যের বিস্তর অপকার করিল তিনি সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র সপ্ত বৎসর রাজত্বের পরে নিরপত্য মৃত্ত হইলে কুলীনেরা ফতেশাহকে রাজা করিলেন। এই রাজ্যকালে আবিসিনিয়ানেরা অতি অহঙ্কৃত ও শক্তিমান্ হইল অতএব রাজা তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করাতে তাহারা তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিল। তাহার পরে প্রধান ষণ্ড (অর্থাৎ খোজা) রাজা হইয়া সুলতান্ শাহজাদা নাম পাইলেন আটমাস পরে মলকআন্দিল নামক এক জন অতি ক্ষমতাপন্ন আবিসিনিয়ান জাতীয় যিনি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, রাজাকে মারিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার রাজা হইলেন। তিনি গৌড় নগর মধ্যে অনেক নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার

ও তাঁহার পুত্রের রাজ্য সমুদায়ে চারি বৎসরের অধিক হয় নাই তাঁহার পুত্রের পরে মজুফর শাহ্নামক এক অতিদুরাত্মা রাজা হইয়া সকল প্রজার নিকটে ঘৃণিত হওয়াতে তাঁহার উজীর হস্বিনশাহ যিনি তৎকালে মক্কার নায়েব ছিলেন, রাজার বিপক্ষ হইয়া রাজধানীতে তাঁহাকে বেষ্টনকরিলেন তাহাতে রাজা বহির্ভূত হইয়া যুদ্ধকরাতে গৌড়নগরের নিকটে রণস্থানে বিংশতি সহস্র মনুষ্য মারাগেল এবং তাহার মধ্যে স্বয়ং রাজাও মারাপড়িলেন

সৈয়দ হস্বিন সাহ্ ১৪৮৯ শালে বাঙ্গালার রাজা হইলেন তিনি বাঙ্গালার যাবদীয় রাজার মধ্যে নিশ্চিতরূপে অতিশয় পরাক্রমশালী এবং ভবিষ্যদ্বক্তা মহাম্মদের বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি যখন প্রথম বাঙ্গালায় আসিলেন তখন অতি ক্ষুদ্র পদে ছিলেন কিন্তু চাঁদপূরের কাজি তাঁহার উজ্জ্বল বংশ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন তিনি ক্রমে২ প্রধান মন্ত্রী হইয়া অবশেষে বাঙ্গালার রাজা হইলেন। যেযুদ্ধে তাঁহার প্রভু মজুফর সাহ্ মরিলেন সেই যুদ্ধের পরে হস্বিন তাঁহার সৈন্যদিগকে গৌড়নগর লুট করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু কতিপয় দিনের পরে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞাদিলে ও তাহারা না শুনাতে তিনি বারহাজার লোক হত্যা

করিলেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্তহইয়া রাজসভা শুধরিতে স্থির করিয়া প্রথমত ঐ সকল পুহুব্রি দিগকে বহি-ষ্কৃত করিতে চেষ্টাকরিলেন যাহারা সর্ব্বদা রাজার রাজ্যচ্যুতিতে সাহায্য করিত পরে আবিসিনিয়ান দিগের বহির্ভূত করিতে উদেযাগ করিলেন। তাহারা উত্তরহিন্দুস্থান হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণে গিয়া সিদ্ধিস্ নামে খ্যাত্যাপন্ন হইল।

এই প্রকারে রাজকর্ম্মের নিয়ম করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সদ্বিচার পূর্ব্বক শাসন করিলেন। তিনি পণ্ডিতলোকদিগের অত্যন্ত উত্সাহ বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার অতি নিকটবর্ত্তি আসাম দেশের কিয়দংশ ও উড়িস্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে জোয়ানপুরের স্বাধীন রাজাদিগের শেষবর্ত্তী হুসং আপন রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া বাঙ্গালায় বসতি করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে ঐ রাজা তাঁহাকে রাজপুত্রের উপযুক্ত মাসিক স্থির করিয়া দিলেন দিল্লীর মহারাজ হুসঙের অনুবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালার নিকটে আসিলেন তাহাতে তাঁহার সহিত ঐ রাজার সন্ধিহইল এবং ঐ সন্ধিদ্বারা বেহার তিরহুট সরকার ও সারন এই কএক দেশ মহারাজকে দত্ত হওয়াতে তিনি বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন নাই। ১৫২০ শালে হুষিন্ মরাতে তাঁহার পুত্র

ছিলেন। পিতার মরণানন্তর সের পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া আপ্তবন্ধুদিগের বাধা প্রযুক্ত দুইবার হারাইলেন ঐ সময়ে বেবর দিল্লীর মহারাজ হওয়াতে সের তাঁহার সভায় প্রবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত বহুকাল রহিলেন অতএব পরিশ্রম পূর্ব্বক মোগল দিগের ব্যবহার ও শক্তি শিক্ষা করিয়া পরে দেখিলেন যে মোগলদিগকে সহজেই ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করাযায় এবং বিবেচনা করিলেন যে তিনি ইহা করিতে পারেন। সের রাজসভা ত্যাগ করিয়া বেহারে গমন পূর্ব্বক নিজবুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্তহইলেন ইতিমধ্যে সিংহাসনচ্যুত মহারাজ সেকন্দরলদির পুত্র মহাম্মদ বেহারে আসাতে তথাকার কুলীনেরা তাঁহাকে রাজা করিলেন। সের তাহাতে বাধাদিতে অসামর্থ্য প্রযুক্ত দিল্লীর মহারাজ বেবরের পুত্র হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহার অধীনহইয়া যাত্রা করিলেন। যখন সৈন্যেরা যুদ্ধকরিতে লাগিল তখন তিনি মোগল দিগের পক্ষে হইয়া তাহাদিগের জয়ী করিলেন হুমায়ুন গুজরাটে যাওয়াতে সের বেহার অধিকার করিয়া বাঙ্গালা পরাজয় করিতে যাত্রার্থে উদ্যোগ করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া ১৫৩৭ শালে গোওয়াদেশে পোর্ত্তুগিসদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করাতে তথাকার প্রধান অধ্যক্ষ

নস্বরিত সাহ রাজাহইলেন তাঁহার রাজ্যকালে কাবল হইতে সুলতান বেবর আসিয়া দিল্লীজয় করিয়া ১৫২৬ শালে ভারতবর্ষে মোগল রাজ্য স্থাপন করিলেন নস্বরিত বেহার জয় করিলেন এবং দিল্লীরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত মহারাজ মহাম্মদ লদিকে সাহয্য করাতে বেবর তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন তাহাতে বাঙ্গালার রাজা বিবেচনা পূর্ব্বকঅধীনতা স্বীকার করিলেন। তিনি রাজ-বাটীর খোজাদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করাতে তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেন। তিনি গৌড় নগরে ঐ উত্তম স্বর্ণময় মসজিদ করেন যাহা অদ্যাপি সোনা মসজিদ নামে খ্যাতআছে। তাঁহার পুত্র মহম্মদসাহ রাজা হইলেন কিন্তু অতি প্রসিদ্ধ সের সাহ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজচ্যুত করিলেন।

বাঙ্গালায় এপর্য্যন্ত যত মুসলমান দিগের বর্ণনা করা গিয়াছে সেসকল অপেক্ষা সেরসাহ অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার নাম ফরিদ ছিল পরেএক সিংহের সহিত একাকী যুদ্ধকরিয়া তাহার মস্তক ছেদন করাতে তাঁহার নাম সেরহইল সের অর্থাৎ সিংহ। তিনি পাঠানজাতীয় ছিলেন, তাঁহার পিতামহ কর্ম্মাকাংক্ষী হইয়া ভারতবর্ষে আসিলে দিল্লীর মহারাজ বেললি লদী তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অবশেষে বেহার দেশের মধ্যে সাসরম জেলার শাসনকর্ত্তা হইয়া

তাঁহার সাহায্যার্থে নয় খান যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করি-
লেন কিন্তু তাহাদের আসিতে অতিশয় বিলম্ব হইল।
খ্রীষ্টিয়ানেরা অস্ত্রধারণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে এই
সময়ে প্রথমে আসিলেন। সেরের আগমনে বাঙ্গা-
লার রাজা মহাম্মদ গৌড়নগরের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া
রহিলেন কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অতিশয় অপ্রতুল হওয়াতে
নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রথমত হাজিপুরে পলা-
য়ন করিয়া সেস্থান হইতে চুনারে গমন করিলেন
তৎকালে ঐ চুনারে হুমায়ুন সসৈন্য হইয়া ছিলেন
সেরের আগমনে গৌড়স্থ সকল লোকে তাঁহাকে
দ্বার খুলিয়া দিলেন কিন্তু হুমায়ুন তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে
আসাতে তাঁহাকে সাগরনদেশে পলায়ন করিতে হইল
এবং ঐ সময়ে তিনি ধূর্ত্ততা করিয়া রতাস অধিকার
করিয়াছিলেন ঐ স্থান এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থিত
যেস্থান হইতে শোণনদ স্পষ্টরূপে দৃশ্য হয় এবং ঐ
স্থানকে ভারতবর্ষের মধ্যে এক দৃঢ় গড় বলাযাইত। যখন
রতাসে থাকিয়া সের সবল হইতে ছিলেন তখন গৌড়
দেশ লুট করিতে হুমায়ুন তিন মাস যাপন করিলেন।
পরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে সুতরাং তাঁহাকে দিল্লীতে
প্রত্যাগমন করিতে হইল। প্রত্যাগমন কালে
মহারাজের যে পথে অবশ্য যাইতে হইবে সেই পথে
নদীর তীরে সের নিজ সৈন্য স্থাপন করিয়া

তাঁহার আগমন রোধ করিলেন। মহারাজের সৈন্যেরা তিন মাস পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্ম হইয়া তাঁবুতে রহিয়া অগ্রসর হইতে বা পশ্চাৎ গমন করিতে অসমর্থ হইল। অবশেষে হুমাযুন সেরের নিকটে সমাচার পাঠাইলেন, যে যদি সের পথ ছাড়িয়াদেন তবে মহারাজ বাঙ্গালা ও বেহার দেশ তাঁহাকে দিবেন। সের তাহাতে সম্মত হইয়া কোরানস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে তিনি মোগলদিগের অপকার করিবেন না কিন্তু সেইদিন রাত্রি কালে যখন বিপক্ষেরা নিজ তাঁবুতে সুখভোগ করিতে ছিল তখন সের হঠাৎ ত্বরায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অষ্টসহস্র মনুষ্যকে নষ্টকরিলেন কেবল মহারাজ কতিপয় বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিলেন। ১৫৩৯ শালে এই ঘটনা হইয়া ছিল। সের তৎক্ষণাৎ সত্বরে গৌড় দেশে আসিয়া আগমনোত্তর দিনেই বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজকীয় শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হইলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মের নিয়ম করিয়া পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সমভিব্যাহারে মহারাজের প্রতি আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। কনজের নিকটে একযুদ্ধেই মহারাজ পরাজিত হইবাতে সের দিল্লীর মহারাজ হইলেন এবং তাঁহার নাম সের সাহ হইল।

যুদ্ধস্থান হইতে সের বাঙ্গালায় আসিয়া বহুঅংশে বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিলেন। তিনি এমত উত্তমরূপে

রাজত্ব দৃঢ় করিয়া ছিলেন যে,তাঁহার রাজত্ব কালপর্য্যন্ত বিরোধের রোধ হইয়াছিল। ১৫৪১ শালে তিনি আগ্রায় গিয়া মহারাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৫৪৫ শালে এক গোলা ফাটিয়া পড়াতে তিনি মারাপড়িলেন তিনি পঞ্চদশ বৎসর রাজ্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন কিন্তু পঞ্চবৎসর মাত্র ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি গত হইলেও অনেক সুখ্যাত কর্ম্ম রহিল। বাঙ্গালার অন্তর্গত সোনারগাঁ হইতে সিন্ধুনদীর তীরপর্য্যন্ত সহস্রক্রোশ দূরহইবে কেবল সর্ব্বসাধারণ উপকারের নিমিত্তে ইহার মধ্যে২ প্রতি আড্ডায় এক২ সরাইনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং এক২ ক্রোশ অন্তরে এক২ কূপ খাত করিয়া ছিলেন। এবং আজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে প্রতি সরাইতে যেকোন জাতি হউক সকল পথিক দিগের সেবা তাঁহার নিজ ব্যয়ে হইবে এবং নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা ঐ পথ সুশোভিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে তিনিই যানের ডাক করিয়াছিলেন তাঁহার রাজ্যকালে রাজপথে ডাকাইতি ছিলনা। সাসরাম গ্রামে অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘে ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তারে এমত এক দীর্ঘিকার মধ্যে অতি চমৎকৃত তাঁহার গোরস্থান আছে। তাঁহার মসজিদকে ভারতবর্ষীয়প্রধান অট্টালিকার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে কিন্তু এক্ষেণকার রাজত্বের অধীন হওয়াতে ক্রেমে২ নষ্টহইতেছে।

সেরসাহের মৃত্যুর পরে মোগল কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশ জয় পর্য্যন্ত ১৫৪৫ শাল হইতে ১৫৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত একত্রিশ বৎসরের মধ্যে ঐ সিংহাসনে চারিজন রাজা হন সেরের পুত্র সেলিম নিজ কুটুম্ব মহাম্মদখাঁসুরকে বাঙ্গালাদেশের অধ্যক্ষ করিলেন তিনিও প্রভুর জীবদ্দশাপর্য্যন্ত অধীন থাকিয়া পরে স্বাধীন হইলেন এবং জোয়ানপুর অঞ্চলে অনেক২ স্থান জয়করিয়া ১৫৫৫ শালে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা পরাজিত হইলেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর সাহ তাঁহার পশ্চাৎ রাজাহইয়া দ্বিতীয় বৎসরে দিল্লীর মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রাকরিয়া মুঙ্গেরদেশে এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া নষ্টকরিলেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাহাদুরের বাঙ্গালা ওবেহার দেশের রাজত্বে দৃঢ়তাহওয়াতে সচ্ছন্দতারূপে শাসন করিয়া ১৫৬০ শালে তিনিমৃত হইলে তাঁহার ভ্রাতা রাজা হইয়া তিন বৎসর পরে গৌড়ে থাকিয়া লোকান্তর গত হইলেন। তাঁহার পুত্র যদ্যপিও অতি বালক ছিলেন তথাপি ঐ সিংহাসনে সকলে তাঁহাকে রাজা করিলেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার প্রাণে আঘাত হইল। কার্সানি বংশীয় সলিমান নামক একজন খ্যাত্য পন্ন পাঠান ১৫৬৪ শালে ঐ সিংহাসন আক্রমণ করিয়া মহারাজের প্রতি যথার্থ মর্য্যাদা ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে নানা প্রকার

বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত একজন নিজলোক প্রেরণ করিলেনএই সুন্দর উপায়দ্বারা সলিমান্ বাঙ্গালা দেশ নির্ব্বিরোধে রাখিয়া অন্যান্য স্থান জয় করিতে শক্ত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে উড়িস্যার রাজারা তাঁহাদিগের রাজ্যের সীমা বাঙ্গালা পর্য্যন্ত আনিয়া ছিলেন এবং তন্নিমিত্তে উড়িয়ারা অহঙ্কার করিয়া থাকে যে তাহাদের রাজ্য একবার ভাগীরথীর তীরবর্ত্তি ত্রিবেনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৫৫০ শালে মুকুন্দদেব নামক একজন তৈলঙ্গী উড়িস্যার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন কিন্তু তিনিই ঐ দেশের স্বাধীন রাজার শেষ ছিলেন এবং তিনি অতিশয় সাহসী ও গুণবান্ রূপে বর্ণিত আছেন তাঁহার রাজ্যের প্রথমকালে সাধারণ লোকের উপকার জনক কর্ম্ম অথবা কাল্পনিক ধর্ম্ম স্থাপিতহয় অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে তিনি ত্রিবেনী তীর্থে এক মন্দির ও এক ঘাট নির্ম্মাণ করেন ঐস্থান তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। বাঙ্গালার রাজা সলিমান উড়িস্যা জয় করিতে স্থিরকরিয়া মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিতে এক প্রস্তুত সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হওয়াতে কালাপাহাড় নামক তাঁহার অতি ভয়ানক সৈন্যাধ্যক্ষকে তথায় পাঠাইলেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা কহেন যে তাঁহার লৌহময়জয় ঢক্কার ধ্বনিতে

দেববিগ্রহ দিগের হস্তপদাদি বহুক্রোশ দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিয়াছিলেন কিন্তু গৌড় নগরের কোন যবন রাজের কন্যা তাঁহার প্রতি কামাতুরা হওয়াতে তিনি মুসলমান হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তন্নিমিত্তে ইতিহাসে বর্ণিত নিষ্ঠুর যেসকল হিন্দুদিগের অপকারি ব্যক্তিরা ছিল তাহাদিগের মধ্যে তিনি প্রধান হইলেন। তিনি নিজ প্রভুর কারণ এক প্রস্তুত পাঠান অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত উড়িস্যা প্রবেশ করিয়া তথাকার রাজাকে পরাজয় করিয়া ঐ দেশের স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট-করিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখক দিগের মতে ইহা ১৫৯৮ শালে হয় কিন্তু উড়িস্যার লিখনানুসারে ১৫৫৮ শালে হয়। কালাপাহাড় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উড়িস্যার মধ্যে কোন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নও রাখিবেন না তিনি অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দিগের অপকার করিলেন ও সকল দেবালয় ভগ্ন এবং বিগ্রহ সকল নষ্টকরিলেন। এবং সকল অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধ জগন্নাথের মুর্ত্তির প্রতি বিশেষত হইল। ইহার পুর্ব্বে দুইবার যখন ভিন্নদেশীয় শত্রুরা উড়িস্যা আক্রমণ করিয়াছিল তখন তথাকার পুরোহিতেরা ঐ বিগ্রহ লইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন কালা-পাহাড় মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন পুরোহিতেরা

তাঁহাদের ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিয়া একশকট দ্বারা চিলকনামক দীর্ঘিকার তীরে একগর্ত্তে পুতিয়ারাখিলেন। তথাপিও ঐ বিজয়ী ঐ বিগ্রহ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পরে ঐ গুপ্ত স্থান জানিতে পারিয়া ঐ বিগ্রহকে খননকরিয়া তুলিলেন যাঁহাকে উড়িয়ারা শ্রীজিউ কহেন পরে কালাপাহাড় পুরীরমধ্যে সকল বিগ্রহ ভগ্নকরিয়া একহস্তিপৃষ্ঠে জগন্নাথকে গঙ্গাতীরে আনিয়া অধিক কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক একচিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নিদিয়া ঐ বিগ্রহকে তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন। উহার নিকটস্থিত একব্যক্তি ঐ দগ্ধ বিগ্রহকে অগ্নিহইতে আকর্ষণ করিয়া নদীমধ্যে ক্ষেপকরাতে যেমন ঐ অর্দ্ধদগ্ধ বিগ্রহ স্রোতমধ্যে ভাসিতে২ চলিল জগন্নাথের এক দৃঢ়ভক্ত তাহার পশ্চাৎ বর্ত্তী হইয়া যখন বিরল দেখিলেন তখন উহার মধ্যহইতে ঈশ্বরীয় ভাগ অর্থাৎ বিষ্ণুপঞ্জর লইয়া যত্নপূর্ব্বক উড়িস্যায় উপস্থিত হইলেন। অতএব গজপতি ও গঙ্গাবংশীয় রাজারা যে স্বাধীনতা এমত দীর্ঘকাল পার্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে নষ্টহইল। কালাপাহাড়ের জয়ের পরে এক বিংশতি বৎসর ঐ রাজ্য অরাজক ছিল পরে উড়িয়ারা এক্ষণকার খুর্দ রাজের পূর্ব্বপুরুষকে ঐ সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু ঐ দেশে মুসলমান দিগের সম্পূর্ণ শক্তি

থাকাতে ঐ রাজা কেবল জমিদার মাত্র হইলেন।

১৫৭৩ বৎসরে সলিমান্ লোকান্তর গত হন। মহারাজ অকবরের অতি বুদ্ধিশাল সামর্থ্য থাকাতে তিনি কদাচ স্বাধীন রাজা হইতে পারেন নাই তিনি দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া আপনি অতিকৃতজ্ঞ প্রজা ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্তে তাঁহাকে তদ্দেশ অধিকারে রাখিতে অনুমতি হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দাউদ খাঁ ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে ভাণ্ডারে অধিক ধন আছে এবং তাঁহার সৈন্য তৎ-কালে ১৮০,০০০ ছিল এবং জনশ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়াযায় যে তাঁহার ২০,০০০ কামান ছিল তিনি আপনার শক্তি পরীক্ষা করিতে নিকটস্থিত মহা-রাজের সৈন্যেরপ্রতি আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভকরি-লেন। মহারাজ অকবর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জোয়ান্পুরের অধিপতি মোনাইমখাঁকে একপ্রস্তুত সৈন্যের সহিত বাঙ্গালা ও বেহার দেশে পাঠাইলেন। তাদরমল্ নামক এক হিন্দু রাজা তাঁহার অধীনে সৈন্যা-ধ্যক্ষ ছিলেন। দাউদখাঁ পাটনায় স্থিতিকরাতে মহা রাজের সৈন্যাধ্যক্ষেরা উহাবেষ্টন করিলেন এবং অক-বর আপনি তাঁবুতে আসিলেন পরে হাজীপুর হইতে বিপক্ষের সৈন্যেরা খাদ্যদ্রব্য পায় এমত দেখিয়া অগ্রে ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া নিজঅধীন করিলেন যাহারা

উহার রক্ষক ছিল তাহারা সকলে মারাপড়িল। উহার মধ্যে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও ছিলেন। সকল মৃতব্যক্তি দিগের শরীর এক নৌকায় আরোপণ করিয়া ঐ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের মস্তকের সহিত দাউদখাঁকে ভীতকরিতে তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইল তাহাতে তিনি যথার্থ রূপে ভীতহইয়া দ্রুতগামি নৌকায় আরোহণ করিয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন পাটনা সুতরাং মহারাজের হস্তগত হইল। মহারাজ তেরিয়াগলিদ্বারা সসৈন্যে যাত্রাকরিলেন ঐপথ দাউদের সৈন্যেরা হাজীপুরের রক্ষক দিগের মত হইবার ভয়ে পরিত্যাগ করিল। দাউদ এইনূতন উপদ্রোহ শুনিয়া আপনার ধন ও সৈন্যের সহিত উড়িস্যায় পলায়ন করিলেন তথায় অকবরের মোগলসৈন্য দিগের সহিত দাউদের পাঠান সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল তাহাতে মোগলদিগের পক্ষেজয় হইল। কিন্তু দাউদ কটকে পলায়ন করিয়া সর্ব্বতভাবে জয়ের আশা রহিত হইয়া মহারাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন মহারাজ ও অনুগ্রহ করিলেন তাহাতে তিনি মোগল দিগের তাঁবুতে আসিয়া পুনর্ব্বার কদাচ অকবরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না এইমত প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিজমুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং এইসন্ধিদ্বারা তাঁহার সম্পত্তি সকল উড়িস্যায় রাখিতে মহারাজ অনুমতি করিলেন।

সোনাইমখাঁ মহারাজের সৈন্যের সহিত গৌড়নগরে আসিয়া স্বয়ং তথায় বাস করিতে মানস করিলেন। ১৫৭৫ শালে কোন অজ্ঞাত কারণ বশত অতিশয় মরক উপস্থিত হইল প্রতিদিন সহস্র২ মনুষ্য মরাতে অবশিষ্টেরা গোর দিতে অক্ষম হইয়া সকল শব নদীতে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে এমত দুর্গন্ধ হইল যে ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি হইল এবং এই পীড়াতেই তথাকার অধ্যক্ষ মহাশয় মারাপড়িলেন এইনগর তদবধি মনুষ্যশূন্য হইয়া অদ্যাপি আছে এবং ঐ স্থান ঐ মরকের পূর্ব্বে দুই সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের মধ্যে অতিচমৎকৃত নগর ছিল উহার দৈর্ঘ ও বিস্তার অন্যান্য অপেক্ষা অধিক ছিল এবং উহার মধ্যে অতি উত্তমোত্তম অট্টালিকা ও নানা প্রকার ধন ছিল এবং উহাতে একশত রাজা ক্রমে২ বসতি করিয়া ছিলেন আর উহা এক পরমসুখ ভোগের স্থান ছিল কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সকল ভূমিসাৎ হইয়া এক্ষণে ব্যাঘ্র বানর প্রভৃতির বাসস্থান হইয়াছে অতিদৃঢ়তর পাষাণময় অট্টালিকার মধ্যে দুই এক অদ্যাপি আছে কিন্তু ইষ্টকানির্ম্মিত গৃহসকল ভগ্ন করিয়া মুরসিদাবাদের অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয় এবং যে বৎসরে বাঙ্গালাদেশের ঐ অতিপ্রাচীন ও অতিউত্তম রাজধানী নির্মনুষ্য হইল সেইবৎসরে উহা দিল্লীরাজ্যের এক অংশ হইল ॥

মোনাইমখাঁর মৃত্যুর পরে বাঙ্গলা দেশ অতিঅনিয়-মিত হওয়াতে দাউদখাঁ শপথ ভঙ্গ করিয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মোগলদিগকে বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করেন পরে পঞ্চাশত্ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজমহলে স্থিতিকরিলেন। অকবরের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে একত্র হইয়া ঐ স্থান বেষ্টন করিল তাহাতে পাঠানেরা সাহস পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল কিন্তু তাহাদের অধ্যক্ষেরা ক্রমেং মারাপড়াতে তাহারা ভীতহইয়া পলায়ন করিল। দাউদ মোগল সৈন্যা-ধ্যক্ষদিগের হস্তে পড়াতে তাহারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া অকবরের নিকটে পাঠাইল। দাউদের মৃত্যুতে যে রাজশ্রেণী স্বাধীন হইয়া এইদেশ দুইশত ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত শাসন করিতে ছিল তাহা একেবারে নির্ব্বাণ হইল এবং পাঠান দিগের শক্তিও দাউদের সহিত বিনষ্ট হইল বক্তিয়ার খিলিজি যেবৎসরে প্রথম বাঙ্গালাজয় করিলেন তদবধি মোগল দিগের পুনর্জয় পর্য্যন্ত তিন শত পঞ্চাশত্ বৎসরের ও অধিক হইবে পাঠানেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বলবান ছিল। ১৫৭৬ শালে বাঙ্গালা ও বেহার দেশ মোগল রাজ্যের এক অংশ হইল।

পাঠানেরা যে চারি শত বৎসর বাঙ্গালায় ছিলেন তাহাতে এইরূপে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া ছিল। রাজা অথবা প্রধান অধ্যক্ষ নিজরাজত্বের

নিমিত্তে কোন বিশেষ প্রদেশ গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য প্রদেশ ও হিন্দুদিগের হইতে বলাৎ গৃহীত সম্পত্তি সকল তাঁহার সেনাপতি দিগের দত্তহইত তাঁহারা ঐভূমি নিজ২ অধীন ব্যক্তি দিগের মধ্যে বণ্টন করিতেন ঐ সকল ভূমিহইতে যে কর উৎপন্নহইত তাহাহইতে সেনাপতিদিগের নিয়মিত সংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতে হইত এবং তাহাদের নিজ২ ব্যয়করিতেহইত অবশিষ্ট রাজার কোষে প্রেরণ করিতেহইত। হিন্দু জমিদারেরা আপন২ ভূমি হারাইয়া অত্যন্ত দুঃখদারিদ্র ভোগ করিতেন এবং সর্ব্বদা পাঠান দিগের নিমিত্তে সম্পত্তি আহরণ করিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দাউদখাঁ পরাজিত হইলে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষ বেহার দেশজয় করিয়া রতাসের দৃঢ় গড় দখল করিলেন এবং মৃতরাজার সম্পত্তি আটককরিতে একপ্রস্তুত সৈন্য উড়িস্যায় প্রেরিত হইল পরে তাহারাই কুচবেহারের রাজাকে করদিতে বাধ্য করিলেক

ইহার কিঞ্চিৎকাল পরে বড় দুর্দশা উপস্থিত হইল মোগল সেনাপতিরা পাঠান দিগের সম্পত্তি হরণ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল অকবর রাজস্ব আদায় কারণ এক উত্তমরীতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া নূতন সম্পত্তি ভোগা মোগলদিগের আহ্বানকরিয়া ভোগাব-

শিষ্ট তাঁহাকে দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং যাহারা রাজস্ব আহরণ কারক হইয়া জমিদারের তুল্য ব্যবহার করিত তাহাদিগকে ক্রমে২ পরিবর্ত্ত করিতে স্থির করিলেন ইহাতে মোগলেরা অসম্মত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া খেদপূর্ব্বক নূতন প্রাপ্ত সম্পত্তি রক্ষাকরিতে স্থির করিল অতএব অকবরের নিজ ত্রিশ হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা একেবারে তাঁহার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং বাঙ্গালার রাজধানী বেষ্টন করিল এবং ঐ কারণবশত বেহারস্থিত মোগলেরা তদ্দেশ গ্রহণার্থে অস্ত্রধারণ করিল এইরূপে ১৫৮০ শালে সমুদায় বাঙ্গালা ও বেহার পুনর্ব্বার মহারাজা হইতে পৃথক হইল । এই রাজবিদ্রোহের দ্বারা অকবরের সিংহাসন কম্পিত হইল। ঐ বিদ্রোহিরা তাঁহার নিজ সৈন্য ও নিজ জাতি ছিল একারণ সর্ব্বত্র কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়া তিনি কোন আপনার লোকের উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না এই সন্দিগ্ধ বিষয়ে তারলমল নামক এক হিন্দু রাজাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া একপ্রস্তুত রাজপুতজাতীয় হিন্দুসৈন্যের সহিত ঐ বিপক্ষদিগের দেশসকল পুনর্ব্বার জয়করিতে পাঠাইলেন । তিনি অতিসাহস পূর্ব্বক কর্ম্মকরিতে লাগিলেন তিনি নিজ সৈন্যের সহিত বেহারদেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার হিন্দুজমিদার দিগকে বিদ্রোহকারি দিগের কারণ খাদ্য

দ্রব্য আহরণ করিতে অস্বীকার করাইলেন তাহাতে বিদ্রোহকারি দিগের মধ্যে অনেকেই আপনার দিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধে অতুল্য জানিয়া ঐ দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার অধীন মুসলমান কর্ম্মকারকেরা তাঁহার পৃতি অতিশয় ঘনিষ্ঠ না হওয়াতে সৈন্য সকল একত্র রাখা রাজা অতি দুঃসাধ্য জানিলেন ইতি মধ্যে দিল্লীর উজির উপদ্রোহ কারিদিগের অনেককে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের হইতে প্রাপ্য যে অবশিষ্ট ধন তাহা দিতে কহিলেন ইহাতে ঐ রাজার আর অধিক অসন্তোষ হইল অতএব তিনি মহারাজের নিকটে ইহা নিবেদন করাতে মহারাজ প্রধান মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন। এই সময়ে অকবরের রাজকীয় কর্ম্ম সকল এমত ক্ষীণ হইল যে যেসকল বৃদ্ধলোকেরা তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্বার রাজসরকারে আনীতে প্রার্থনা করিলেন। আজিম খাঁ বেহারের শাসন কর্ত্তা হইয়া বিদ্রোহ কারিদিগকে বিনয় দ্বারা ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতে অকবরকে রাজকর্ম্মের দুরবস্থা জানাইতে তিনি আগ্রায় আসিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় আজ্ঞাদায়কেরা মিলপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে অক্ষম ইহা জানিয়া মহারাজ রাজা

তারলমলের পরিবর্ত্তে আজিম খাঁকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিলেন এবং তৎকালে যে সকল সৈন্যেরা অনি-যুক্ত ছিল তাহাদিগকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ নূতন শুবাদার উপদ্রোহ কারিদিগের মধ্যে পরস্পর হিংসা উত্থাপন করিয়া একে২ সমুদা-য়কে দুর্বল করিতে পারক হইলেন কিঞ্চিৎ কাল পরেই তন্দানামক নগর তাঁহার অধীন হইল পরে ১৫৮২ শালে সমুদায় দেশ পরাজিত হইল এবং বিবাদের ও শেষ হইল।

রাজা তারলমল বোধহয় সৈন্য দিগের আজ্ঞা দানে রুদ্ধ হইয়া ভাণ্ডারে স্থিত হয়েন কারণ তাঁহাকে সর্বদা সকলে দেওয়ান তারলমল বলিতেন ১৫৮২ শালে তিনিই বাঙ্গালার জমিদারির নূতন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ছিলেন মোগলরাজ্যের অধীনে বাঙ্গালার রাজস্বের স্থি-রতা প্রথমেঐ হিন্দ রাজাদ্বারা হইয়াঅনেক বৎসর পর্য্য-ন্ত প্রবলছিল। বাঙ্গালার সকল খোলাশা ও দত্ত ভুমির খাজানাকে ওয়াসিল তুমরজমা কহাযাইত কেবল এই একদেশ হইতে প্রায় এক কোটী সাতলক্ষ টাকা খাজানা আদায় হইত।

যদ্যপিও বাঙ্গালাদেশ পরাজিত হইল তথাপি নির্বিরোধ হইল না উড়িস্যায় পাঠানেরা বার-ম্বার রাজবিদ্রোহী হইত ১৫৮৯ শালে অকবর মান-

সিংহনামক একজন খ্যাত্যাপন্ন রাজপুতকে বাঙ্গালা ও বেহার দেশের শাসনকর্ত্তা করিলেন ঐ মানসিংহের ভগিনীর সহিত রাজপুত্র সেলিমের বিবাহ হয় যিনি পরে জেহাঙ্গির মহারাজ হইলেন। মানসিংহ শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্তহইয়া পাঠান দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন পাঠান দিগের প্রধান কত্তলখাঁ এই সময়ে মরাতে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল পরে তাহারা মহারাজের নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে স্বীকার করিলে মানসিংহ তাহাদিগের সম্পত্তি তাহা-দিগকেই দিলেন কিন্তু তাহারা দুই বৎসরের মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া জগন্নাথের মন্দির বেষ্টন করিল মানসিংহ অবিলম্বে ঐ দেশে গিয়া সুবর্ণ রেখানদীর তীরে এক যুদ্ধ করিলেন তাহাতে পাঠানেরা স-ম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার সন্ধি প্রার্থনা করি-ল তাহাতে এইরূপে সন্ধি হইল যে তাহারা তাহাদিগের সমুদায় হস্তী ও রাজস্ব দিবে। মানসিংহ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজমহলে রাজধানী করিলেন ঐ নগর পূর্ব্বকালে রাজাদিগের ও শাসন কর্ত্তাদিগের আবাস স্থান ছিল কিন্তু মুসলমান দিগের আগমনাবধি অপহেলা প্রযুক্ত নষ্ট হইয়াছিল ইহা এক্ষণে পুনর্ব্বার উজ্জ্বল ও খ্যাত্যাপন্ন হইল। ঐ রাজা এক উত্তম পুরী নির্ম্মাণকরিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে ইষ্টকা ও পাষাণ দ্বারা

দুর্গ করিলেন পরবৎসরে উড়িস্যার পাঠানেরা তৃতীয় বার রাজবিদ্রোহী হইয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত বাঙ্গালার মধ্যে তৎকালেও প্রধান বাণিজ্যেরস্থান সাতগাঁ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ লুটকরিয়া লইল কিন্তু মহারাজের সৈন্য আসিবামাত্রে অধীনতা স্বীকার করিল ১৫৯৫ শালে কুচবেহারের রাজা মহারাজের প্রজাত্ব স্বীকার করাতে তাঁহার নিজ কুটুম্বেরা তাঁহাকে একদুর্গমধ্যে রুদ্ধকরেন তাহাতে তিনি মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি সসৈন্যে তথায় যাত্রা করিয়া ঐ দেশকে করপ্রদ করিলেন মোগল দিগের কুচ বেহারে এই প্রথম গমন হইল। ১৫৮৯ শালে অকবর দেকানে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে স্থির করিয়া মানসিংহকে তাঁহার সহিত যাইতে আজ্ঞা করিলেন। উড়িস্যার পাঠান দিগের মধ্যে তৎকালে প্রধান ওসমান ইহা শুনিবামাত্রে পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে দৃশ্য হইলেন তিনি মহারাজের সৈন্যদিগের জয় করিয়া বাঙ্গালার অনেক অংশ জয়করিলেন মানসিংহ অতিত্বরায় সেরপুরে শত্রুদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন। মানসিংহ পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত যথার্থ রূপে ও জ্ঞানপূর্ব্বক বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১৬০৪ শালে নিজকর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলেন পরবৎসরে তাঁহার প্রভু ঐ মহান্ অকবর মৃত হইলেন এবং জেহা-

ঙ্গির তৎসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এই সময়ে মানসিংহ ঐ রাজ্যের প্রজার মধ্যে অতিশয় বলবান্ ছিলেন। তিনি অর্থ দ্বারা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় অতি সাহসী ২০ হাজার রাজপুত সৈন্য রাখিয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহার কর্ম্মে নিতান্ত রত ছিল অতএব এই রাজ্যের হিন্দু দিগের মধ্যে তিনি সকলের প্রধান ছিলেন মানসিংহ যদ্যপিও নূতন মহারাজের শ্যালক ছিলেন তথাপি তিনি ইহাঁহইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিবিপদ নিবারণার্থে তাঁহাকে রাজসভা হইতে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন।

আট মাসের মধ্যে জেহাঙ্গির তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিয়া অতিসুখ্যাত সেরখাঁকে নষ্ট করিতে কহিলেন তাহাতে মানসিংহ এমত কর্ম্মে সাহায্য করিতে অস্বীকার করাতে কুতুব উদ্দিনকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা করিলেন সেরমেহরলের স্ত্রীনিস্সা ভারত বর্ষের মধ্যে তৎকালে অতি পরমা সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী সেরও অতিউচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ছিলেন। এই বিবাহের পূর্ব্বে যুবরাজ জেহাঙ্গির ঐ রমণীর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পিতা অকবরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহের সম্বন্ধের অন্যথা করিলে তাঁহার সহিত বিবাহ হইতে পারে কিন্তু মহারাজ নিজ পুত্রের নিমিত্তেও অবি-

চার করিতে অস্বীকার করাতে ঐ সুন্দরী সেরের পত্নী হইলেন। তাঁহাকে নষ্ট করিতে জেহাঙ্গির যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন সেরের অত্যন্ত সাহস প্রবল দ্বারা সেসকল অন্যথা হইয়াছিল সের রাজসভায় নিজ রক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া পত্নীর সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া বর্দ্ধমানের প্রধান হইলেন অকবরের পরলোক হইলে জেহাঙ্গির ভারত বর্ষের প্রভু হওয়াতে ঐ সুন্দরীর কারণ তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বাসনা হইল সকল আপদ ভোগ করিতে হইলে ও তিনি ঐ নারীকে গ্রহণ করিবেন ইহা স্থির করিয়া কুতুবকে বাঙ্গালার শুবাদার করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সেরের মৃত্যু যাহাতে হয় এমত করিবেন কুতুব বর্দ্ধমানে আসাতে সের দুইজন অশ্বারূঢ়ের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বহিরাগমন করিলেন ঐ শুবাদার মর্য্যাদা পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া হস্তীর উপরে আরোহণ করিলেন। এক জন পিয়াদা যাহার প্রতি পূর্ব্বে উপদেশ ছিল শুবাদারের পথে সেরের অশ্ব আসিয়াছে এইকথা বলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল ইহাতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল সের দেখিলেন যে তাহারা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে চাহে একারণ সাহাসী ব্যক্তির ন্যায় মরিতে স্থির করিলেন। যেমন তাঁহার স্ত্রী অতিশয় সুন্দরীছিল তেমনি তাঁহাকে সকলে ভারতবর্ষের মধ্যে

অতিশয় বলবান্ জানিত। তিনি সাহস পূর্ব্বক ঐ হস্তী আক্রমণ করিলেন এবং শুবাদার তথাহইতে নীচে পড়াতে তিনি তাঁহাকে দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন অন্য পঞ্চজন ভদ্রলোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়া ঐ রূপ হইলেন অবশিষ্ট লোকেরা চতুর্দিগে বেষ্টন করিয়া দূর হইতে তাঁহার প্রতি তীর ও গুলাক্ষেপ করাতে তিনি ক্ষত বিক্ষত শরীর হইয়া অবশেষে পড়িলেন তাঁহার পত্নী তাঁহার মৃর্ত্যুতে খিদ্যমানা না হইয়া শীঘ্র জেহাঙ্গিরের ভার্য্যা হইলেন পরে সর্ব্বলোকে সুবিদিত নুরজেহান নাম ধরিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ঐ নারী ভারত বর্ষের রাজ্য শাসন করিলেন ।

১৬০৮ শালে সেক ইজলাম খাঁ বাঙ্গালার শুবাদার হইয়া রাজধানী দক্ষিণে আনিয়া ঢাকাশহর নির্ম্মাণ করিলেন কারণ বাঙ্গালার নদীর ধারে পোর্ত্তগিস জাতীয় নাবিক তস্করেরা অতিশয় দুঃখ দায়ক ছিল। ভারত বর্ষে বাণিজ্যার্থ সমুদ্র দ্বারা ইউরোপিয়ান্ দিগের মধ্যে প্রথমে পোর্ত্তুগিসেরা আইসেন । ১৪৯৬ বৎসরে বেস্কোডিগমা নামক সামুদ্রিক সৈন্যাধ্যক্ষ জাহাজদ্বারা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারত বর্ষের পশ্চিম তীরে কালিকত নামক নগরে প্রথমে উপস্থিত হইলেন। পোর্ত্তুগিসেরা তথায় বা-

বাণিজ্যে বহুলাভ দেখিয়া ধারাবাহী জাহাজ পাঠাইতে লাগিলেন অবশেষে স্থান পাইয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন তাঁহারা লঙ্কা উপদ্বীপ জয় করিয়া পূর্ব্বসমুদ্রের উপদ্বীপে কারখানা স্থাপনা করিলেন ভারতবর্ষে প্রথমে আগমন অবধি পঞ্চাশত্ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঙ্গলায় আইসেন নাই এমত বোধ হইতেছে কিন্তু কোন সময়ে তাঁহারা প্রথমে হুগলিতে বসতি করিয়াছেন তাহা সম্যগ্রূপে নিশ্চয় করা যায় না কিন্তু ১৫৯৯ শালে তাঁহারা যে দুই গির্জা তথায় নির্ম্মাণ করেন তাহার একটা দেবত্রকরযুক্ত ছিল ইহাতে বোধ হয় যে ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালে তাঁহারা তথায় বসতি করিয়াছিলেন তাঁহাদের আবাসস্থান অভেদ্য-রূপে বেষ্টিত ছিল চতুর্দিগে ভিত্তির উপরে কামান সকল সজ্জিত ছিল এবং তাহাতে ইউরোপীয় গোলন্দাজ অনেক নিযুক্ত ছিল। তাঁহাদিগের শক্তি ও বাণিজ্যেতে এদেশে তাঁহাদিগের অধিক সমাদর জন্মিয়াছিল এই সময়ে সপ্তগ্রামে রাজকীয় বাণিজ্যস্থান অতিউজ্জ্বল ছিল ইহার তুল্য বাণিজ্যের নগর বাঙ্গালায় আর ছিল না পোর্ত্তুগিসেরা ইহার অতিনিকটে গোলিন কিম্বা গোলানামক স্থানে বসতি করিতেন এই স্থান অন্য দেশীয় লোকের বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধিশীল হইয়া পরে হুগলি নামে খ্যাত হইল।

পোর্ত্তুগিসেরা সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যের অনেক অংশ আকর্ষণ করাতে ঐ নগর অতিশীঘ্র ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং ঐ নগরের ক্ষয়ের প্রতি অন্য কারণ পশ্চাৎ লিখাযাইতেছে। অতিপূর্ব্বকালে ভাগীরথীর প্রধান শাখা ঐ নগরের ভিত্তির নীচে দিয়া আন্‌তা ও তমোলোক হইয়া সমুদ্রে যাইত এবং বোধ হয় ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে ঐ নদী শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহার প্রধান স্রোত হুগলির খাল দিয়া বহিতে লাগিল যেখানে অদ্যাপি আছে। চুঁচড়ায় ওলন্দাজদিগের মধ্যে অনেককাল পর্য্যন্ত এক জনশ্রুতি ছিল যে এই নদী পূর্ব্বকালে ইহার পশ্চাৎভাগ দিয়া চলিত এক্ষণে যেরূপ সম্মুখে আছে এরূপ ছিল না। ইহার কারণ সত্য মিথ্যা যাহা হউক ইহা নিশ্চিত বটে যে সপ্তগ্রাম ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহার নাশদ্বারা হুগলি বৃদ্ধিশীল হইল।

কতিপয় ভ্রমণকারী পোর্ত্তুগিসেরা চট্টগ্রাম ও আরাকান দেশে ১৬০০ শালে বসতি করিয়া তদ্দেশীয় রাজাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল তাহারা সমুদ্রের কর্ম্মে অতি বিজ্ঞ ও অতি সাহসী ছিল একারণ প্রতিবাসিদিগের অতিশয় দুঃখদায়ক হওয়াতে ১৬০৭ শালে আরাকানের রাজা আপন রাজ্য হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে মানস করিয়া অনেককে প্রাণে নষ্ট করিলেন

অবশিষ্টেরা নয় দশ খান ক্ষুদ্র নৌকায় পলায়ন করিয়া সন্দ্বীপ উপদ্বীপে উপস্থিত হইল পরে তাহারাই নাবিক তস্কর হইল। মোগল শুবাদার যে সকল পোর্ত্তুগিসদিগের নিকটে পাইলেন তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিয়া নাবিক তস্করদিগের অন্বেষণে স্বয়ং যাত্রা করিলেন দক্ষিণ সবাজপুরে তাহাদিগকে লোঙ্গর করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক নৌযুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে মোগলেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল পোর্ত্তুগিসেরা জয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সন্দ্বীপে আসিয়া গঞ্জালিসকে তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেক যিনি মোগল সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া আঘাত করিলেন এবং প্রতি হিংসা করিতে তাহাদিগের সহস্র ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট করিলেন গঞ্জালিস হঠাৎ এক শক্তিমান রাজা হইলেন তাঁহার অধীনে এক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য ও দুই সহস্র এতদ্দেশীয় সৈন্য ছিল আর দুইশত অশ্বারূঢ় সৈন্য ও অশীতি জাহাজ ছিল। পদ্মানদীর সম্মুখে যে সকল উপদ্বীপ ছিল তাহা তিনি সকলি অধিকার করিলেন তাঁহার নিকটবর্ত্তি প্রধানলোকেরা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ১৬১০ শালে আরাকানের রাজা তাঁহার সহিত মিল করিয়া উভয়ে জল ও ভূমি উভয় দ্বারা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে ঐকমত্য করিলেন তাঁহাদিগের মিলিত সৈন্যেরা ভুলুয়া

ও লক্ষ্মীপুর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। কিন্তু অতিবলবৎ এক প্রস্তুত মোগলদিগের সৈন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া আরাকানের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। পোর্ত্তুগিসদিগের কামানযুক্ত নৌকা দ্বারা সমুদ্রতীরে রক্ষা করিতে অপহেলা হওয়াতে মোগলেরা চট্টগ্রামপর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া ছিল। এই সকল উপদ্রোহের নিমিত্তে বাঙ্গালার শুবাদার রাজধানী ঢাকায় লইয়া যান যে তিনি ঐ আক্রমণকারিদিগকে তথা হইতে তাড়াইতে পারেন। আরাকানদিগের পরাজয়দ্বারা ও শুবাদারের সতর্কতাদ্বারা পূর্ব্বদেশে বিরোধ রহিত হইল কিন্তু পশ্চিম দেশে তৎক্ষণাৎ নূতন বিরোধ উপস্থিত হইল। চিরবিরোধী উড়িস্যাস্থিত পাঠানেরা তাহাদিগের পূর্ব্ব প্রভুরপুত্র ওসমানের অধীনে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে স্থির করিলেক ঐ শুবাদার প্রথমে তাহাদিগকে কারণ দেখাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত গিয়া কহিলেক যে পাঠানেরা প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বর এক্ষণে ঐ দেশ মোগলদিগকে দিয়াছেন ও যদি তোমরা পুনর্ব্বার যুদ্ধকরহ তবে আপনারদিগের সর্ব্বনাশ আপনারাই করিবে। অহঙ্কারী ওসমান আপন অধীনে বিংশতি সহস্র পাঠান দেখিয়া

যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন মোগলেরা সুবর্ণরেখার তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল তথায় অতিসাহসপূর্ব্বক এক যুদ্ধ হওয়াতে পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইল। এই যুদ্ধ ১৬১১ শালে হয় এবং বাঙ্গালা উদ্ধার করিতে তাহাদিগের এই উদ্যম শেষ হইল পরে পাঠানেরা নির্ব্বিরোধী হইয়া ঐ দেশের প্রধানং গ্রামে বাস করিলেন তাঁহাদিগের এক্ষণে অসংখ্যক সন্তানেরা পাঠান নামে খ্যাত আছেন।

শুবাদারদ্বারা পোর্ত্তুগিস ও আরাকানদেশীয়েরা পরাজিত হইলে পরে গঞ্জালিস আরাকানজাহাজসকলের কর্ত্তাদিগকে আপন জাহাজে আহ্বান করিয়া বিনাপরাধে প্রাণদণ্ড করিলেন তদনন্তর তিনি তাহাদিগের সমুদায় জাহাজ লইয়া কিনারা দিয়া লুঠ করিতেং চলিলেন পরে আরাকানের শহর অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে পরাজিত হইলেন। আরাকানের রাজা এই বিশ্বাসঘাতকতাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে যে গঞ্জালিসের ভাগিনেয় প্রতিভূ ছিল তাহাকে পোর্ত্তুগিসদিগের চক্ষুর্গোচর হয় এমত এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি ফাঁসি দিলেন এই সময়ে গঞ্জালিস গোয়াবাসি পোর্ত্তুগিসদিগের যে শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যে এক্ষণে অনায়াসে আরাকান জয় করা যাইতে পারে তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কতিপয়

নৌকা প্রস্তুত করিয়া আরাকানের নিকটে পাঠাইলেন তাহার আজ্ঞাদায়ক গঞ্জালিসের অপেক্ষা না করিয়া নদী মধ্য দিয়া যেখানে আরাকানীয়েরা সুরক্ষিত ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন গঞ্জালিস তাঁহার সহিত পরে মিলিয়া উভয়ে একত্র হইয়া আরাকান নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ আঘাত পাইলেন পোর্ত্তগিসদিগের নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ ও দুই শত তাঁহার লোক মারাপড়িল এবং অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল এই পরাজয়েতে গঞ্জালিসের সর্ব্বনাশ হইল তাঁহার প্রতি সকলের বিশ্বাস একেবারে ভগ্নহইল তিনি সন্দ্বীপে আসিলেন কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তিরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেক। আরাকানের রাজা তাঁহার অনুসন্ধানে এক প্রস্তুত সৈন্য ও কতিপয় তোপ লইয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং তদ্দেশ ও তাহার নিকটস্থ তীর সকল অধিকার করিয়া ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র লুট করিলেন পরে শহর ও গ্রাম সকলে অগ্নিপ্রদান করিয়া তত্রস্থিত লোকদিগকে দাস করিয়া আনিলেন ইহা উত্তম কারণ বশত বোধ হইতেছে যে এই ও ইহার উত্তরোত্তর আরাকানীয়দিগের উপদ্রোহেতে সুন্দরবন হয় ঐ স্থানে পূর্ব্বকালে অনেক ধনী ও পরিশ্রমী লোকের বসতি ছিল। যে সকল মদ্রা খননে পাওয়া যায় ও অনেককালের বৃহৎ অট্টালিকার

স্থায়িভাগ এবং যে সকল উত্তমোত্তম সরোবর ঐ বন মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহাতে বিলক্ষণরূপে জানা যাইতেছে যে তথায় পূর্ব্বকালে বসতি ছিল কিন্তু যখন মনুষ্য রহিত হইল তখনি বনময় হওয়াতে বন্য জন্তু সকলের বসতিস্থান হইল।

১৬১৮ শালে মহারাণী নুরজেহানের ভগিনীপতি ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন এবং তাঁহার অধিকার কালেই ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন।

১৬০০ শালে ইলিজাবেথ নামে ইংলণ্ডের রাণী পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে লাণ্ডনের কতিপয় বণিক্‌দিগকে এক অনুমতি পত্র দেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মূল এই যে কোম্পানিতে ভারতবর্ষের এই মহারাজ্য এক্ষণে শাসন করিতেছেন। প্রথমত তাঁহারা সুরতে এক কারখানা স্থাপনা করিলেন তথা হইতে বাণিজ্যার্থে আগ্রায় গমন করিলেন তৎকালে ঐ স্থানে মহারাজের বসতি ছিল। পরে বেহারদেশে বহু মূল্য বাণিজ্য দ্রব্য অনেক২ আছে ইহা শুনিয়া ১৬২০ শালে তাঁহারা দুই জন প্রতিনিধি পাটনায় পাঠাইলেন যে সকল দ্রব্য ঐ প্রতিনিধিরা ক্রয় করিতেন তাহা তরণিদ্বারা এই নদী দিয়া আগ্রায় পাঠাইতেন পরে তথাহইতে ভূমিপথে সুরতে প্রেরিত হইত এবং সে

স্থানে জাহাজেরদ্বারা ইংলণ্ডে প্রস্থাপিত হইতে দূর দেশ বহনজন্য ব্যয় এমত অধিকবোধ হইল যে তাঁহারা এরূপ বাণিজ্যের মানস শীঘ্রপরিত্যাগ করিলেন।

ইব্রাহিমের অধিকারের প্রথম পঞ্চ বৎসর বাঙ্গালায় নির্বিরোধ ও সৌভাগ্য হইল আসামদেশীয়েরা ও আরাকানদেশীয়েরা দূরীভূত হইয়া ছিল এবং উড়িস্যায় পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ছিল বাণিজ্য পুনর্ব্বার উজ্জ্বলহইতে লাগিল ঢাকার বস্ত্র এবং মালদার রেশম সম্পূর্ণরূপে উত্তমহইতে লাগিল ইতিমধ্যে এক দৈবঘটনায় এই দুর্ভাগ্যদেশ পুনর্ব্বার দুঃখে মগ্ন হইল জেহাঙ্গিরমহারাজের তৃতীয় পুত্র সাজাহান দেকানদেশে এক দ্রোহনিবারণার্থে প্রেরিত হইয়া সুসিদ্ধ হইলেন জেহাঙ্গির তৎকালে তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন তাঁহার পত্নী ঐ সর্ব্ববিদিতা নুরজেহান ইচ্ছা করিতেন যে মহারাজের চতুর্থ পুত্র মহারাজের পরে রাজা হয়েন যে রাজকুমার তাঁহার প্রথম স্বামী সেরনামক পাঠানদ্বারা জাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। মহারাণী সাজাহানেরসৌভাগ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন ঐ রাজকুমার বুঝিলেন যে তাঁহার ভ্রাতারা জীবদ্দশায় থাকিতে তিনি আত্মচেষ্টা ব্যতিরেকে কদাচ রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন না অতএব অতিশয় চেষ্টা করিতে স্থির করিলেন ইতিমধ্যে পার-

গীকেরা হঠাৎকার রাজ্য আক্রমণ করাতে তাহাদি-গের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহাকে দেকানহইতে যাত্রাকরিতে আজ্ঞাহইল সে আজ্ঞা না মানিয়া তিনি স্পষ্টরূপে বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করিলেন এবং অহঙ্কার পূর্ব্বক পিতার নিকটে যেসকল দাওয়া করিলেন তাহাতে জেহাঙ্গির তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এক যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার দেকানে পলায়ন করিলেন। তাঁহার জেষ্ঠভ্রাতা নর্ম্মদানদী পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ যাওয়াতে তিনি হঠাৎ ফিরিয়া বাঙ্গালায় যাত্রাকরিয়া উড়িস্যার মধ্যদিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন।

সাজেহান বর্দ্ধমানে আসিবামাত্রে হুগলিস্থিত পোর্ত্তুগিসদিগের শাসনকর্ত্তা মাইকেল রদ্রিগেস তাঁহাকে আহ্বানকরিলেন এবং ঐ রাজকুমার যুদ্ধার্থে তাঁহার নিকটে গোলন্দাজের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিষ্টা-লাপ করিলেন কিন্তু সাজেহান তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে পারিবেন না এমত মনে বুঝিয়া ঐ শাসন-কর্ত্তা তাঁহাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করিলেন রাজকুমার এবিষয় মনে রাখিলেন এবং যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন তখন এই নগরকে তাঁহার প্রতিহিংসা ভোগ করাইলেন। সাজে-

হান এক্ষেণে বাঙ্গালায় উত্তীর্ণহইয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার ইব্রাহিম তাঁহার পশ্চাৎ যায়ী হইয়া এক যুদ্ধকরিলেন তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া মারাপড়িলেন ঐ বিজয়ী পরে ঢাকায় গিয়া তথাকার কোষ হইতে চল্লিশলক্ষ মুদ্রা লইয়া তদ্দেশীয় কর্ম্মের নিয়মকরিয়া দিল্লীর প্রতি যাত্রা করিলেন পথিমধ্যে ক্রমে২ মুঙ্গের পাটনা এবং রোতস অধিকার করিলেন এবং নিরাপদে রাখিতে রোতসে তাঁহার পরিবার প্রেরণ করিলেন পরে বারাণসী গমন করিয়া শুনিলেন যে মহারাজের সৈন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিতেছে একারণ তৎসনদীর তীরে নিজসৈন্য স্থাপন করিলেন তথায় এক কাটাকাটি যুদ্ধ হওয়াতে সাজেহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং যে পথদ্বারা তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সেই পথদ্বারা যেপর্য্যন্ত তিনি দেকানে গমন না করিয়াছিলেন সেইপর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ২ মহারাজের সৈন্য গমন করিয়াছিল তথাহইতে তিনি পিতাকে এক খেদপ্রকাশক পত্র লিখিলেন তাহাতে তাঁহার অপরাধ মাজ্জন হইল তিনি যে দুইবৎসর পর্য্যন্ত নিজঅধীনে বাঙ্গালা দেশ রাখিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন রহিল না।

সাজেহানের উপদ্রোহ নিবারণের পরে খানেজাদ খাঁ শুবাদার নিযুক্ত হইলেন তাঁহার অলপ শাসন কালের

মধ্যে অন্যকোন বিষয় লিখনের যোগ্য নাই কেবল তিনি বাইশলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করেন অনেক বৎসরের পরে এইটাকা প্রেরণ হয় কারণ আরাকানদেশীয় দিগের ও পোর্ত্তুগিসদিগের উপদ্রোহ দ্বারা ও রাজকুমারের বিদ্রোহ দ্বারা সমুদায় রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল বাঙ্গালাদেশ এমত নির্লাভ হইল যে ১৬২৭ শালে ফেদাই খাঁ এই নিয়মে শুবাদার হইয়া বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন যে তিনি প্রতিবৎসরে পঞ্চ লক্ষ নগত টাকা মহারাজকে ও পঞ্চলক্ষ মহারাণীকে প্রেরণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৬২৮ শালের প্রথমে জেহঙ্গির মৃত হইলে শাজেহান মহারাজ হইলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ কাসিমখাঁকে বাঙ্গালায় শুবাদার করিয়া পাঠাইলেন তাঁহার ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের পরে দুই এক বৎসরের মধ্যে মহারাজকে লিখিলেন যে কতিপয় ইউরোপীয় পৌত্তলিকেরা অর্থাৎ পোর্ত্তুগিসেরা যাহাদিগকে বাণিজ্যার্থে হুগলিতে থাকিতে অনুজ্ঞা হইয়াছে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়া অতি অহঙ্কারী হইয়াছে তিনি আরো লিখিলেন যে যেসকল নৌকা তাহাদিগের কারখানায় যায় তাহা হইতে তাহারা মাসুলগ্রহণকরে ও নদীর সম্মুখে সকলনৌকা

হইতে লুটকরে এবং সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়া আপনারদিগের হস্তগত করিয়াছে ও তাঁহাকেও কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্যাঘাতকরে। মহারাজ স্মরণ করিলেন যে মাইকেল রড্রিগেস বর্দ্ধমানেতে তাঁহাকে যুদ্ধোপযোগিদ্রব্য প্রদানকরেন নাই এবং পোর্ত্তগিস দিগকে তাঁহার রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিতে শুবাদারের প্রতি আজ্ঞাকরিলেন।

কসিম খাঁ ১৬৩১ শালে পের্ত্তগিস দিগকে আক্রমণ করিতে এমত গুপ্তভাবে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন যে তাহারা উহাঁর কল্পনা কিছুমাত্র বোধকরিতে পারেনাই। তিনি এইদেশের ভিন্ন২ স্থানে তিনপ্রস্তুত সৈন্য সংগ্রহকরিলেন সেরপুরে কিম্বা যথার্থরূপে শ্রীরামপুরে নদীর উপরে নৌকাদ্বারা একসাঁকো করিলেন ১৬৩২ শালে মহারাজের সৈন্যেরা হুগলি নগরের চত্তুর্দিগে বেষ্টনকরিল তিনমাস ঐ রূপবেষ্টনের পরে পোর্ত্তগিসেরা লক্ষটাকা করদিতে স্বীকারকরিল কিন্তু তাহা এপক্ষে তুচ্ছকরিল। গোওয়াহইতে সাহয্য প্রাপ্তির আশায় পোর্ত্তগিসেরা দ্রঢ়তাপূর্ব্বক রক্ষাকরিল এবং বন্দুকেরদ্বারা মোগল দিগকে অতিশয় বিরক্ত করিতে লাগিল অবশেষে ঐ স্থানে উপদ্রোহ করিতে মোগলেরা অক্ষমহইয়া উহারনীচে এক শোড়ঙ্গকাটিয়া বারুদদ্বারা পোড়াইতে স্থিরকরিলেন যখন ঐ গর্ত্ত

প্রস্তুতহইল তখন উহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া ঐ দুর্গ ও তৎস্থিত লোক দিগকে পোড়াইয়া মারিলেন এই রূপে এক মহৎ অপকার করিয়া মোগলেরা উহার মধ্যে প্রবেশকরিয়া নির্দ্দয়রূপে তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। জাহাজদ্বারা অনেকে পলায়ন করিল এবং কথিত আছেযে একবৃহৎ জাহাজছিল তাহাতে দুইসহস্র মনুষ্যউঠিল পরে উহার প্রতি মুসলমানেরা আক্রমণ করাতে তাহার কর্ণধার অধীন না হইয়া নিজ অস্ত্রাগারে অগ্নি প্রদান করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন। অন্যান্য অনেক জাহাজে তাহাদিগের নিজলোকেরা ও অনেকজাহাজে শত্রুরাঅগ্নিদিল এবং ঐসকল জাহাজ নদীতে ভাসিতে২ নৌকার সাঁকোকে পোড়াইল। ছোটোয় বড়োয় তিন শত হইতে অধিক হইবে যেসকল নৌকা ঐ নগরের প্রান্তভাগে নোঙ্গর করিয়াছিল তাহারমধ্যে তিন খানি মাত্র রক্ষাপাইল। ঐ জয়িরা ঐ স্থান লুটকরিয়া তাহাদিগের গিরিজা ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংসকরিলেন। সহস্র পোর্ত্তগিসেরা ঐ বেষ্টনে মরিলেন এবং স্ত্রীপুরুষ ও বালক বালিকা সমুদায়ে চারি সহস্র চারি শত বদ্ধ হইলেন পুরোহিতেরা রাজসভায় প্রেরিত হইলেন এবং পরম সুন্দরীরা সাজেহানের দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রেরিতহইল হুগলিনগর এইপ্রকারে মোগলদিগের হস্তগত হইয়া বাঙ্গালার মধ্যে রাজকীয় বাণিজ্য স্থান হইল এবং

সপ্তগ্রাম হইতে সরকারি দপ্তরখানা ও কাগজপত্র আনীত হইল এবং ঐ স্থান পঞ্চদশশত বৎসর পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে পল্লিগ্রামের দুরবস্থায় মগ্ন হইল। একজন ফৌজদার অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ হুগলিতে নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার দোষবিষয় বিচার করিতে ভার থাকাতে তদবধি বিচারস্থানে যাহাতে দোষের সম্বন্ধ আছে তাহাকে ফৌজদারী বলাযায়। ঐ ১৬৩২ শালে কসিমখাঁ শুবাদার মরিলেন।

হুগলি ধ্বংসহওনের দুই বৎসর পরে ইংরাজেরা সমুদ্রদ্বারা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুজ্ঞাপত্র পাইলেন। ইহা কেবল বোটন সাহেবের মহাত্ম্যদ্বারা সম্পন্ন হয়। ১৬৩৪ শালে মহারাজ সাজেহান দেকানদেশে তাম্বুতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার এক কন্যা বস্ত্রে অগ্নিলাগাতে অত্যন্ত রূপে দগ্ধ হইয়াছিলেন একারণে সুরতে ইংরাজদিগের কারখানায় তাঁহাদিগের চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থ-নায় সম্বাদ প্রেরিত হইল কোম্পানির এক জাহাজের চিকিৎসক বোটন সাহেব তথায় প্রেরিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে রাজকন্যাকে সুস্থকরিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে ঐ কৃতজ্ঞ মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন যে তিনি যে পুরস্কার প্রার্থনা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে ঐ মহাশয় আপনার নিমিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র

প্রার্থনা নাকরিয়া এইমাত্র যাচঞা করিলেন যে ইংরাজ জাতিদিগকে মাসুল ব্যাতিরেকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে ও কারখানা স্থাপনা করিতে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ তাহা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি পোর্ত্তগিসদিগের বিষয়ে দেখিয়াছেন যে উরো-ইপীয়লোকদিগকে এদেশের মধ্যে বসতি করিতে দিলে কিরূপ বিপদ হইতে পারে একারণ বালেশ্বরের নিকটে পিপপলী গ্রামে তাঁহাদিগকে কারখানা করিতে স্থির করিয়া দিলেন ঐ স্থলে ইংরাজেরা ১৬৩৪ শালে প্রথম জাহাজ নোঙ্গর করিলেন যাহারা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় এই মহারাজ্য শাসন করিতেছেন। বোটনসাহেব অনুজ্ঞাপত্রের সহিত এই দেশের মধ্যদিয়া আসিবার কালে অনায়াসে দ্রব্য-ক্রয়ের নিয়ম করিয়া আসিলেন ইংরাজেরা পিপপলীতে কারখানা করিলে চারি বৎসর পরে ওলন্দাজেরাও তথায় কারখানা স্থাপনা করিতে অনুজ্ঞা পাইলেন।

১৬৩৮ শালে ইজলাম খাঁ মসস্দেদীনামক একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ মনুষ্য বাঙ্গালায় শুবাদার হইলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথম বৎসরে চট্টগ্রামস্থিত আরাকানের রাজার নায়েব মুকুট রায় প্রভুর বিদ্রোহাচারী হইয়া ঐ স্থান মোগলদিগকে প্রদান করিলেন ঐ স্থান পূর্ব্বকালে ত্রিপুরার স্বাধীন

রাজ্যের এক অংশ ছিল পরে মুসলমানেরা জয় করিয়া ছিলেন কিন্তু মোগল ও পাঠানদিগের পরস্পর বিরোধকালে। ইহা আরাকানরাজের হস্তগত হইয়াছিল ঐ বৎসরে যিনি তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানকে ইজলামাবাদ বলাযায়। ঐ সময়ে আসামদেশের রাজা বুহ্মপুত্র নদে পঞ্চশত নৌকা প্রস্তুত করিয়া তদারোহণদ্বারা প্রতিগ্রাম ও নগর লুট করিয়া স্রোতোবৎ বেগে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালার শুবাদার কামান যুক্ত যুদ্ধার্থ নৌকার সহিত তাঁহার অগ্রে বিগ্রহার্থে গমন করিলেন। আসামীয়েরা তাঁহার শক্তিতে পরাজিত হইলেন তাঁহাদিগের জাহাজে অগ্নিপ্রদান করাতে কিয়ৎ লোক তীরে আসিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদিগের চারিসহস্রলোকেরাপ্রাণ হারাইলেন। ইজলাম খাঁ তাঁহাদিগের স্বদেশ পর্য্যন্ত পশ্চাৎগামী হইয়া পঞ্চদশ দুর্গ অধিকার করিয়া অনেক লুটকরিয়া লইলেন। ইজলাম খাঁর অধিকার একবৎসরের অধিক ছিলনা কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যে ঐ রূপে মুসলমানেরা কুচবেহার আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সুলতান সাসুজা

১৬৩৯ শালে মহারাজসাজেহানের দ্বিতীয়পুত্র সুলতানসুজা চতুর্বিংশতি বর্ষবয়সে বাঙ্গালার শাসন

কর্ত্তা হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অতি-
বিবেচনাপূর্ব্বক এইস্থান শাসন করিলেন। কোন
ভবিষ্যৎ বিবেচনাদ্বারা বেহার দেশ স্বতন্ত্র রাজ্যাংশ
কৃতহইল। সুজা প্রথমত রাজধানী ঢাকা হইতে রাজ-
মহলে আনিলেন ও ঐ স্থান নানাপ্রকার উত্তম
অট্টালিকাদ্বারা সুশোভিত করিলেন। ঐ স্থানের রক্ষা-
কারণ যেসকল উপায় মানসিংহ করিয়াছিলেন তাহা
ইনি বর্দ্ধিত করিলেন কিন্তু অনন্তর বৎসরে অগ্নি
লাগিয়া ঐ নগরের উত্তমোত্তম অংশ নষ্টহইল এবং
গঙ্গার স্রোত অন্যদিগে বহিতে লাগিল ঐ স্রোত
পূর্ব্বে গৌড়নগরের ভিত্তির নিকট দিয়া যাইত কিন্তু
তৎকালে অতিবেগে রাজমহলের ধারদিয়া যাইতে
আরম্ভহইল এবং ঐ নগরের অনেক অট্টালিকা স্রোতে
নিমগ্নকরিল। গৌড়নগর হইতে রাজসভা পূর্ব্বেই
স্থানান্তর হইয়াছিল সম্প্রতি নদীসম্বন্ধ নষ্ট হওয়াতে
তৎস্থান একেবারে বন হইল অগ্নি ও নদীদ্বারা রাজমহল
নগরের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহাশুধরিবার কারণ সাসুজা
অতিশয় যত্নকরাতে ঐ নগর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইল।

সুজা রাজমহলে আসিলে পরে বোটনসাহেব তাঁহার
সম্বর্দ্ধনা করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে
একজনরানীর অতিশয় পীড়াহইয়াছিল বোটনসাহেবের
সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে সুজা ঐ

পীড়ার ব্যাবস্থা করিতে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি-লেন। এবিষয়েও বোটনসাহেব সুসিদ্ধ হওয়াতে তিনি রাজসভায় অতিশয় প্রিয় হইলেন এবং এতদ্দেশের শাসনকর্ত্তা মহাশয় বালেশ্বর হুগলি ও পিপ্পলী এই তিন স্থানে কারখানা স্থাপন করিতে ইংরাজ দিগকে তাঁহাদ্বারা অনুমতি করিলেন। আটবৎসর পর্য্যন্ত অতিবিশ্বাসপূর্ব্বক সুজা বাঙ্গালাদেশ শাসনকরিলেন পরে তাঁহার পিতা হিংসা ও ভয় প্রযুক্ত তাঁহাকে পুনরাহ্বান করিয়া কাবল দেশের শাসনকর্ত্তা করিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পুনর্ব্বার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া নয়বৎসর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে শাসন করিলেন তাঁহার অধিকারকালে এদেশ অতিঅসম্ভব সৌভাগ্যযুক্ত হইয়াছিল। ইহার কারখানা সকল উন্নতি-শীল হইল বাণিজ্য পুনর্ব্বার বিস্তৃত হইল ইউরোপিয়া-নেরা অতি বৃহৎ পরিমাণে স্বর্ণ ও রজত আনয়ন করিলেন যাহারদ্বারা রাজমহলের রাজসভা দিল্লীস্থরাজ-সভার প্রতিরূপ হইল উত্তমরূপে বিচার হইতে লাগিল এবং ঐ শুবাদার বিনয় ও ধৈর্য্যদ্বারা সকলপ্রজার প্রিয়পাত্র হইলেন এইরূপ সৌভাগ্য ও নির্ব্বিরোধে নয়বৎসর গতহইল এদেশের এরূপ অবস্থা অনেক শতবৎসর পর্য্যন্ত হয় নাই।

অতঃপরে এই আনন্দ লক্ষণ একেবারে যুদ্ধ ও দুঃখে মগ্ন

হইল। এইদুঃখের সময় বর্ণনার পূর্ব্বে আমাদিগের বলা- উচিত হয় প্রায় ১৬৫৭ শালে সাসুজা এতদ্দেশের রাজ- স্বের নূতন খাতা করিলেন মোগলদিগের রাজ্যকালের মধ্যে প্রথমত ১৫৮২ শালে দেওয়ান তারলমল রাজক- রের নিয়ম করেন তাহাতে এককোটী সপ্তলক্ষ টাকা জমাবন্ধী হয় ইহা আমারা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। তদন- ন্তর ঐ রাজস্বের ক্রমে২ বৃদ্ধি হইয়া সাসুজার নূতন খাতায় এককোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা হইল অতএব পঞ্চসপ্ততি বৎসরের মধ্যে প্রায় চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা অধিক হইল। উড়িস্যা কুচবেহার ও ত্রিপুরা নূতন জিত এই তিন স্থান হইতে ও মুদ্রালয় হইতে চতুর্দ্দশলক্ষ উৎ- পন্ন হয় এবং যেসকল পুরাতন ভূমির কর তারলমল স্থির করিয়াছিলেন তাহার দশ লক্ষ মুদ্রা বৃদ্ধি হইল। এই এক কোটী একত্রিশ লক্ষ মুদ্রা হইতে নাবিক যুদ্ধার্থ ও বিচারাথ সমুদায় রাজকীয়ব্যয়ে চতুশ্চত্বা- রিংশৎলক্ষ মুদ্রা হইলেই যথেষ্ট হইত অতএব বাঙ্গালা হইতে ব্যয়াবশিষ্ট সপ্তাশীতি লক্ষ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ফেদেই খাঁ দশ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে স্বীকার করিয়া শুবাদার হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে বোধ হইবে যে এদেশের অবস্থা অতিপ্রবৃদ্ধা হইয়াছিল এইরূপ বৃদ্ধি শুবাদারের উত্তমরূপে রাজকীয়কর্ম্মসম্পাদন হইতে

ও বিশেষত ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য হইতে হইয়াছিল।

১৬৫৭ শালে দিল্লীর মহারাজ সাসুজার পিতা সাজেহান আশারহিত পীড়ায় মগ্ন হওয়াতে তাঁহার চারি পুত্রেরা প্রত্যেকে ঐ সিংহাসন লইতে সচেষ্টক হইলেন। সুজা বোধ করিলেন যে যদি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা মহারাজ্য প্রাপ্ত হয়েন তবে তিনি উহাঁকে বন্ধ রাখিবেন বা নষ্ট করিবেন এইজন্যে ঐ সিংহাসন আপনারপ্রাপ্তির কারণ অতিশয় চেষ্টা করিতে স্থিরকরিলেন।এবিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ উপায় ছিল। তাঁহার অধিক সাহসী সৈন্য ছিল এবং কোষ পরিপুর্ণ ছিল এবং আপনিও সকল প্রজাদিগের প্রিয় ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদিত করিলেন যে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাতে যে সকল বিপরীত লিপি পাইতেন সে সকল তাঁহার ভ্রাতা কৃত্রিম করিয়াছেন এই রূপ প্রকাশ করিতেন। তিনি সসৈন্য হইয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। দারা তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে নিজপুত্র সলিমান ও জয়সিংহনামক রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু জয়সিংহের প্রস্থানের পূর্ব্বে মহারাজ তাঁহাকে আহ্বানকরিয়া কহিয়াছিলেন যে তিনি যুদ্ধ নিবারণ করুন তিনি স্বয়ং ভ্রাতাদিগের বিরোধ ভঙ্গ করিবেন। যখন সুজা বারাণসীর নিকটস্থনদী

পার হইবার কারণ এক সন্তরণ নির্মাণ করিতে ছিলেন তৎকালে তাঁহার ভ্রাতার সৈন্যেরা অপর তীরে উপস্থিত হইল জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ সুজার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া পিতা ও ভ্রাতার সহিত বিরোধোদ্যমে তাঁহার নির্বুদ্ধিতা দর্শাইতে লাগিলেন সুজা তাঁহার হেতুবাদ দ্বারা এমত বুঝিলেন যে নির্বিরোধে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিন্তু যুবরাজ সলিমান যুদ্ধার্থে ব্যগ্র হইয়া জয়সিংহের অগোচরে নদীর যে অংশে অল্প জল আপনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া রাত্রিযোগে নিজ সৈন্য পার করিলেন এবং সুজারপ্রতি আক্রমণ করাতে সৈন্যদিগের অস্ত্রশব্দদ্বারা সুজা সতর্ক হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তিতে আরোহণ করিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা অকস্মাৎ অসম্ভবভীত হইয়া পলায়ন করিল তিনি তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে সকল বৃথা হওয়াতে অবশেষে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল প্রথমত পাটনায় পরে মুঙ্গেরে আসিলেন সলিমান ঐ স্থান আক্রমণ করিতে ত্বরা করিলেন কিন্তু মরদ ও আরঙ্গেব এই দুই পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধার্থে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন আরঙ্গেব দারাকে পরাজয় করিয়া বৃদ্ধ মহারাজ সাজেহানকে কারাগারে রাখিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন।

আরঙ্গেব ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এই সম্বাদ সাসুজার বজ্রাঘাত তুল্য হইল কারণ তিনি তাঁহাকে অতিদুর্জ্জেয় জানিতেন তথাপি এবিষয়ে আনন্দপ্রকাশ করিতে তাঁহার নিকটে বাঙ্গালায় অধ্যক্ষতার স্থিরতা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা উত্তর করিলেন যে তিনি পিতার কেবল কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন অতএব সাসুজার নিমিত্তে নূতন নিয়োগ আবশ্যক হয় না সেযাহাহউক সাসুজা ভ্রাতার ধূর্ত্ততাদ্বারা বঞ্চিত হইবার উপযুক্ত ছিলেন না তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে আরঙ্গেব মহারাজ হইলে কোনমতে তাঁহার মঙ্গল নাই একারণ মহারাজপদপ্রাপ্তির নিমিত্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধকরিতে স্থিরকরিয়া ১৬৫৯ শালে একপ্রস্তুত বিপুল সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন। সুজার সৈন্যদিগের মহারাজের সৈন্যের সহিত কজুবাতে সাক্ষাৎহইল যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রি আরঙ্গেবের অনেক সৈন্য তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে আসিল তাহাতে যদি সুজা সৈন্যাধ্যক্ষতা ব্যবহার করিতে পারিতেন তবে তাঁহার জয় হইত পরদিন যৎকালে তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধকরিল প্রথমত জয়ী হইল এবং সুজার হস্তী আরঙ্গেবের অতিনিকটে আনাতে উন্মাদপূর্ব্বক এক যুদ্ধ হইল তাহাতে মহারাজের হস্তী ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন এমত সময়ে তাঁহারসৈন্যাধ্যক্ষ

মীরজুম্‌লা কহিলেন ওহে আরঙ্গেব তুমি আসনহইতে অবতরণ কর তাহাতে মহারাজ তৎক্ষণাৎ হস্তীর গতিরোধ নিমিত্তে পাদবন্ধন করিতে আজ্ঞাকরিলেন এবং অবতরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধকরিতে লাগিলেন সুজার সৈন্যেরা অক্ষম হইয়া তাঁহাকে পথপ্রদান করিল ইতিমধ্যে সুজার হস্তী অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তিনি অতি দুঃসময়ে তাহাহইতে অবরোহণ করিয়া অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুর অদর্শনপ্রযুক্ত ইতস্তত পলায়ন করিল সুতরাং তিনি একাকী প্রথমত পাটনায় তথাহইতে মুঙ্গেরে প্রস্থান করিলেন আরঙ্গেব নিজ পুত্র মহাম্মদ ও সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজুমলাকে সুজার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া কোনমতে না নিবৃত্ত হয়েন তাঁহারা আসিয়া মুঙ্গের বেষ্টন করিলেন তৎকালে সুজার সৈন্যেরা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আসাতে ঐ নগর তাহাদিগের বেষ্টন অধিককাল সহিতে পারে এমত দৃঢ়তর রক্ষাকরিলেন কিন্তু মীরজুমলা শুনিলেন যে সীরগতি পর্ব্বতদ্বারা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে আর এক পথ আছে একারণ এক প্রস্তুত সৈন্য সেইদিগে প্রেরণ করাতে তাহারা শীঘ্র প্রশস্ত ভূমিতে বিস্তীর্ণ হইল।

সুজা এই অবস্থা অবগত হইয়া তথাকার রক্ষা পরিত্যাগ

করিয়া রাজমহলে পলায়নপূর্ব্বক ছয়দিন আত্মরক্ষা করি-লেন পরে অতি অন্ধকৃত প্রবল বায়ুযুত রাত্রি সুযোগে নিজ সৈন্যদিগকে নৌকায় আরোপণ করিয়া নদীপারে তন্দা প্রস্থান করিলেন সেই রাত্রি অবধি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে মীরজুম্লা দেখিলেন যে রাজমহলের নিকটে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত সৈন্যদিগকে তাঁবুতে রাখিতে হইল এইকালে সুজা নিজ সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন এবং অর্থ দ্বারা অনেক ইউরোপীয় গোলন্দাজ সংগ্রহ করিয়া সুসিদ্ধির আশা করিলেন মহারাজের পুত্র মহম্মদ সুজার কন্যার সৌন্দর্য্যদ্বারা মুগ্ধ হইয়া নিজসৈন্য পরি-ত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যুক্ত হইলেন মীরজুমলা দূরহইতে এই সম্বাদ শুনিয়া বোধকরিলেন যে সমুদায় সৈন্য রাজকুমারের সহিত গিয়া থাকিবে তিনিশীঘ্র তাঁবুর নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে সমুদায় বিশৃঙ্খল হইয়াছে কিয়দংশ শত্রুপক্ষে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে অপরাংশ বহুদ্রব্য লুটকরিতেছে কিন্তু তাঁহার আগমনে সমুদায় সুশৃঙ্খল হইল তিনি সৈন্যদিগকে কহিলেন যে বালক রাজপুত্র নির্ব্বদ্ধিতাপ্রযুক্ত পিতার ক্রোধের বিষয় হইলেন। তিনি বর্ষাবসানে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া নৌকা সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা করিলেন। মহাম্মদের আগমনে সুজা অতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমার কুমারীর বিবাহ ঘটা-

পূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন তাহাতে সমুদায় রাজসভা-
স্থেরা আনন্দিত হইলেন অনন্তর নদী কিঞ্চিৎ শুষ্ক
হওয়াতে মীরজুমলা সূতীতে অল্পজল সন্ধান করিয়া
ঐ স্থানদিয়া নিজসৈন্য পার করিয়া তন্দায় উপস্থিত
হইলেন সুজা অবোধপূর্ব্বক যুদ্ধের আপদে মগ্ন হইতে
স্থির করিলেন একারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
হইলেন ও তাঁহার বিষয়কর্ম্ম সকল একেবারে নষ্টহইল
পরে তিনি ও তাঁহার জামাতা ঢাকায় পলায়ন করিলেন
অতএব বিনা বাধায় মীরজুমলা তন্দায় প্রবেশ করিয়া
প্রথমত তথাকার রাজকর্ম্ম স্থির করিলেন অনন্তর
ঢাকায় গমন করিলেন তথায় সুজা পঞ্চদশ শত মনু-
ষ্যের অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তৎকালে
তিনি জগতীয় ঘৃণাস্পদ হওয়াতে মক্কাতীর্থে গিয়া
যাবজ্জীব ভজনায় যাপন করিতে স্থির করিলেন চত্বা-
রিংশৎ জন তাঁহার নিজ পরিবার ও অবশিষ্ট সম্পত্তি
হস্তির উপরে লইয়া ত্রিপুরা দেশ হইয়া চট্টগ্রামে
উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি দেখিলেন যে মক্কায়
গমনোদ্যত কোন নৌকা নাই এবং অতি ভয়ানক সময়
প্রযুক্ত সমুদ্রে নৌকা থাকিতে পারেনা অথচ শত্রুরা
তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতেছে অতএব আরাকানে
পলায়ন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন উপায় ছিল না এই প্রযুক্ত
তথাকার রাজার নিকটে আপনার আগমনের সম্বাদ

জানাইতে এক দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে ঐ রাজা তাঁহাকে বন্ধুবৎ ব্যাবহার করিবেন এই উত্তর পাঠাইলেন তিনি সপরিবারে সুখপূর্ব্বক আরাকান নগরে রহিলেন এবং তথাকার লোকেরা প্রথমত তাঁহার প্রতি দয়ানুরূপে ব্যবহার করিয়াছিল অল্পদিনপরে রাজা তাঁহার প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অবশেষে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করাতে সূজা অতিক্রোধপূর্ব্বক উত্তর করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি নাস্তিকের সহিত বিবাহদ্বারা তিমর বংশের অপমান করিবেন না ইহাতে রাজা ঐ হতভাগ্য রাজাকে আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন সূজা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় সাহসপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন তাঁহার পারিষদ লোকের অধিকাংশ নষ্ট হইলে পরে তিনি এক গুরুতর ক্ষিপ্ত পাষাণদ্বারা আহত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নিরস্ত্র করিয়া বন্ধন করিল অনন্তর এক ক্ষুদ্র ডোঙ্গায় আরোপণ করিয়া নদীমধ্যদিয়া বাহিয়া চলিল এবং তথায় ঐ নাবিক ডোঙ্গার ছিপি খোলাতে সূজা ও ডোঙ্গা মগ্ন হইল অন্য নৌকাদ্বারা নাবিক লোকেরা গৃহীত হইল পরে প্যারীবানুনাম্নী সূজার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজা যাওয়াতে ঐ সাধ্বী কুলনিন্দা নিবারণার্থে আপনউদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার

দুই কন্যা নিজহস্তদ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন কিন্তু কনিষ্ঠ কন্যাকে রাজা বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রমে২ ক্ষীণ হইয়া মরিলেন এবং রাজা সুজার দুই পুত্রকে জলে নিমগ্ন করিয়া মারিলেন এইরূপে হত-ভাগ্য সুজা সমূল সশাখ নষ্ট হইলেন যিনি বাঙ্গালায় এমত প্রিয় ছিলেন যে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেরূপ হয়েন নাই যখন তাঁহার পিতা বৃদ্ধ মহারাজ কারাগারে থাকিয়া এই দুর্ঘটনার সম্বাদ পাইলেন তখন কহিলেন যে এই দুষ্ট নাস্তিক সুজার এক পুত্রকে রক্ষা করিল না যাহারদ্বারা তাঁহার পিতামহের দোষ উদ্ধার হইত।

মীরজুম্‌লা এইরূপে শাসুজাকে নষ্ট করিয়া বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন যেসকল উপদ্রোহ আমরা বর্ণনাকরি-য়াছি তাহার মধ্যে অনেক নিকটস্থ রাজারা বিদ্রোহাচারী হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে কুচবেহারের রাজা স্বাধীন হইয়া আসাম দেশের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত এক প্রস্তুত সৈন্য পাঠাইয়া ঢাকা শহর লুট করিয়াছিলেন ১৬৬১ শালে মীরজুমলা এই সকল অপকার শোধন করিতে তাঁহার দেশে গমন করিলেন তথাকার রাজা বনমধ্যে পলায়ন করাতে মীরজুমলা ঐ রাজধানী অধিকার করিয়া আলম্‌গীর নগর এইনামে তাহার পুরাতন নাম পরিবর্ত্ত করিলেন

কিন্তু ঐ পরিবর্ত্ত বহুকাল স্থায়ী হইল না মীরজুমলা অতি ভক্ত মুসল্মান ছিলেন তিনি আপন যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ নারায়ণের বিগ্রহ ছেদ করিলেন এবং ঐ মন্দিরের ছাতের উপরি অনেক মুসল্মান দিগকে আহ্বান করিয়া ভজনা করিতে কহিলেন পরে কুচবেহার শাসন করিতে যেজনকে নিযুক্ত করিলেন তাহার প্রতি এইরূপ উপদেশ করিলেন যে তিনি হিন্দুদিগের মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে মসজীদ নির্ম্মাণ করিবেন। অন্যান্য বিষয়ে ঐ শুবাদার অতি সদ্বিচার করিতেন তাঁহার সৈন্যেরা লুটকরিলে তাহাদিগের দণ্ড করিতেন এইরূপে প্রজাদিগকে তাঁহার অধীনে সস্থ রাখিতে চেষ্টাকরিলেন এবং রাজার পুত্র বিষ্ণুনারায়ণকে মুসল্মান হইতে প্রবৃত্তি দিলেন। পর্ব্বতীয় দেশব্যতীত সমুদায় কুচবেহার বাঙ্গালার একঅংশ করিলেন এবং তথাকার রাজস্ব দশলক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত করিয়া চতুর্দশ শত অশ্বারূঢ় ও দুইসহস্র বন্দুকধারি সৈন্য তথাকার রক্ষার্থে রাখিয়া আসাম দেশ জয় করিতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মপুত্র নদপর্য্যন্ত প্রস্থান করিতে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রাদি নৌকায় আরোপণ করিয়া রঙ্গমূর্ত্তিতে ঐ নদ পারহইয়া এক নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়া সসৈন্যে স্থলঐপথদিয়া চলিলেন সেপথেরচিহ্ন অদ্যাপি আছে। এইরূপে গমন অতিক্লেশকর হইল এবং সমস্তদিনে

অর্দ্ধক্রোশ বা একক্রোশের অধিক হইত না ও আসাম দেশীয়েরা মধ্যে২ সৈন্যদিগকে পথে বিরক্ত করিত এবং নৌকাসকল আকর্ষণ করিতে সৈন্য দিগের অত্যন্ত ক্লেশকর হইত কিন্তু মীরজম্‌লা তাহাদিগের সহিত সমান পরিশ্রম করাতে ও প্রায় সর্ব্বদা সমস্তদিন পাদব্রজে গমন করাতে সৈন্যমধ্যে কোন কথার উত্থিতি হয় নাই অবশেষে মোগল সৈন্যেরা সিমলাই উপস্থিত হইলেন যেখানে ক্ষুদ্রপর্ব্বতোপরি একদুর্গে বিংশতি সহস্র মনুষ্য ছিল ও যেস্থান যুদ্ধোপয়োগি অনেক নৌকাদ্বারা সুরক্ষিত ছিল আসামদেশীয়েরা রাত্রিমধ্যে তথাহইতে পলায়ন করিলেন অনন্তর ঐশুদাদার গরগীনামক রাজধানীতে উপস্থিত হওয়াতে তৎস্থান অনায়াসে তাঁহার হস্তগত হইল তথাকার রাজা পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিলেন এবং অনেক প্রধানলোকেরা মোগলদিগের সহিত সন্ধিকরিতে শপথ করিলেন অতএব মীরজুমলা সাহসপূর্ব্বক মহারাজকে লিখিলেন যে তিনি চীনদেশপর্য্যন্ত পথ করিয়াছেন ও আগামিবৎসরে পেকিননগরের ভিত্তিতে মুসলমানদিগের জয়পতাকা স্থাপন করিবেন মহারাজ জেঙ্গিস্‌খাঁর তুল্য তাঁহার জয়বিবেচনা করিয়া সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহার বিজয়ি সৈন্যাধ্যক্ষকে নূতন খ্যাতি দিলেন·

কিন্তু অতঃপর এক দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল ১৩৩২ শালে অতিশয় বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে ব্রহ্মপুত্রের সকল চর জলপ্লাবিত হইল একারণ অশ্ব দিগের আহারের অতিকষ্ট হওয়াতে অশ্বারূঢ় সৈন্য সকল নিরর্থক হইল তথাকার রাজা পর্ব্বতের গুপ্ত- স্থান হইতে বহির্ভূত হইয়া মুসলমানদিগের আহার রোধের চেষ্টাকরিতে লাগিলেন এবং শিবিরমধ্যে একমরক উপস্থিত হইয়া অনেকলোক সংহারকরিল। যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল ও যাহারা পশ্চাৎছিল উভয়েই তুল্যরূপে মরিতেলাগিল। এই দুরবস্থায় বর্ষা- কাল যাপন করিয়া বর্ষাবসানে পুনর্ব্বার সহসীহইয়া শত্রুদিগকে তাড়নকরিলেন পরে রাজা সন্ধিপ্রার্থনা করাতে মীরজুমলা আনন্দপূর্ব্বক তাহা স্বীকার করি- লেন কারণ তিনি স্বয়ংপীড়িত হইয়াছিলেন ও তাঁ- হার সৈন্যেরা অবাধ্য হইয়াছিল। এইসন্ধিতে আসামদেশীয়েরা বিংশতি সহস্রতোলক সুবর্ণ লক্ষ- তোলক রৌপ্য ও চত্বারিংশৎ হস্তী দিলেন এবং ঐরাজা মুসলমান রাজার একপুত্রের সহিত নিজকন্যার বিবাহ দিতেও বার্ষিক করদিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু হিন্দুইতিহাস বেত্তারাকহেন যে মীরজুমলার সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে তিনি সমুদায় কাম- রূপ আসমদেশীয়দিগকে দিয়াছিলেন।

এইসময়ে মীরজুমলা কুচবেহারে যে অধ্যক্ষকে রাখিয়াছিলেন তিনি প্রজাদিগেরপ্রতিঅতিশয় কঠিনতাকরাতে সকলপ্রজারা প্রাচীন রাজাকে আহ্বান করিল যে তিনি তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা হউন তাহাদিগের প্রার্থনায় তিনি সম্মত হইয়া বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা নির্ব্বিরোধে প্রস্থান করেন এইপ্রার্থনায় এক নম্রদূত প্রেরণ করিলেন তাহা তিনি অস্বীকারকরাতে ঐরাজা ও প্রজারা মোগলদিগেরপ্রতি আক্রমণ করাতে সুতরাং তাঁহাদিগের পলায়ন করিতে হইল মীরজুমলার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা গোয়াহাটীতে রহিলেন যখন তিনি গড়গাঁহইতে তথায় আসিলেন তখন তাঁহার সৈন্যেরা এমত পীড়িত ছিল যে দশজনের মধ্যে একজনও কর্ম্মযোগ্য ছিল না তথাপি তাহাদিগের মধ্যে অতি বলবান সৈন্য ও কর্ত্তাদিগকে কুচবেহারে পাঠাইলেন এবং অবশিষ্টের সহিত স্বয়ং ঢাকায় আসিলেন পরে তথায় তাঁহার কালপ্রাপ্তি হইল। তিনি অতিমহৎ ও শক্তিমান ছিলেন নিজভাগ্য স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন তাঁহার বিচার সকলে যথার্থবলিত ও প্রজাদিগের প্রিয়ছিলেন আর যেসকল ইউরোপীয় লোকদিগের সহিত তিনি কখন২ বিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহার নিমিত্তে খেদ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ যিনি তাঁহারদ্বারা রাজ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

তাঁহার মৃত্যুশ্রবণে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মীরজুম্লার মরণানন্তর আরঙ্গেব সাইস্তখাঁকে বাঙ্গালার শুবাদার করিলেন তিনবৎসরকাল দুই অন্য শুবাদার তাঁহারকর্ম্ম করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন ১৬৬২ শাল অবধি ১৬৮৯ শাল পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় বিলক্ষণ বর্ণনার আবশ্যক কারণ এইকালে মোগল রাজ্যাধিকারীও ভিন্ন দেশীয় বণিক্‌দিগের মধ্যে বিশেষত যেস্থানে এক্ষণে কলিকাতানগর আছে ঐস্থানে সাইস্তখাঁর অধিকারের শেষে প্রথমত বাসকরিলেন যেসকল ইংরাজ লোক তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ হয়। সাইস্তখাঁ প্রসিদ্ধ নূরজেহানের ভগিনীপুত্র ছিলেন।

১৬৬৩ শালে তাঁহার পদপ্রাপ্তিকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজের শক্ত্যনুসারে বাঙ্গালায় প্রথমে কারখানা স্থাপন করিলেন এবং বালেশ্বর ও কাশীম্বাজারে ইহার স্বরূপ কারখানা স্থাপনকরিতে উপদেশ করিলেন। ১৬৬৩ শালের প্রথমে কাশীম্বাজারে কারখানা হয় যে মহাশয় সেখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এদেশীয় ভাষা শিক্ষাকরিয়াছিলেন তাঁহার নাম মারসাল ১৬৭৪ শালে তিনি সংস্কৃত হইতে শ্রীভাগবতের কিয়দংশ ইংরাজী করিয়াছিলেন ইংরাজলোকের

মধ্যে প্রথমে তিনি এইপাঠ্য ভাষা শিক্ষাকরিয়াছিলেন।

সাইস্তখাঁ প্রথমত আরাকানদেশে মনোযোগ করিলেন তথাকার রাজা দেখিলেন যে সুলতানসুজার প্রাণনাশে ও মোগলেরা বিরক্ত হইলেন না এবং আসাম দেশে মীরজমলার দুর্ভাগ্য শুনিয়া অতিশয় সাহসী হইলেন তিনি নিরাশ্রয় ইউরোপীয় লোক যাবৎ প্রাপ্ত হইলেন নিজ কর্ম্মার্থে সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগের সহার্য্যদ্বারা পদ্মানদীর সম্মুখস্থ উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া ঢাকানগরের দ্বার পর্য্যন্ত লুটকরিলেন ঐ নগরস্থিত লোকেরা মগেরনামে ভীত হইত বর্ণিয়র নামক তৎকালে ভারতবর্ষ নিবাসী একজন ইউরোপীয় ঐরূপে আরাকান ও চট্টগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন। গোয়া কচিন মালাকা প্রভৃতি স্থান হইতে যেসকল নিরাশ্রয় পোর্ত্তুগিসেরা আরাকানে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা ইউরোপীয় দিগের মধ্যে অতিক্ষুদ্র লোক ছিল আরাকানের রাজা মোগলহইতে আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন তিনি তাহাদিগকে চট্টগ্রামে বাসস্থান দিলেন এবং ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালা দেশ লুট করিতে সাহস দিলেন এইরূপে তাহারা সমুদ্রে নাবিকতস্কর হইল বিশ পচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নদীদ্বারা আসিয়া সকলগ্রাম

লুট করিত ও বধ করিত এবং প্রজাদিগকে দাস করিয়া লইয়া যাইত কিঞ্চিৎ মূল্য পাইলে বৃদ্ধব্যক্তি দিগকে পরিত্যাগ করিত যুবা দিগকে লইয়া নৌকার দাঁড়ীকরিত এবং আপনারা যেরূপ খ্রীষ্টীয়ান্‌ছিল সেইরূপ খ্রীষ্টীয়ান্‌ তাহাদিগকে করিত তাহারা এবিষয়ে অহংকার করিয়াছিল যে খ্রীষ্টীয়ান করিতে যে মহাশয়েরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা দশবৎ-সরে যাবৎ খ্রীষ্টীয়ান করিয়াছেন তাহারা একবৎসরে তাবৎ করিয়াছে।

সাইস্তখাঁ অতিবুদ্ধিমান্‌ ও পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি অবিলম্বে এক প্রস্তুত বহর ও ৪৩ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরাকান দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন তাঁহার নাবিক সৈন্যেরা উপদ্বিপ হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিল এবং সন্দ্বীপ অতি সুরক্ষিত ছিল তথাপি অবশেষে তাঁহার হস্তগত হইল পরে যেসকল পোর্ত্ত-গিসেরা চট্টগ্রাম রক্ষাকরিত তাহাদিগকে আরাকা-নের কর্ম্ম ত্যাগকরিয়া মোগলদিগের অধীন হইতে আহ্বান করিলেন এবং ভয়প্রদর্শন করিলেন যে যদি তাহারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনকরে তবে তাহা-দিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল করিয়া বহিষ্কৃত করিবেন। ঐজাতিরা হুগলিতে যেপ্রকার ক্লেশভোগ

করিয়াছিল তাহারা তাহা স্মরণ করিয়া শুবাদারের প্রস্তাবে সম্মত হইল পরে সবল ব্যক্তিরা তাঁহার সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট হইল এবং অবশিষ্টেরা বাল বনিতা সমভিব্যাহারে ঢাকাহইতে ছয়ক্রোশদূরে একস্থানে রহিল ঐস্থান তদবধি এপর্য্যন্ত ফিরিঙ্গি বাজার খ্যাতআছে।

সাইস্তখাঁ ভূমিচর সৈন্যের সহিত ফের্নানদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন যে নদী পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার ঐ দিগস্থ সীমা ছিল আরাকানদিগের সৈন্য নদীদিয়া আসিল কিন্তু যখন তাহারা মোগলদিগের অশ্বারূঢ় সৈন্য অধিক দেখিল তখন সত্বর হইয়া পলায়ন করিল। ঐসময়ে মোগলদিগের নাবিক সৈন্যেরা আরাকানীয়দিগের তিনশত যুদ্ধার্থনৌকার সহিত যুদ্ধকরিয়া জয়প্রাপ্তহইল এবং তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিল তৎস্থান যদ্যপিও সুরক্ষিত ছিল তথাপি তাহার রক্ষকেরা যুদ্ধনৌকা সকল ছিন্নভিন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া ঐনগর পরিত্যাগ করিল মোগলেরা তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া দুই সহস্রলোক আয়ত্ত করিয়া নিজদাস করিলেন। ইহা কথিতআছে যেক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বাদশ শতহইতেও অধিক কামান ঐদুর্গমধ্যে প্রাপ্ত হইল কিন্তু যেধন প্রাপ্তির আশাছিল তাহা কিঞ্চিন্মাত্র দৃশ্য হইল না। এইরূপে ১৬৬৬ শালে চট্টগ্রাম নগর ও তৎপ্রদেশ আরাকানীয় দিগের বিহস্ত হইয়া বাঙ্গালার এক অংশহইল।

সাইস্তখাঁ ১৬৭৭ শাল পর্য্যন্ত সুসিদ্ধিপূর্ব্বক এদেশ শাসন করিয়া আগ্রার শুবাদারীকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অধিকারের প্রথমত ইউরোপীয় বাণিজ্য বাঙ্গালায় উন্নতিশীল ছিল ইউরোপিয় দিগের প্রতি তিনি বন্ধুত্বব্যবহার না করাতে তাঁহারা তাঁহাকে নিন্দা করিতেন কিন্তু কদাপি তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেননাই। মোগলেরা সন্দেহ প্রযুক্ত ইংরাজদিগকে জাহাজের সহিত হুগলি পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না তাঁহাদিগের নদী মুখে নোঙ্গরকরিয়া থাকিতে হইত এবং তথাহইতে সুলুপদ্বারা দ্রব্য আনয়ন ও প্রেরণকরিতে হইত ইহাতেঅত্যন্ত অসুসার হওয়াতে তাঁহারা সাইস্তখাঁর নিকটে আবেদন করিলেন যে জাহাজের সহিত একেবারে কারখানায় যাইতেপারেন তিনি তাহাতে অনুজ্ঞা করিলেন একারণে কোর্ট আবডিরেটরেরা ১৬৬৮ শালে অনেক ভাড়াটে কর্ণধার করিতে আজ্ঞাকরিলেন একক্ষণকার নাবিক বিধানের আদি এইছিল। ১৬৬৪ শালে ফরাসীরা কলবর্ট নামক সক্ষম মন্ত্রির উপদেশক্রমে এক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি করিলেন ১৬৭২ শালে কতিপয় ফরাসীর নৌকা হুগলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল চন্দ্রনগরে বাসের সময় এই আমারা স্থির করিতে পারি। তিনবৎসর পরেঅর্থাৎ

১৬৭৫ শালে ওলন্দাজেরা হুগলিতে কারখানা স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল বালেশ্বরে ছিলেন কিঞ্চিৎকালপরে হুগলিতে নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়াতে তাঁহারা হুগলি হইতে এক ক্রোশ দূর চুচুড়াগ্রামে বাসকরিতে আজ্ঞা পাইলেন ১৬৭৬ শালে দিনেমারেরা বাঙ্গালাতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা পাইলেন যদ্যপিও তাঁহারা হুগলিতে বাণিজ্য করিতে পারিতেন ইহাস্থির বটে তথাপি তাঁ- হাদিগের প্রধান কারখানা বালেশ্বরেই ছিল। এইরূপে সাইস্তখাঁর অধিকার কালে ইউরোপীয় দিগের বাণিজ্য পূর্ব্বকাল অপেক্ষা অতিবিপুল হইল।

সাইস্তখাঁ যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তাবৎ কাল ইউরোপীয়দিগের বন্ধু ছিলেন এমত নহে যখন তি- নি স্থানান্তর কৃত হইলেন তখনও তাঁহাদিগের মঙ্গলচেষ্টা করিয়া ছিলেন যখন এক নূতন শুবাদার আসিতেন ইং- রাজ দিগের তখনি নূতন আজ্ঞাপত্র লইতে হইত এবং তাহাতে অধিকক্লেশ ভোগ করিতে হইত ও প্রতিবারে মোগল কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে অধিক অর্থদান করিতে হইত যখন সাইস্তখাঁ বাঙ্গালা হইতে যাত্রাকরিলেন তখন ইংরাজী কারখানার কর্ত্তা বাণিজ্যার্থে চিরন্তন আজ্ঞা প্রার্থনায় তাঁহার সহিত মহারাজের নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন ইহা অধিক ক্লেশে কেবল

সাইস্তখাঁর দ্বারা প্রাপ্ত হইল যখন ইহার সম্বাদ আসিল ইংরাজেরা তাহার প্রতি অতিশয় আদর প্রকাশ করিতে তিনশত কামান করিলেন।

১৬৭৮ শাকে আরঞ্জেব তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহাম্মদ আজিমকে বাঙ্গালার শুবাদার করিলেন এইসময়ে আ-সাম দেশীয়েরা পুনরায় পূর্ব্বদিগে বিরক্ত করিতে লা গিল নূতন শুবাদার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিতে স্থির করিয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ দিগকে যুদ্ধো-পযোগি মনুষ্যদিতে কহিলেন তাহাতে তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মনুষ্যের পরিবর্ত্তে অধিক মুদ্রাদিতে স্বীকার করিলেন রাজকুমারও সম্মত হইলেন পরে তি-নি আসামে উপস্থিত হওয়াতে রাজার সৈন্যেরা তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করাতে তিনি বোধকরিলেন যে তদ্দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং আরাকান দে শীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে পিতার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করি-লেন তৎকালে আরঞ্জেবের নূতন যুদ্ধকরিবার উচিত স-ময় ছিলনা তিনি হিন্দু দিগের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাজপূতানার প্রধান লোকদিগের সহিত তথা মারহাট্টার প্রধান শিবজীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন অতএব পুত্রকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন তাহাতে মহাম্মদ আজিম ঢাকাহইতে পঞ্চবিংশতি দিনে বারাণসীতে উপস্থিত

হইলেন তৎকালে এমত শীঘ্রগমন অতি আশ্চার্য্য বোধ হইত

সাইস্ত খাঁ ১৬৭৯ শালে পুনর্ব্বার বাঙ্গালার শুবাদার হইলেন। আরঙ্গেব হিন্দুদিগের নিগ্রহকরিতে তাঁহার নিকটে আজ্ঞাপাঠাইলেন যদ্যপিও তাঁহার স্বভাব অতি নম্র ছিল তথাপি হিন্দুদিগকে নষ্ট করিতে তিনি বাধ্য হইলেন আগমন মাত্রে যেসকল লোকেরা হিন্দু ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারদিগের কর নিয়ম করিলেন তাঁহার ভৃত্যবর্গেরা হুগলিতে ইউরোপীয় লোকহইতে সেইরূপ করপ্রার্থনা করিল কিন্তু ওলন্দাজেরা ও ইংরা-জেরা তাহা নিবারণ করিলেন নবাবের ব্যবহারের নিমিত্তে কতিপয় পারসীক অশ্ব উপঢৌকন দেওয়াতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দুদিগের মন্দির নষ্ট করিতে লাগিলেন এবং শ্রীযুক্ত মল্লীকচন্দ্র রায় অতিপ্রধান হিন্দুছিলেন বলপূর্ব্বক অর্থলইবার কারণ তাঁহার পাদে বেড়ীদিলেন এইসকল কর্ম্মদ্বারা আরঙ্গেব ও তাঁহার নায়েব অতি ঘৃণিত হইলেন।

বাঙ্গালায় কোম্পানির বাণিজ্য তৎকালে বড় উত্তম হই-য়াছিল চিরকাল বাণিজ্য করিতে মহারাজ হইতে অনুজ্ঞা পত্র পাইয়াছেন একারণ কোর্ট আব ডিরেকটরেরা বাঙ্গা-লার মাদ্রাজ দেশীয় অধীনতা মুক্তকরিতে স্থিরকরি-লেন ১৬৮১ শালে তাঁহারা এক অপরাধীন কারখানা

নির্ম্মাণ করিলেন ও হাজেস সাহেবকে তাহার প্রধান কর্ত্তাকরিলেন এবং তাঁহার সহিত বিংশতি পদাতিক ও একজন আজ্ঞাদায়ক রক্ষার্থে পাঠাইলেন ভারত-বর্ষে ইংরাজ দিগের সেনাগমন এই প্রথমে হইল পরে ক্রমেং দুইলক্ষ পর্য্যন্ত সংখ্যা হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে জাহাজ সকল প্রথমে মাদ্রাজে আজ্ঞা লইয়া বাঙ্গালায় আসিত কিন্তু অতঃপর তদ্ব্যতিরেকে গঙ্গা দিয়া আসিতে লাগিল এবং সর্ব্বাগ্রে এক জাহাজে ত্রিংশত্‌কামান থাকিত।

এই সময়ে অন্যান্য গুপ্ত বণিক্‌ দিগের উপদ্রোহদ্বারা কোম্পানিতে অতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ইংলণ্ডের রাজা কোম্পানিকে যে আজ্ঞাপত্র দিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদিগের লোক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাক্তির পূর্ব্ব দেশে বাণিজ্য করিতে ক্ষমতা ছিল না কিন্তু এখানে বাণিজ্যদ্বারা অধিকলাভ হওয়াতে অন্যান্য বণিকেরা ঐ আজ্ঞা অন্যথাকরিতে ক্রমিক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কোম্পানিকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেন এইসকল উপদ্রোহ নিবারণার্থে অনেক চেষ্টাহইয়াছিল কিন্তু সফল কিছুই হইল না অবশেষে কোর্ট আব ডিরেকটরেরা দেখিলেন যে তাহাদিগের গঙ্গায় প্রবেশ নিবারণ হইলেই বাঙ্গালায় বাণিজ্য নিবারণ হইতেপারে একারণ গঙ্গার মুখে দুর্গ

নির্ম্মাণ করিতে নবাবের আজ্ঞাপ্রার্থনা করিতে হুগলি স্থিত কর্ত্তাকে জানাইলেন কিন্তু সাইস্তখাঁ বুঝিলেন যে ইহা হইলে সমুদায় নদী তাঁহাদিগের অধীনে থাকিবে একারণ অস্বীকার করিলেন। ঐসময়ে বেহারে অনেক উপদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে পাটনা স্থিত যে কোম্পানির নিযুক্তলোক তাঁহারপ্রতি এমত সন্দেহ হইল যে তিনিই এবিষয় উত্থাপন করিয়াছেন এইরূপে ইংরাজদিগের প্রতি নবাবের চিত্তভঙ্গ হওয়াতে মহারাজ যে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আজ্ঞা করিলেন যে কোম্পানির সকল দ্রব্যে শতকরা সার্দ্ধ তিনমুদ্রা শুল্কদিতে হইবে যখন নবাবের এই অহিতেচ্ছা বিদিত হইল তখন তাঁহার ভৃত্যেরা ইংরাজ দিগের বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল কাশাম্বাজারের ফৌজদার কোম্পানির নিযুক্ত জাব চার্ণক সাহেবকে অকারণে সার্দ্ধলক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে আজ্ঞাকরিলেন যেমুদ্রা কোম্পানিরা তন্ত্রবায়দিগের নিকটে ধারিতেন এবং ত্রিচত্বারিংশৎ সহস্রমুদ্রা অধিকদিতে আজ্ঞা করিলেন তিনি তাহাতে অস্বীকার করিয়া নবাবের নিকটে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহার ভৃত্যদিগকে উৎকোচ প্রদান করিলেন কিন্তু বিফল হইল। নবাব এই সকল বিষয় মহারাজের নিকটে এমত স্পষ্টরূপে

জানাইলেন। যে তিনি ইংরাজদিগের উপরি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এইরূপে তাঁহাদের বাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে বিশৃঙ্খল হইল তাঁহাদিগের জাহাজ সকল অর্দ্ধেক হইতেও অল্পভার লইয়া প্রত্যাগমন করিল এইবিবাদ দ্বারা ওলন্দাজ দিগের নিজবাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে অনেক উপকার হইল এই সময়ে তাঁহারা চুচুড়ায় বসতি সুরক্ষিত করিলেন ১৬৮৭ শালে ঐ দুর্গ সমাপ্ত হইল তাহাতে চারি বরুজ ছিল এবং এতদ্দেশীয় কোন আক্রমণে ভয় ছিল না ঐ দুর্গের নাম গস্তাবস রহিল ওলন্দাজেরা ঐ স্থানে দৃঢ়তর রাজকীয় কর্ম্মের নিয়ম করিলেন কিন্তু তৎকালে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় থাকিতে পারেন কিনা এমত সন্দিগ্ধ হইলেন। চুচুড়ার অধীনে ওলন্দাজ দিগের আর দুই স্থান ছিল এক বরনগর অপর ফলতা ফলতাতে প্রায় তাঁহাদিগের জাহাজ নোঙ্গর করিয়া থাকিত।

অতঃপর ইংরাজেরা দেখিলেন যে তাঁহাদিগের দুই গতি আছে এক বাণিজ্য ত্যাগ করুন অথবা শক্তিপ্রকাশ করুন ইহার শেষ বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের নিকটে প্রার্থনা করাতে তিনি বাঙ্গালার নবাব ও তাঁহার প্রভু মহারাজ আরঙ্গেবের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন নিকল্‌সন্‌ নামক নাবিক সৈন্যাধ্য-

ক্ষের অধীনে দশখান যুদ্ধজাহাজ প্রেরিত হইল তাহাতে ছয়শত সৈন্যছিল এবং ঐ কর্ত্তার প্রতি আজ্ঞা ছিল যে কোম্পানির ভৃত্যগণ ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া চট্টগ্রামে যাইবেন ও তৎস্থান আক্রমণ করিয়া সুরক্ষিত করিবেন এ কারণে তাঁহার সহিত দুইশত কামান প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহার প্রতি অপর আজ্ঞা ছিল যে মোগল দিগের চিরন্তনশত্রু আরাকানের রাজার সহিত সন্ধি করিবেন হিন্দুজমিদার দিগের সান্ত্বনা করিবেন ও কর আদায় করিবেন এবং মুদ্রালয় স্থাপন করিবেন ফলত রাজ্য আরম্ভ করিবেন।

কিন্তু এই সকল বাসনা বিপরীত হইল ইংরাজদিগের হিন্দুস্থান শাসন করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই এবং তাঁহাদিগের মানস অন্যথা করিতে সকল বিষয়ের ঘটনা হইল। সমুদ্র মধ্যে এক ঝড় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নৌকাসকল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং বিপরীত বায়ুদ্বারা কতিপয় পোত আসিতে অক্ষম হইল কিন্তু কতিপয় জাহাজ গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া হুগলি গমনোদ্যত হইল এবং ইহারি অলপকাল পূর্ব্বে মান্দ্রাজস্থিত কর্ত্তা মহাশয় তথায় চারিশত পদাতিক প্রেরণ করিয়াছিলেন এইসকল সমুদ্র ও ভূমিতে উপক্রমদ্বারা নবাব অতিশয় ভীত হইলেন একারণ তিনি ইংরাজ দিগের সহিত মীল করিতে সচেষ্টক হইয়া মধ্যস্থতা দ্বারা তাঁহা-

দিগের যে বিষয় প্রাপ্য হয় তাহা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহারা ষষ্টিলক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন এইরূপ সন্ধি প্রস্তাব কালে এক দৈবঘটনাদ্বারা সমুদায় তাঁহাদিগের কর্ম্ম দুষ্পরিণাম পাইল।

১৬৮৬ শালের ২৮ আক্টোবর হুগলির বাজারে তিনজন ইংরাজদিগের পদাতিক নবাবের সৈন্যের সহিত বিবাদ করিয়া বিশেষ রূপে প্রহৃত হইল তাহাতে তাহাদিগের সাহায্যার্থে কতিপয় সৈন্য প্রেরিত হইল এবং তৎপরে অপর এক প্রস্তুত প্রেরিত হইল অবশেষে সমুদায় ইংরাজী সৈন্যদিগের গমনে নগরের বহিস্থিত নবাবের সৈন্য সকল আহূত হওয়াতে বিলক্ষণ যুদ্ধ হইল। ষষ্টিজন মোগল সৈন্য মারাপড়িল এবং অনেকের কোন২ অবয়বে আঘাত হইল। এই যুদ্ধ সময়ে নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ নিকল্‌সন্ জাহাজ হইতে নগরমধ্যে কামানাঘাত করিতে লাগিলেন তাহাতে পঞ্চশত অট্টালিকা ধ্বংস হইল তাহার মধ্যে এক কোম্পানির গুদাম যাহাতে ত্রিশলক্ষ মুদ্রার দ্রব্য ছিল তাহাও নষ্ট হইল এই সকল ঘটনায় ফৌজদার অতিশয় ভীত হইয়া যাহাতে যুদ্ধ নিবারণ হয় এমত চেষ্টাকরিলেন তাহাতে ইংরাজেরা সম্মত হইয়া তাঁহার সাহায্যদ্বারা তাঁহাদিগের সোরা সকল নৌকায় আরোপণ করিলেন এবং ঐ ফৌজদার মহারাজ হইতে যে

পর্য্যন্ত কোন আজ্ঞা প্রাপ্ত নাহয়েন তদবধি ইংরাজ দিগকে পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন নবাব এই সকল সম্বাদ অবগত হইয়া পাটনা মালদা ঢাকা এবং কাশীম্বাজার এই কয়েক স্থানে শাখা-স্বরূপ কারখানা রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং এতদ্দেশ হইতে ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিতে হুগলি নগরে পদাতিক ও অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ করিলেন

হুগলিস্থিত অধিকৃত আপনার প্রাণ শঙ্কায় ২০ ডিসেম্বর কোম্পানির সম্পত্তি লইয়া বরনগরস্থিত ওলন্দাজ দিগের কারখানা হইতে দুইক্রোশ দক্ষিণে সতানটি নামক গ্রামে পলায়ন করিলেন যেস্থানে এক্ষণে কলি-কাতা নগর হইয়াছে ঐমাসের মধ্যে তিনজন নবাবের মন্ত্রী হুগলিতে আসাতে চার্নক সাহেব তাঁহাদিগের সহিত সম্প্রীতি করিতে তথায় গমন করিলেন এক সন্ধি দ্বারা ইংরাজ দিগের পূর্ব্ববৎ লভ্যপ্রাপ্ত হইল কিন্তু নবা-বের মানস ছিল যে উপযুক্ত সময় পাইয়া কোম্পানিকে একেবারে নষ্টকরিবেন ১৬৮৭ শালে ফিব্রুয়ারি মাসের প্রথমে ইংরাজদিগকে তাড়াইতে হুগলিতে অনেক সৈন্য আসিল চার্নক সাহেব সুতানূটাতে ও আত্মরক্ষা না দেখিয়া তৎস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল নিজলোক ও সম্পত্তি জাহাজে লইয়া হিজিলীতে যাত্রাকরিলেন

এবং গমনকালে তানার দুর্গধ্বংস করিয়া মোগলদিগের জাহাজ গ্রহণ করিলে।

নদীমুখে ইঞ্জিলী উপদ্বীপ এমত কুৎসিত স্থান ছিল যে ইংরাজ দিগের কোনমতে মনোনীত নহে ঐস্থান নিম্ন জলময় ও দীর্ঘতৃণদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং তথায় একবিন্দু উত্তম জল ছিল না তথাপি চার্ণক সাহেব সেই স্থানে ছাউনি করিয়া দুর্গকরিলেন তাহাতে তিনমাসের মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য মারাপড়িল মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তৎস্থানে নানামতে আক্রমণ করিলেন কিন্তু প্রতিবারে পরাভূত হইলেন তথাপি ইংরাজ দিগের সৌভাগ্যাশা এমত মসৃণ হইল যে গ্রীষ্মকালের মধ্যে তাঁহাদিগের বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ বোধহইল ইতিমধ্যে শুবাদার সন্ধি প্রসঙ্গ করিতে দূতপ্রেরণ করিলেন চার্ণক সাহেব আনন্দ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হওয়াতে ১৬৮৭ শালের ১৬আগষ্ট এক সন্ধি নিষ্পত্তি হইল তাহারদ্বারা এদেশের স্থানে২ কারখানা রাখিতে ইংরাজদিগের প্রতি অনুমতি হইল এবং তাঁহাদিগের ভাণ্ডার ও জাহাজাদি মেরামত করিবার কারণ উলুবেড়ে দত্ত হইল এবং শতকরা সাড়েতিন টাকা করিয়া কর দিতেন তাহা রহিত হইল। আর চার্ণক সাহেব যে সকল মোগল দিগের জাহাজ গ্রহণ করিয়া ছিলেন তাঁহাকে ও তাহা প্রতিদান করিতে হইল ঝটিতি

ইংরাজদিগের উত্তমাবস্থা হইবার কারণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে। বাঙ্গালায় বিপদ আরম্ভাবধি কোর্ট আব ডিরেকটরেরা বলপূর্ব্বক সমুদায় নিষ্পত্তি করিতে স্থির করিয়া সুরতস্থিত অধ্যক্ষেরপ্রতি তথাকার কারখানা তুলিয়া মহারাজের সহিত সমুদ্রে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আজ্ঞাকরিলেন সুরতে কোম্পানির কারখানা তৎক্ষণাৎ রহিত হইল ভারত বর্ষের তীরে যেসকল জাহাজছিল ও আসিতে লাগিল কোম্পানির লোকে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণকরিতে লাগিল সুরত হইতে ধার্ম্মিক মুসলমানেরা জাহাজ দ্বারা মক্কাতীর্থে গমনকরিতেন অতএব মোগলদিগের যুদ্ধার্থ জাহাজের প্রধানকর্ম্ম তীর্থযাত্রিদিগের রক্ষাই ছিল কিন্তু ইংরাজেরা ঐস্থান রক্ষাকরিয়া সমুদ্রে প্রাধান্য পাইয়া তৎপথ রোধকরিলেন। অতএব আরঞ্জেব নিজ দর্প খর্ব্ব করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিকরিতে বাধ্য হইলেন সন্ধি সমাপন হইলে চার্ণক- সাহেব ইঙ্গিলীহইতে উলুবেড়ে তথাহইতে সুতানুটী আসিলেন

কিন্তু নবাবপূর্ব্ববৎ দুরাচার অবিলম্বে আরম্ভ করিলেন তিনি তাহাদিগকে হুগলিতে আসিতে আজ্ঞাকরিলেন এবং সুতানুটীতে পাষাণ কিম্বা ইষ্টকা দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করিতে নিষেধকরিলেন তাঁহারদিগে-

স্ব দ্রব্য লুটকরিতে নিজসৈন্যের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন তথা স্বয়ং চার্ণকসাহেব হইতে এমত অধিক মুদ্রা প্রার্থনাকরিলেন যেতিনি নবাবকে সন্তোষকরিতে অক্ষম হইলেন এবং সৈন্যাভাবপ্রযুক্ত বাধাদিতেও অক্ষম হইলেন অতএব নবাবের সান্ত্বনার্থে ও সুতানুটীতে ক্রমাগত বাসের অনুজ্ঞার্থে নিজসভার দুইজনকে ঢাকায় পাঠাইলেন বহুক্লেশপূর্ব্বক তাঁহারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণকরিলেন এমত সময়ে তাহারদিগের ব্যাপার পুনর্ব্বার অন্ধকৃতহইল।

কোর্ট আবডিরেকটরেরা হুগলির সঙ্গর তথা সৈন্যদিগের ইঙ্গিরীতে পলায়ন শ্রবণ করিয়া অধিক সৈন্যপ্রেরণ করিলেন তাঁহারা প্রতিজ্ঞাকরিলেন যে যদি তাঁহারা দুর্গ ও মুদ্রালয় স্থাপন করিতে না পারেন তবে বাণিজ্য মোচনপূর্ব্বক একেবারে এতদ্দেশ ত্যাগ করিবেন অতএব কাপ্তানহীথ সাহেবের সহিত দুইপোত পাঠাইলেন তাহার একেতে চতুঃষষ্ঠি কামান ছিল তাঁহার প্রতি এমত আজ্ঞা করিলেন যে যদি বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্ত না হয়েন তবে সমুদায় ভৃত্যবর্গ লইয়া মাদ্রাজে প্রস্থানকরিবেন কাপ্তান হীথ সাহেব অতিস্বেচ্ছানুযায়ী ছিলেন আত্মবাসনামত ভিন্ন করিতেন না ১৬৮৮ শালের আক্টোবর মাসে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া কোম্পানির ভৃত্যবর্গকে সরকারি

সম্পত্তি লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে ৮ নবম্বর বালেশ্বরে জাহাজ চালাইলেন চার্ণকসাহেব তাঁহার অতিত্বরা নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না যখন তিনি বালেশ্বরেরপথে উপস্থিত হইলেন তথাকার শুবাদার দুইজন কোম্পানির কর্ম্মাধ্যক্ষকে প্রতিভূস্বরূপে আটক করিয়া রাখিলেন যদ্যপিও এই দুইজন বন্ধা ছিলেন এবং দুইজন নায়েব ঢাকায় নবাবের হস্তগত ছিলেন তথাপি হীথসাহেব ২৯ নবম্বর বালেশ্বরে সৈন্য অবতরণ করিয়া ঐস্থান লুট করিলেন ঐদিবসে তথাকার শুবাদার ঢাকায় নবাবের নিকটে নায়েবেরা যে সন্ধি স্থির করিয়াছিলেন তাহার প্রতিরূপ পত্র পাইলেন যাহাতে স্থির ছিল যে মোগলদিগের আরাকান দেশ আক্রমণ করিতে ইংরাজেরা সাহায্য করিবেন। হীথ সাহেব তদ্দেশ লুটকরিয়া চট্টগ্রামে চলিলেন এবং যেরূপ তিনি আশা করিয়াছিলেন তাহাতে অধিক দুর্ঘটনা দেখিলেন অতএব ইংরাজেরা যে সকল দুঃখ ভোগকরিয়াছেন তাহা ঢাকাস্থ নবাবকে লিখিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ঐস্বেচ্ছানুয়াযী মহাশয় পত্র প্রেরিত হইলে উত্তরাগমন অপেক্ষা না করিয়া সকল জাহাজ আরাকানে চালাইলেন তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকটে সম্বাদ পাঠাইলেন যে যদি

তিনি তাঁহার রাজ্যে ইংরাজদিগের বসতি করিতে দেন তবে ইংরাজেরা মোগলদিগের আক্রমণ করিতে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবেন তাহার উত্তর চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত না আসাতে হীথসাহেব অধৈর্য্য হইয়া যে পঞ্চদশ পোত তাঁহারছিল তাহাতে শাসনকর্ত্তা ও সমুদায় সভাসৎ এবং কোম্পানির ভৃত্যবর্গ ও বাণিজ্যদ্রব্য সমুদায় লইয়া মান্দ্রাজে গমন করিলেন। ইংরাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিলে পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসরপরে এইরূপে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে হইল। মান্দ্রাজ ও বোম্বেদেশ অতি সুরক্ষিত থাকাতে তৎস্থান ব্যতিরেকে নিজরাজ্যমধ্যে মহারাজ সমুদায় ইংরাজদিগের কারখানা নষ্টকরিতে ও তাঁহাদের দ্রব্য আটক করিতে আজ্ঞাকরিলেন।

নবাবসাইস্তখাঁ মহারাজার আজ্ঞাপ্রতিপালনার্থে বাঙ্গালা স্থিত কোম্পানির দ্রব্য সকল আটক করিলেন এবং কথিত আছে যে ঢাকাস্থিত দুইকর্ম্মাধ্যক্ষের পায়ে বেড়ি দিলেন কোন২ গ্রন্থে এমত লিখিত আছে যেএই সকল বিষয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন নায়েবে করিয়াছিল। অনন্তর সাইস্তখাঁ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন। যদ্যপিও তিনি ইংরাজদিগের সহিত কঠিন ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি এদেশীয়

লোকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার রাজ্য কালে একটাকায় অষ্ট মোন চাউল বিক্রীত হও-য়াতে এইসুখদায়ক সময় প্রজাদিগের চিরস্মর-ণীয় করিবার কারণ ঢাকানগরের দ্বার উচ্চকরিয়া তদুপরি একমুদ্রিতপট্টক স্থাপিত করিলেন তাহাতে লিখিত ছিল যে এমত সুলভ শস্য না করিতে পারিলে কোন ভবিষ্যৎ নবাব এনগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৬৮৯ শালে ইব্রাহিম খাঁ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হই-লেন দিল্লীর নিকটে এক থাল করাতে যে আলি মর্দ্দনের নাম স্বর্গীয় তুল্য হইয়াছিল ইব্রাহিম তাঁহার পুত্র ছিলেন তিনি অতি নম্রতাপূর্ব্বক অপক্ষ-পাতে বিচার করিতেন কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে চতুরতা না থাকাতে অতিদুর্গম বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা কর্ম্মের উপযুক্ত ছিলেন না তাঁহার অগ্রগত শুবাদার যে দুই ইংরাজ দিগের নায়েবকে কারাগারে রাখিয়া ছিলেন তিনি প্রথমত তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন তথাপি ইংরাজ ও মোগলদিগের মধ্যে বিবাদ নিবৃত্ত হইল না ইংরাজেরা সমুদ্রে প্রভুত্ব পাইয়া ভারত বর্ষ হইতে যে সকল নৌকা যাত্রা করিত তাহা সমুদায় বলক্রমে গ্রহণ করিতেন অত

এব পুনর্ব্বার মক্কাতীর্থে গমন রুদ্ধ হইল সুতরাং আরঙ্গেব অনেক সন্ধি প্রস্তাবের পরে ইংরাজ দিগের পূর্ব্ব অপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ বাস দিতে স্থির করিয়া বোম্বের শাসন কর্ত্তার সহিত এক সন্ধি করিলেন এবং ইব্রাহিম খাঁ যখন বাঙ্গালায় নিযুক্ত হইলেন তৎকালে তাঁহার প্রতি ইংরাজ দিগকে আহ্বান করিতে উপদেশ করিলেন অতএব ঐ মহাশয় মাদ্রাজে চার্ণক সাহে-বকে মহারাজের অভিপ্রায় অবিলম্বে লিখিলেন এবং পূর্ব্বদোষ না দেখিয়া অনেক ভাবি মঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন চার্ণকসাহেব ঐ লিখনানুসারে সমুদায় ভৃত্যবর্গের সহিত ১৬৯০ শালের ২৪ আগষ্ট সুতানুটীতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন আমরা ঐ দিবস অবধি কলিকাতা নগরের উন্নতি গণনা করিতে পারি। পরবৎসরে দিল্লীহইতে মহারাজের আজ্ঞা আসিল যে ইংরাজেরা যে সকল অপরাধ করি-য়াছেন তাহার ক্ষমার্থে তাঁহারা অতি নম্রতাপূর্ব্বক আবেদন করিয়াছেন অতএব মহারাজ তদনুসারে প্রজাদিগের প্রাত্যহিক অনুগ্রহমধ্যে তাঁহাদের ক্ষমা করিলেন এইরূপে তিন সহস্রমুদ্রা বার্ষিক করপ্রদানে বাণিজ্য করিতে ইংরাজেরা নূতন অনুজ্ঞা পাইলেন অনন্তর বাসস্থান সুরক্ষার নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন কারণ

তাঁহারা দেখিলেন যে তদ্ব্যতিরেকে আপদ মোচন নাই অপর কোর্ট আবডিরেকটরেরা প্রধান অধ্যক্ষের প্রতি আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে একদুর্গ নির্ম্মাণার্থে অনুমতি লইতে চত্বারিংশৎ সহস্র মুদ্রাপর্য্যন্ত দিবেন এবং কহিয়াছিলেন যদি একদুর্গ ও মুদ্রালয় স্থাপন করিতে না পারেন তবে বাঙ্গালার কর্ম্মের বাহুল্য করিতে তাঁহাদিগের যত্ন নাই কিন্তু মোগলদিগের রাজনিয়মানুসারে সন্দেহ প্রযুক্ত ইংরাজদিগকে তদুভয়ের একেও অনুমতি হইল না। কলিকাতা নগরোপক্রমের দুইবৎসর পরে চার্ণকসাহেব লোকান্তর গমন করিলেন এসিয়া দেশের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের প্রধান নগর কলিকাতার সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ মহাশয় এক্ষণে ঐ নগরের বড় গিরিজার অঙ্গন মধ্যে নিখাত আছেন ঐরূপ বারাকপুরের উন্নতির আদিকারণ তিনি ছিলেন অতএব তাঁহার নামানুসারে অদ্যাবধি এদেশীয়লোকেরা ঐস্থানকে চানক বলিয়া থাকেন॥

অতঃপর নির্ব্বিবাদে কর্ম্ম চলিল বাঙ্গালায় বাণিজ্য যদ্যপিও সংক্ষিপ্ত তথাপি দৃঢভাবে ছিল এই সময়ে কোম্পানিরা দেখিলেন যে যাবৎ তাঁহারা অতিক্ষুদ্র সুতানুটী গ্রামমধ্যে বদ্ধ আছেন তাবৎ কোন কর্ম্ম করিতে পারিবেন না ১৬৯৪ শালে ঐস্থানের মাসিক রাজস্ব একশত ষষ্টি মুদ্রার অধিক ছিল না অতএব

তাহারা নিকটবর্ত্তি কতিপয়গ্রাম প্রাপ্ত হইতে এবং তথা হইতে রাজস্ব উৎপন্ন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেন কারণ তাহা হইলে অধিক রক্ষার সম্ভাবনা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে কাপ্তান কিড্সাহেব কোম্পানির অধীনতা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনেক ভদ্রলোকদ্বারা প্রেরিত হইয়া নাবিক তস্কর হইলেন এবং মক্কাগমনোদ্যত অনেক তীর্থ যাত্রির সহিত দুইখান মোগলদিগের জাহাজ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ইহাতে মহারাজ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া কোম্পানি ও অন্য ইংরাজ বণিক দিগের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান না করিয়া সমুদায় কোম্পানির কারখানা আক্রমণ করিতে এবং তাঁহাদের বাণিজ্য রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন বাঙ্গালার শুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কলিকাতায় ভদ্রলোকদিগকে রক্ষাকরিয়া গুপ্ত ভাবে ক্রমাগত বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিলেন।

১৬৯৫ শালে এক দৈবঘটনাদ্বারা ইংরাজেরা ও অপর ভিন্নদেশীয়েরা নিজ২ মানস সম্পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ আপন২ কারখানা সুরক্ষিত করিলেন যে মানস সিদ্ধি করিতে উৎকোচদ্বারা ও বিনয়দ্বারা অনুজ্ঞা হয় নাই। বর্দ্ধমান অঞ্চলে জেত্ব ও বেন্দেহ নামক দুই গ্রামের অধিপতি শোভাসিংহসংজ্ঞক একহিন্দু জমিদার তথাকার রাজার সহিত অকৌশল হওয়াতে বিদ্রোহাচারী

ছুইয়া উড়িস্যাস্থিত পাঠানদিগের প্রধান রহিমখাঁকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন অনন্তর তাঁহাদিগের সৈন্যেরা পরস্পর মিলিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করাতে রাজা পরাজিত হইয়া মারাপড়িলেন তাঁহার সম্পত্তি ও পরিজন ঐ উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল তাঁহার পুত্র জগৎরায় ঢাকায় পলায়ন করিয়া নবাবের নিকটে আবেদন করাতে তিনি ঐবিদ্রোহাচারিদিগকে জয়করিতে তিন সহস্র লোকের সহিত তথায় গমন করিতে যশোহরের ফৌজদারের প্রতি আজ্ঞাকরিলেন। ইব্রাহিমের দুর্বল শাসনকালে এতদ্দেশের রাজস্বকর্ম্মের নিয়ম ছিল না কারণ এমত অল্পসৈন্যও অতি ক্লেশে সংগৃহীত হইল ঐ সৈন্যেরা হুগলিতে উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে দেখিবামাত্রে ভীত হইয়া পুনর্ব্বার নদী সন্তরণপূর্ব্বক পলায়ন করিল ঐমহৎও নানা বিধধন যুক্ত নগর শীঘ্র উপদ্রোহকারিদিগের হস্তগত হইল।

ওলন্দাজ ও ফরাসীরা তৎক্ষণাৎ এবং ইংরাজেরা কিঞ্চিৎপরে শুবাদারের পক্ষে হইলেন। যখন এই উপদ্রোহ আরম্ভ হইল তাঁহারা নিজ২ সম্পত্তিরক্ষার্থে অর্থ দ্বারা কতিপয় পাক সংগ্রহ করিলেন এবং কারখানা রক্ষাকরিতে শুবাদারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তিনি তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে অনুজ্ঞা দেওয়াতে

তাঁহারা তদনুসারে স্ব২ বাসস্থান দুর্গ করিলেন ইহার পূর্ব্বে চুচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কারখানা দুর্গদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল এবং তৎকালে উত্তমরূপে শুধরান হইল কলিকাতায় ইংরাজেরা সুত্তানুটীগ্রামের সুরক্ষার্থে যাবৎ সর্ব্বতোভাবে দুর্গ নির্ম্মাণ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জনকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করাইলেন এইরূপে লাল দীঘী ও গঙ্গার মধ্যস্থানে প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মিত হয় প্রায় বিংশতি বৎসর হইল তাহার চিহ্ন দূরীকৃত হইয়াছে ১৬৯৫ শালে ইংরাজেরা রক্ষোপযোগি দুর্গ করিয়াছিলেন পরে মোগলেরা সম্বাদ না পায়েন এমত গুপ্তভাবে ক্রমে২ নূতন২ যোগ করিলেন।

ঐ উপদ্রোহকারিরা হুগলি আক্রমণ করিয়া অতি সাহসী হইয়া দেশ লুট করিতে চতুর্দিগে সৈন্য পাঠাইলেন হত ভাগ্য প্রজারা দলে২ চুচুড়ায় উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইল এই সকল উপদ্রোহের শেষ করিতে ওলন্দাজেরা দুই খান যুদ্ধ জাহাজ হুগলিতে প্রেরণ করিলেন ঐ জাহাজে এমত গোলা বর্ষণ করিল যে বিদ্রোহাচারিরা ত্বরায় তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে পলায়ন করিল। শোভা সিংহ নবদ্বীপ লুট করিতে তথা হইতে রহিমখাঁকে প্রেরণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের যে সকল লোক বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ রাজার এক পরম সুন্দরী কন্যাকে শোভাসিংহ

আত্মভোগার্থে রাখিয়াছিলেন অতএব রহিমখাঁ যাত্রাকরিলে পরে তিনি ঐ সুখভোগ করিতে স্থির করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবা মাত্রে ঐ বালিকা এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বহিষ্কৃত করিয়া অগ্রে তাঁহার উদরে নিমগ্ন করিয়া পশ্চাৎ নিজোদরে প্রবিষ্ট করিলেন ঐ আঘাতে শুভসিংহ শীঘ্র প্রাণত্যাগ করাতে সকল উপদ্রোহকারিরা রহিমখাঁকে প্রধান করিলেন তাহাতে তিনি এক দেশ হইতে অপর দেশ অনন্তর অন্য দেশ ক্রমেং জয় করিতে লাগিলেন তাঁহার উপদ্রোহ শ্রবণ ব্যতিরেকে শুবাদার এক দিন যাপন করেন নাই তথাপি এবিষয়ে তাঁহার চৈতন্য হইল না যখন তাঁহার ভৃত্যেরা যুদ্ধ করিতে উপরোধ করিতেন তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করিতেন যে যদি শত্রু দিগকে কিছু না বলাযায় তাহারা স্বয়ং ছিন্ন ভিন্ন হইবে যদি যুদ্ধ করাযায় তবে পরমেশ্বর সৃষ্ট জীব সকলের হিংসা করিতে হয় এই রূপ তাঁহার আলস্যদ্বারা তাহাদিগের সাহসবৃদ্ধি হওয়াতে এক প্রস্তুত সৈন্য মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তথাস্থিত মোগল দিগের পঞ্চ সহস্র সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ঐ নগর লুট করিল অপর এক প্রস্তুত সৈন্য কলিকাতায় আসিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাড়িত হইল। ১৬৯৭ শালের মার্চ মাসে তাহারা রাজমহল অধিকার করিয়া মালদা

গমনকালে বিপুল ধনযুক্ত ইংরাজ দিগের কারখানা লুট করিল এইসময়ে তাঁহারা যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহার বার্ষিক রাজস্ব যষ্টি লক্ষ মুদ্রা ছিল এবং তাঁহাদের দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ছিল।

এই অদ্ভুত ঘটনার সম্বাদ যখন প্রথমে মহারাজ আরঞ্জেবের নিকট উপস্থিত হইল তিনি সুতরাং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে নিজ পৌত্র আজিম ওষাণকে শুবাদার করিলেন ও ইব্রাহিমকে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার সাহসীপুত্র জবর্দস্ত খাঁকে সৈন্য সকল দিবেন ঐ শক্তিমান্ সৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহকারিদিগের অন্বেষণার্থে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত আসিলেন প্রথমদিনে শত্রু দিগের কামান সকল বিফল করিলেন দ্বিতীয়দিনে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন তাহাতে রহিম খাঁ তাড়িত হইয়া মুরসিদাবাদ হইতে প্রথমত বর্দ্ধমানে অনন্তর উড়িস্যায় পলায়ন করিলেন জমিদারেরা পুনর্ব্বার মোগল দিগের পক্ষে হইলেন অতএব দেশে নির্ব্বিরোধ হইবার উপক্রম হইল।

নূতন শুবাদার আজিম ওষাণ পাটনায় আসিয়া জবর্দস্ত খাঁর সাহসিক কর্ম্ম শুনিয়া বিবেচনা করিলেন

যে তাঁহার করিবার কারণ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না একারণ যুদ্ধের আপদে পুনর্বার মগ্ন হইতে তাঁহাকে বারণ করিলেন জবর্দস্ত খাঁ বুঝিলেন যে এই আজ্ঞা হিংসা প্রযুক্ত হইয়াছে একারণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন জবর্দস্ত খাঁ নিজ অনুবর্ত্তী ও অধীন প্রায় ৮ সহস্র সৈন্য আপনার সহিত লইলেন এই সকল বাঙ্গালাস্থিত সৈন্যের সারভাগ গমন করিলে বোধহয় এদেশের রক্ষা প্রায় ছিল না আজিম ওষাণ বর্দ্ধমানে আসিয়া স্থিতি করিলেন এবং জমিদারদিগের ও অপর লোকের সহিত সম্প্রীতি করিলেন। রহিম খাঁ জবর্দস্তকে লৌহবৎ কঠিন জ্ঞানে যেরূপ ভয় করিতেন রাজপুত্রকে রেসম তুল্য কোমল জ্ঞানে ঐরূপ তুচ্ছবোধ করিলেন অতএব রাজসভা যে সময়ে আনন্দ ভোগে মগ্ন ছিল তৎকালে তিনি হুগলি ও নদীয়া লুট করিয়া বর্দ্ধমানের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন।

আজিম ওষাণ বর্দ্ধমানে আসিলে ইংরাজেরা ষ্টানলি সাহেবকে তাঁহার নিকটে নায়েব পাঠাইলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম ও গোবিন্দ পুর গ্রহণ করিতে আজ্ঞা পায়েন একারণ রাজপুত্রের উপায়নার্থে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং তাঁহার দেওয়ানের নিমিত্তে ৮ শত টাকার বনাত লইলেন। আজিম

ভোগের মানস কেবল অর্থ সংগ্রহ ব্যতিরেকে ছিল না অতএব উপঢৌকন বিনা কার প্রতি কোন অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি ইংরাজদিগের নায়েবকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অর্থ লইলেন ১৬৯৮ শালের জুলাইমাসে ঐসকল ভূমিক্রয় করিতে আজ্ঞাদিলেন যে স্থানে এক্ষণে নগর হইয়াছে পরবৎসর কোর্ট আবডিরেকটরেরা বাঙ্গালায় এক রাজ্যাংশ করিলেন এবং সরচারলসআইয়র সাহেব দুর্গ সম্পন্ন করিয়া ইংলণ্ডায় রাজার নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম নাম রাখিলেন।

রহিম খাঁ পনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া রাজপুত্রের অবিলম্বে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন উচিতছিল কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া এক দূত পাঠাইলেন যেদূত তাঁহার নিকটে কহিল যে যদি তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম্ম দেখেন তবে রাজপুত্র তাঁহাকে ক্ষমাকরিবেন তাহাতে ঐ বিরুদ্ধাচারী উত্তর করিল যে যদি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খাওয়াজা আনবাশকে পাঠান তবে তিনি অধীন হইবেন রাজপুত্র অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত তাহাই করিলেন বিদ্রোহাচারির তাঁবুতে ঐমন্ত্রির আগমনকালে অতি সম্মান হইল কিন্তু প্রস্থানকালে তিনি খণ্ড২রূপে কাটা পড়িলেন অনন্তর রহিম খাঁ দেখিলেন যে রাজপুত্রের কোনমতে শুভাশা নাই একারণ যখন তিনি

সুরক্ষিত নাথাকেন এমত সময়ে তাঁহার সৈন্য আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন এক প্রস্তুত বৃহৎ পাঠান সৈন্য আজিম ওযাণের সৈন্যস্থান আক্রমণ করিল ভয়প্রযুক্ত তিনি দ্বিরদারোহণ করিবামাত্রে অতি প্রচণ্ডরূপে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। যদি হামিদ খাঁ নামক একজন সেনাপতি চত্তুরতা প্রকাশ না করিতেন তবে তিনি নিশ্চিতরূপে মারাপড়িতেন হামিদ খাঁ উচ্চৈস্বরে কহিলেন যে আমিই রাজপুত্র রহিমখাঁর সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করি তাহাতে এক তুমুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হামিদখাঁ শত্রুর মস্তকচ্ছেদ করাতে তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুর নাশ দেখিয়া চত্তুর্দিগে পলায়ন করিল ঐ উদার হামিদ এই কর্ম্মে পারিতোষিকস্বরূপ এক উপাধি পাইয়া ফৌজদারীকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। আজিম ওযাণ কিছু কাল বর্দ্ধমানে থাকিয়া এক নূতন বাজার করিয়া আজিমগঞ্জ তাহার নাম রাখিলেন তথা হুগলিতে শতকরা মুসলমানদিগের সার্দ্ধ দুই হিন্দুদিগের পঞ্চ ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের সার্দ্ধ তিন মুদ্রা মাসুল স্থির করিলেন ইংরাজেরা কিন্তু এনিয়মে বদ্ধ ছিলেন না। কারণ তাঁহারা মহারাজের আজ্ঞানুসারে তিন সহস্র মুদ্রা বার্ষিক শুল্ক দিতেন অপর কথিত আছে যে তিনি ঐরূপ স্থলজ শুল্ক স্থির করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদিগের বাসস্থান দীর্ঘও পরিপাটী হইয়াছিল তাঁহারা যেতিন গ্রামের সনন্দ পাইয়াছিলেন ঐতিন গ্রাম নদী তীরে সার্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল নিজ২ সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে এতদ্দেশীয় অনেক ধনি হিন্দুলোকেরা তৎস্থানে আসিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাসকরিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে হুগলিস্থিত ফৌজদার সন্দিগ্ধ হইয়া ভয় প্রদর্শনার্থে ঐ নূতন নগরে একজন কাজি রাখিতে স্থির করিলেন কিন্তু এক উপঢৌকনদ্বারা তাঁহার মানস ফিরিল ॥

আমরা এক্ষণে মুরসিদকুলি খাঁর বর্ণনা করি তাঁহার আর একনাম ছিল জাফর খাঁ তিনি মুরসিদাবাদ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদিগের যে সকল শুবাদার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সকল অপেক্ষা শক্তিমান্ ছিলেন তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন হাজি সফিয়ানামক একজন মুসলমান বণিক্ তাঁহাকে বাল্যকালে ক্রয়করিয়া রুদ্ধ করিলেন এবং ইস্পাহান দেশে লইয়া উত্তমরূপে বিদ্যাব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা করাইলেন ঐ উপকারিব্যক্তির পরলোক হইলে তিনি দেকানদেশে গিয়া বেরারের দেওয়ানের নিকটে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন তথায় তিনি কর্ম্মোপযোগি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এমত প্রকাশ

করিলেন যে মহারাজ আরঞ্জেব সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে হাইদ্রাবাদের দেওয়ান করিলেন তিনি তৎকর্ম্মেও অতি বিশ্বাসের পাত্র হইয়া ১৭০১ শালে বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন অকবরের রাজ্য অবধি আরঞ্জেবের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি মহারাজদিগের রাজ্য কালে বাঙ্গালায় নাজিম ও দেওয়ান এই দুইজন পরস্পর দমনে থাকিবেন এনিমিত্তে তাঁহাদিগের দপ্তরখানা সতন্ত্র হইয়াছিল। সৈন্যদ্বারা দেশরক্ষাকরণ বিদ্রোহ ভঙ্গকরণ এবং কোন নিয়মকল্পণ এই সকল কর্ম্ম নাজিমের কর্ত্তব্য ছিল দেওয়ান সমুদায় রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিতেন নাজিম আত্মবেতন ও সৈন্যদিগের ব্যয় দেওয়ান হইতে পাইতেন কিন্তু তন্নিমিত্তে তাঁহাকে অনুজ্ঞা লিখিয়া পাঠাইতে হইত। দেওয়ান নাজিম হইতে ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতেন কিন্তু তথাপি অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ কর্ম্মপ্রাপ্তি কালে রাজসভা ঢাকায় থাকাতে তথায় গমন করিলেন এবং রাজস্বের অতিশয় অনিয়ম থাকাতে শুধরিবার কারন যথেষ্ট চেষ্টা-করিলেন তিনি রাজকীয় ধনব্যয়ে এমত সাবধান ছিলেন যে রাজকুমার ও তাঁহার সভাস্থলোকেরা যাবৎধন প্রার্থনা করিতেন তিনি তাবৎ কোনমতে দিতেন না একারণ রাজপুত্র তাঁহার হস্ত হইতে মক্ত

হইবার চেষ্টা করিলেন। একদিবস দেওয়ান সভায় যাইতেছেন এমতকালে রাজপুত্রের কতিপয় সৈন্য নিজ২ বেতনের আপত্তি করিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল তিনি শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া কোষ হইতে অসি বহিষ্করণপূর্ব্বক ভৃত্যাদিগকে বর্ত্মরোধ ভঙ্গ করিতে আজ্ঞাকরিলেন সৈন্যেরা তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। দেওয়ান রাজবাটী উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রের সম্মুখে কহিলেন যে এই কুমন্ত্রণার মূল কারণ তিনিই হইয়াছেন অনন্তর ছোরা ধরিয়া কহিলেন যে যদি তুমি আমার প্রাণ প্রার্থনা কর আমি যুদ্ধকরিতে প্রস্তুতআছি নতুবা এমত কর্ম্ম আর কদাচ করিবে না। রাজপুত্র মহারাজের কঠিন স্বভাব জানিয়া অতি ভীত হইলেন এবং কহিলেন যে তিনি এবিষয়ে কোন দোষী নহেন কিন্তু দেওয়ান্ তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া এই বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মহারাজের নিকটে পাঠাইলেন মহারাজ রাজপুত্রকে এমত কঠিনরূপে লিখিলেন যে যদি তিনি দেওয়ানের শরীরে কিম্বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন তবে তিনি যথোচিত দণ্ড ভাগী হইবেন এবং মহারাজ তাঁহাকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহারে বাস করিতে আজ্ঞা করিলেন অতএব তিনি রাজ মহলে গমন করিলেন কিন্তু তথাকার বায়ুতে শরী-

রের পীড়া হওয়াতে ১৭০৩ শালে পাটনায় গমন করিলেন এবং তাঁহার নামদ্বারা তদবধি ঐ স্থানের নাম আজিমাবাদ হইল।

১৭০০শত বৎসরের পরে পার্লিয়ামেণ্ট নামক সমাজ দ্বারা এক নূতন ও বিপক্ষ কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উদ্যত হইলেন তাঁহাদের নাম ইংলিষ কোম্পানি রহিল এবং পুরাতন কোম্পানি লাণ্ডন কোম্পানি নামে বিদিত হইল। ঐ নূতন কোম্পানিরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং হুগ্লিতে অধ্যক্ষ প্রেরণ করিলেন এইরূপে উভয় কোম্পানির মধ্যে এমত শত্রুতা হইল যে উভয় পক্ষের অতিশয় হানি জন্মাইল এবং প্রায় পঞ্চ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডীয় রাজসভাকে উভয় পক্ষের মিল করিতে হইল। ঐ উভয় কোম্পানি তদবধি উত্তর কালে ইউনাইটেড ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিদিত হইল॥

১৭০৩ শালে মুরসিদখাঁ এক বৎসরের রাজস্বের হিসাব পরিষ্কার করিয়া মহারাজের সম্মুখে দেখাইতে দেকানে গমন করিলেন আরঙ্গেব সিংহাসনোপবিষ্ট হওনাবধি বাঙ্গালা ও বেহার দেশে কদাচ এমত অধিক উৎপন্ন হয় নাই অতএব দেওয়ানের চতুরতা দ্বারা তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা

ও উড়িস্যার নায়েব নাজিম করিলেন এবং অতি সম্ভ্রমজনক এক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন তাহাতে আজিমওষাণ অতি ক্ষুণ্ন হইলেন কিন্তু তিনি মহারাজের স্বভাব জানিতেন একারণ সুতরাং সম্মত হইলেন ॥

১৭০৭ শালের ২১ ফিব্রুয়ারি মহারাজ আরঞ্জেব একাধিক নবতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন তাঁহার জীবদ্দশায় মোগলদিগের রাজ্য বৃদ্ধিশাল হইয়া তদবধি হ্রস্ব হইতে আরম্ভ হইল তিনি তিন পুত্রের মধ্যে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন আজিমওষাণের পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মহারাজের মৃত্যুর পরদিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন আজিমওষাণ পিতামহের পীড়া শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে রাজ্যের নিমিত্তে বিবাদ করিতে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিলেন তিনি এক প্রস্তুত সুশিক্ষিত সৈন্য ও স্বয়ং সংগৃহীত অষ্ট কোটি মুদ্রা সমভিব্যাহারে লইলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পিতামহের পরলোক হইয়াছে ও পিতৃব্য একাকী রাজ্য ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তখন পিতাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন তিনি প্রথমত আগ্রা অধিকার করিলেন এবং

বাঙ্গালা হইতে বার্ষিক রাজস্ব এক কোটী মুদ্রা দিল্লী যাইতে ছিল তাহা পথিমধ্যে আটক করিলেন অনন্তর আরঙ্গেবের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের সৈন্যেরা আগ্রার নিকটে জাজোর বিস্তৃত ভূমিতে যুদ্ধ করিল তাহাতে আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়িলেন ঐ বিজয়ী বেহাদর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ঐ দিনের বিজয় কেবল আজিম ওষাণের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহার পারিতোষিকস্বরূপে পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার তিন দেশের শুবাদার করিলেন এবং মুরসিদ কুলিখাঁকে বাঙ্গালায় নায়েব রাখিতে উপদেশ করিলেন রাজকুমার ভবিষ্যদ্বক্তার সন্তান সায়দ বংশীয় দুই বন্ধু দিগকে উচ্চ করিতে এই সময় পাইয়া সায়দ আবদুল্লা খাঁকে এলাহাবাদের ও সায়দ হস্নিন্ খাঁকে বেহারের শাসন কর্ত্তা করিলেন।

১৭১২ শালে বেহাদর সাহ্ পঞ্চবৎসর রাজত্ব করিয়া লাহোরে পঞ্চত্ব পাইলেন তাঁহার পুত্রেরা তৎকালে তাঁহার নিকটে তাঁবুতে প্রত্যেকে রাজ্যের নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন এবং সহমানে নিষ্পত্তি করিতে অশক্ত হইয়া যুদ্ধের দ্বারা এবিষয়ের সমাধা করিতে স্থির করিলেন যে যুদ্ধ হইল তাহাতে আজিম ওষাণ এক-পক্ষে অপরপক্ষে সকল ভ্রাতারা হইলেন ঐ যুদ্ধে

আজিম ওষাণ পরাজিত হইলেন এবং যে হস্তির উপরে তিনি আরূঢ় ছিলেন ঐ হস্তী এক কামানের গোলায় আহত হইয়া প্রভুর সহিত রাবী নদীতে মগ্ন হওয়াতে উভয়ের প্রাণ নষ্ট হইল। মোইশউদ্দিন আজিম ওষাণের একপুত্রকে নষ্ট করিয়া জেহান্দর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ণনার পুর্ব্বে দিল্লী সংক্রান্ত বিষয় সমাপ্ত করি।

১৭০৭ শালে যখন আজিম ওষাণ পিতার সহিত যুক্ত হইতে এতদ্দেশ পরিত্যাগ করেন তখন আপনার পুত্র ফরক্ষরকে অধিকৃতস্বরূপে বাঙ্গালায় রাখিয়া গিয়াছিলেন ঐরাজকমার পরবৎসরে মুরসিদাবাদে গিয়া রাজকীয় কর্ম্মে মনোযোগ না করিয়া শুবাদারের সহিত সৌহাৰ্দ্যপূর্ব্বক পঞ্চবৎসর বাস করিলেন পরে ১৭১২ শালে বেহাদর সাহ ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইলে ফরক্ষর দিল্লীর রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে মুরসিদ কুলিখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ঐনবাব তাহা অস্বীকার করিয়া সহজে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন ফরক্ষর পাটনায় উপস্থিত হইয়া এক সরাইতে রহিলেন তাঁহার পিতাহইতে উন্নতি পাইয়াছিলেন যে সায়দ হস্নিন আলি তৎকালে তিনি বেহারের শুবাদার ছিলেন ফরক্ষর

সেই পিতার পুত্র হইয়া তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন হস্নিন আলি জেহান্দর সাহের শক্তিতে ভীত হইয়া তাহা অস্বীকার করিলেন ফরক্ষর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার দর্শন দিতে প্রার্থনা করাতে তিনি তাহা অস্বীকার করিতে না পারিয়া এসরা-ইতে আসিলেন ফরক্ষর তাঁহাকে এক বিরলগৃহে লইয়া কহিলেন যে লাহোরের যুদ্ধের পরে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিনাপরাধে মারিয়াছেন অতএব মৃত্যু কিম্বা বন্ধন ব্যতিরেকে ঐ মহারাজ হইতে তাঁহার অন্যকোন আশা নাই। এইরূপে রাজ্যপ্রাপ্তির কারণ হাসিন আলির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা হস্নিনের মানস ফিরিল না ইতিমধ্যে ফর-ক্ষরের বালিকা কন্যা তিরস্করিণীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার পাদে পড়িল এবং পিতা ও তাঁহার পরিবারের প্রতি দয়া প্রার্থনা করিল এবং তাঁহার পিতামহের নিকটে যে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে কহিল। এবং অপর নিবেদন করিল যে তিনি ঐ ভাবিবক্তার সন্তান যাঁহার আজ্ঞা আছে যে কদাচ কৃতোপকার ভুলিবে না অতএব সে আ-জ্ঞায় কিরূপে মনোযোগ না করিবেন এই আবেদনকালে আজিম ওষাণের পত্নী বহির্গমন করিয়া বিনয় করিতে

লাগিলেন এবং যবনিকামধ্যে অপর রমণীরা উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হস্নিন আলি এই সকল মায়ারোধ করিতে অক্ষম হইয়া ফরক্ষরের প্রতি বদন করিয়া কহিলেন আমি জীবন পর্য্যন্ত তোমাকে দিতেপারি অতএব তোমার কর্ম্মে তাহা নিমগ্ন করিলাম। হস্নিন পরদিনে তাঁহাকে পাটনায় লইয়া হিন্দস্থানের মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন আলাহাবাদের শুবাদার সায়দ আবদুল্লা এ বিষয় শুনিয়া চমৎকারজ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার উপকারির পুত্র ফরক্ষরের পক্ষে সাহায্য করিতে স্থির করিলেন এইরূপে দুইভাই তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে সচেষ্টক হইলেন ইতিমধ্যে বাঙ্গালার বার্ষিক কর আলাহাবাদে উপস্থিত অওয়াতে সায়দ আবদুল্লা আটক করিলেন সায়দ ফরক্ষর রাজ্য প্রাপ্ত হইলে অনেক বৃদ্ধির সহিত দিতে স্বীকার করিয়া পাটনাস্থিত বণিক্লোক হইতে বহুধন ঋণ করিলেন এই উপায়দ্বারা তিনি বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং তথায় ঐরূপ নিয়মদ্বারা বণিক্লোক হইতে কিয়ৎ মুদ্রা লইলেন অনন্তর সৈন্য বৃদ্ধি করিতে২ আলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন তথায় আবদুল্লার সহিত মিলিত হইয়া দুইভ্রাতায় পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও একপ্রস্তুত গোলন্দাজ সংগ্রহ করিলেন পরে

১৭১৩ শালের জানুয়ারি মাসে জেহান্দর সাহের ও ফরক্ষরের সৈন্যেরা আগ্রার নিকটে যুদ্ধআরম্ভ করিল সমস্ত দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধের পর জেহান্দর সাহের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে কিঞ্চিৎ পরে তিনি স্বয়ং মারা পড়িলেন এবং ফরক্ষর সুতরাং সর্ব্বত্রে মহারাজরূপে বিদিত হইলেন মুরসিদ কুলিখাঁর সহিত যদি বিরোধ করিতে বিশিষ্ট হেতু ছিল তথাপি পূর্ব্ব প্রাপ্তকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলেন মুরসিদ পূর্ব্বগত তিন মহারাজের নিকটে যেরূপে বার্ষিক কর পাঠাইয়া ছিলেন ইহাঁর নিকটেও সেইরূপে পাঠাইলেন ॥

মুরসিদকুলিখাঁ সামুদ্রিক বাণিজ্য দ্বারা বাঙ্গালার অতি উন্নতি দেখিয়া মোগল দিগকে এবং আরবীয় দিগকে ঐ বাণিজ্য করিতে উৎসাহান্বিত করিলেন এবং ভিন্ন দেশীয় বিশেষত ইংরাজলোক দিগের কারখানা সুরক্ষিত দেখিয়া ঈর্ষান্বিত ছিলেন একারণ স্বশক্তিতে স্থিরতর হইবা মাত্রে ইংরাজেরা রাজ-কুমার সুজা হইতে ও মহারাজ আরঞ্জেব হইতে যে সকল সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি তাহা অমান্য করিয়া এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায় শুল্ক বা পুনঃ২ উপায়ন প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন এই আপত্তিতে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দুইজন প্রধান ভৃত্য ও এতদ্দেশীয় কুমন্ত্রণায় পটু আরমানিদেশীয়

খুজাসরহান্দ নামক একজন এবং তাঁহাদগের চিকিৎসক স্বরূপ উলিয়াম হামিলটন সাহেব এই চারি জনকে দিল্লীস্থ মহারাজের নিকটে দৌত্যকর্ম্ম করিতে প্রাঠাইলেন তাঁহারা যে সকল উপায়ন দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইলেন সে বহুমূল্য এবং দুর্লভ তাহার মূল্য প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা ছিল কিন্তু ঐ আরমানি দেশীয় মহাশয় দিল্লীতে সম্বাদ পাঠাই-লেন যে তাঁহারা দশলক্ষ টাকার দ্রব্য লইয়া চলিলেন তাহাতে তাঁহাদের যেযে দেশ দিয়া যাইতে হইবে তত্তৎস্থানের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি নিজ২ লোক দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরুদ্বেগে পাঠাইতে মহা-রাজ ফরক্ষর আজ্ঞা করিলেন। সায়দ বংশীয় যে দুই ভ্রুতা ফরক্ষরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া-ছিলেন তাঁহারা তৎকালে রাজসভায় অতি প্রধানপদ-স্থিত ছিলেন কিন্তু মহারাজ তাঁহাদিগ দ্বারা যাদৃশ উপকৃত হইয়াছেন তাদৃশ সম্ভ্রম করিতেন না রাজ সভায় খোজা হস্লিন্ নামক আর একজন মহা-রাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁহাকে মহারাজ খান দৌরান অর্থাৎ অর্থব্যয়ের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন ঐ দূতেরা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিয়মিত মন্ত্রিদিগের নিকটে নিবেদন না করিয়া ঐ মহা-শয়ের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলেন ॥

যখন ঐ দূতেরা বাঙ্গাল্লা ও পশ্চিম দেশ দিয়া অতি প্রাগল্ভ্যপূর্ব্বক গমন করিলেন তখন বাঙ্গালার শুবাদার তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন তাঁহাদের মানস ইংরাজ দিগকে তাঁহার কর্তৃত্ব হইতে মোচন করিবেন তিনি ইহা জানিয়া ঐ মানস বিফল করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং যদি এক দৈব ঘটনা না হইত তবে ঐ প্রতিজ্ঞা সফল করিতেন রাজপুত বংশীয় রাজা অজিত সিংহ নামক এক হিন্দুর কন্যাকে মহারাজ বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন ঐ কন্যাও দিল্লীতে আনীত হইল ইতিমধ্যে মহারাজের দৃঢ়তর পীড়া হইল কোন বৈদ্যেরা উপশম করিতে না পারাতে সুতরাং বিবাহ তৎকালে রহিত হইল পরে খোজা হুসিনের পরামর্শানুসারে ইংরাজি চিকিৎসক হামিলটন সাহেব আহুত হইয়া মহারাজকে সুস্থ করিলেন তাহাতে মহারাজ চিকিৎসকের ইচ্ছানুসারে পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিলেন ঐ মহাশয় বটন সাহেবের উত্তম রীতির অনুযায়ী হইয়া যে নিমিত্তে এই দূতেরা আগমন করিয়াছেন তাহাই মহারাজের নিকটে প্রার্থনা করিলেন মহারাজ তাহা করিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু বিবাহোৎসবে ছয়মাস যাপন হওয়াতে তন্মধ্যে তাহাদের নিবেদনপত্র শ্রুত হইল না। ইংরাজদিগের

প্রার্থনা ছিল যে কলিকাতাস্থিত অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রে যে২ দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহা এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা রোধ বা অনুসন্ধান না করেন এবং মুরসিদাবাদস্থিত মুদ্রালয়ে তিন দিন কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হইবে যেসকল এতদ্দেশীয় বা উইরোপীয় লোকেরা ইংরাজদিগের ঋণী আছেন তাঁহারা কলিকাতাস্থিত অধ্যক্ষের অধীনতায় আসিবেন এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিগে অষ্টত্রিংশৎ গ্রাম বা নগর ইংরাজেরা ক্রয় করিতে পারেন। মন্ত্রিরা এই সকল প্রার্থনায় প্রথমত অনেক আপত্তি করিলেন কিন্তু অবশেষে সকলি দত্ত হইল ইংরাজদিগের আগমন কালে তাঁহারা কথিত হইলেন যে ঐ সনন্দে কেবল উজির স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা পুনঃ২ প্রার্থনা করিলেন যে মহারাজ স্বাক্ষর করেন কিন্তু ঐ বিষয় নিষ্পত্তির কারণ তাঁহাদিগকে দুইবৎসর অপেক্ষা করিতে হইল এবং যদি সুরতস্থিত ইংরাজ দিগের অধ্যক্ষ তথাকার কারখানা ত্যাগ করিয়া বোম্বে পলায়ন না করিতেন তবে বোধ হয় ঐ সনন্দে মহারাজের মুদ্রা দুর্লভ হইত। মন্ত্রিরা ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুনর্ব্বার যদি ইংরাজেরা মোগলদিগের জাহাজ ও তীর্থযাত্রি দিগকে রোধ করেন একারণ ভীত হইয়া ত্বরায় সম্পন্ন করিলেন।

ঐ দূতেরা ১৭১৭ শালে সুসিদ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন মুরসিদকুলিখাঁ তাঁহাদের সুসিদ্ধিতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ইংরাজদিগকে যে অষ্টত্রিংশৎ গ্রামের অনুজ্ঞা দত্ত হইয়াছিল তাহা কলিকাতার দক্ষিণ নদীর উভয় তীরে পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত ছিল সুতরাং ইংরাজদিগের ঐ নদীর কর্তৃত্ব ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রভুত্ব হইতে পারে মুরসিদ ঐ সনন্দের অন্যবিষয় দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ভূমি বিষয়ে বাধা করিতে উদ্যত হইয়া সকল জমিদারকে লিখিলেন যে যদি তাঁহারা এক অঙ্গুলি ভূমি ইংরাজদিগকে প্রদান করেন তবে যথোচিত দণ্ডভাগী হইবেন এইরূপে সমুদায় আশা বিফল হইল কিন্তু অন্যান্য বিষয় যাহা প্রাপ্তহইল তাহাতেও বিস্তর উপকার হইল। দূতদিগের প্রত্যাগমনেরপর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় কলিকাতাস্থিত লোকেরা এক প্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন ঐ স্বাধীনতা স্থানান্তরস্থিত লোকেরা অজ্ঞাত ছিলেন চতুর্দিগ হইতে বণিকেরা তথায় আসিয়া বাসগৃহ ও দপ্তরখানা নির্মাণ করিলেন অবিলম্বে প্রায় তিন লক্ষ মোন জাহাজে বোঝাই হইল এইরূপে কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে চমৎকৃত বাণিজ্য স্থান হইল।

১৭১৮শালে দিল্লীস্থরাজসভাদ্বারা মুরসিদ কুলিখাঁ বেহার বাঙ্গালা ও উড়িস্যা এই তিন দেশের নাজিম

ও দেওয়ান কৃত হইলেন আকবরের অধিকারের পর মোগল রাজ্যমধ্যে এমত শক্তি কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত হন নাই। পরবৎসর হতভাগ্য ফরক্ষর কোন নিষ্ঠুরব্যক্তি দ্বারা মারাপড়াতে মহম্মদ সাহ মহারাজ হইলেন নূতন মহারাজের রাজ্যপ্রাপ্তিকালে যেরূপ করিতে হয় নাজিম তদনুরূপ উপায়ন ও বার্ষিক কর প্রেরণ করিয়া নিজকর্ম্মে দৃঢ়ীকৃত হইলেন।

তিনি অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাবাধায় বাঙ্গালা শাসন করিয়া রাজস্ব আদায় বিষয়ে উপযুক্তরূপে রীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তৎকর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল প্রাচীন জাইগিরদার ছিলেন তাঁহাদিগের অধিকাংশকে তিনি পদচ্যুত করিয়াছিলেন তিনি এ-তদ্দেশকে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুই চাকলা উড়িস্যার অন্তর্গত ছিল এবং পঞ্চ চাকলা গঙ্গার পশ্চিমভাগে অপর ছয় চাকলা পূর্ব্বভাগেছিল এই সকল বৃহৎ অংশমধ্যে ক্ষুদ্র২ জমিদারী ভাগ ছিল এই রূপক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিভাগের রাজস্ব আদায় করিতে জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দিনাজপুর নবদ্বীপ রাজসহাই প্রভৃতি স্থানের হিন্দু রাজা সকল তাঁহার দ্বরা কৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমত ভিন্ন২ চাকলার প্রদেশ হইতে রাজস্ব আদায় করিতে নিযক্ত ছিলেন পরে ক্রমে২

ধনবান্ ও শক্তিমান্ হইলেন অবশেষে ঐ অধিকার পৈতৃক বলিয়া ক্রমাগত হইল এইরূপে ১৭২৫ শালে রামজননামক এক ব্রাহ্মণের হস্তে রাজসহাই অর্পিত হইল প্রায় ঐসময়ে রামনাথনামক এক ক্ষুদ্র কিন্তু ক্ষমতাপন্ন জমিদারের নিকটে দিনাজপুর বিন্যস্ত হইল রঘুরামনামে এক ব্রাহ্মণের নিকটে নবদ্বীপ সমর্পিত হইল। বীরভূম ও বসন্তপূরে সেরূপ হইল না সের সাহের সহিত যে পাঠান বংশীয় মুসলমানেরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সন্তান এক জেনের হস্তে বীরভূম নিক্ষিপ্ত হইল তিনি সরকারে অতি অল্প রাজস্ব দিতেন কারণ তথাকার পাশ্চাত্য পর্ব্বতীয় দস্যুদিগকে নিবারণার্থে তাঁহার একপুস্তক সৈন্য রক্ষা করিতে হইল। বসন্তপূর ক্ষুদ্রপার্ব্বতময় ও ক্লেশজনক স্থান ছিল একারণ যে পরিবারে সহস্র বৎসর হইতে অধিক কাল পর্য্যন্ত তৎস্থান শাসন করিয়াছিল তাহাদিগের হস্তেই দত্ত হইল। নবাব প্রায় হিন্দুদিগকে রাজস্ব আদায় করিতে নিযুক্ত করিতেন কারণ তাঁহারা সুবোধ ও উত্তম হিসাবী ছিলেন।

এই সকল বিষয় জমিদারদিগের হস্তগত করিবার পূর্ব্বে তিনি নিজলোকদ্বারা উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেন এবং তাঁহাদিগের বিবরণদ্বারা করের পরি-

বর্ত্ত করাতে প্রায় একাদশ লক্ষমুদ্রা অধিক পাই-
লেন। ১৭২২ শালে তাঁহার রাজস্বের খাতাসমাপ্ত
হইল মোগলদিগের এতদ্দেশ জয়ের পর ঐ খাতা
তৃতীয় হইল এবং তাহাতে এককোটী দ্বিচত্বারিংশৎ
লক্ষ অষ্টাশীতি সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সমু-
দয় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশৎলক্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক
রাজকীয় কর্ম্মার্থে অর্থাৎ দেওয়ানী ফৌজদারী ও
জলস্থিত সৈন্যরক্ষা এই সকল বিষয়ে ব্যয় হইত
এবং যেস্থান হইতে এই ধন উৎপন্ন হইত তাহাকে
জাইগিরবলা যাইত। ব্যয়াবশিষ্ট বাঙ্গালার উৎপত্তি
১০৯৬০০০০ মুদ্রা ছিল এবং যে সকল স্থান হইতে এইঅর্থ
উৎপন্ন হইত তাহাকে খল্‌সাবলা যাইত। মুরসিদকুলি
খাঁ প্রতিবৎসর এইধন যথারূপে দিল্লীস্থ মহারাজের
ভাণ্ডারে প্রেরণ করিতেন অতএব যে কেহ মহারাজ
হউন তিনি এইতিন প্রদেশের শুবাদার ছিলেন।
সমুদায় নগদ টাকা নিয়মমতে বৎসর অতীত হইবা
মাত্রে দুইশত বা অধিক গো-শকটে নিবিষ্ট করিয়া
নবাব স্বয়ং ও মন্ত্রিরা মুরসিদাবাদ হইতে কিয়দ্দুর
পর্য্যন্ত রক্ষক দিগের সহিত যাইতেন পরে একজন
নায়েব কোষাধ্যক্ষের নিকটে অর্পিত হইত যিনি
তিনশত অশ্বারূঢ় ও পঞ্চশত পদাতিকের সহিত
দিল্লীতে লইয়া যাইতেন এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর ও

নয় মাস কালের মধ্যে তিনি যে প্রায় সার্দ্ধ ষোড়শ কোটীমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার লিখন অদ্যাপি আছে।

দেশরক্ষার্থে ও রাজস্ব আদায় করিতে যে সকল সৈন্য ছিল। তাহা দুইসহস্র অশ্বারূঢ় এবং চারিসহস্র পদাতিক হইতে অধিক নহে তাঁহার পূর্ব্বে নাজিম নিজ রক্ষার্থে তিন সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য রাখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া বৎসরে দশ লক্ষ মুদ্রা রক্ষা করিলেন তিনি সমুদায় হিসাব আপনি দেখিতেন কোন জনক এবিষয়ে বিশ্বাস করিতেন না। রাজস্বের আদায়ে তিনি অতি কঠিন ছিলেন ঐসকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাজ্যাংশে যে সকল জমিদারেরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা কেহ এক টাকা বাকী রাখিতে সমর্থ হইতেন না তাঁহার শক্তিতে সকলে এমত ভীত ছিল যে একবার সম্বাদ দিবামাত্রে সমুদায় বকেয়া আদায় হইত যদি কোন হিন্দুলোকেরা শঠতা করিত তিনি তাঁহাদিগকে সপরিবারে মুসলমান করিতেন এবং রাজস্ব আদায় করিতে যেসকল ভৃত্যেরা নিযুক্ত ছিল তাহারা প্রজারপ্রতি অতিশয় ক্রূরতা প্রকাশ করিত কিন্তু এবিষয় তাঁহার জ্ঞান পূর্ব্বক ছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ হয় যে জমিদার দিগের বকেয়া থাকিত তাহাদিগের প্রতি নাজির

অহম্মদনামক একব্যক্তি নানাপ্রকার ক্লেশ জনক কর্ম্ম করিতেন কিন্তু ক্রূরতা বিষয়ে নবাবের দৌহিত্রী পতি সায়দরেজাখাঁ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন তিনি রাজস্বের আদায় কারণ এক পুষ্করিণী খনন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র ও নানাপ্রকার অতিদুর্গন্ধ দ্রব্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন যে জমিদারদিগের কর বাকী থাকিত তাঁহাদের গলায় রজ্জু দিয়া ঐস্থান মধ্যে টানাটানী করিতে আজ্ঞা করিতেন এবং ঐ মহাশয় পরিহাস পূর্ব্বক তৎস্থানকে বৈকুণ্ঠ কহিতেন।

মুরসিদকুলিখাঁ সপ্তাহে দুইদিন বিচার করিতেন তাঁহার বিচার এমত পক্ষপাত বিহীন ছিল যে হিন্দুস্থান মধ্যে সুখ্যাত হইল তিনি একমাত্র স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কদাচ পুরীমধ্যে ষণ্ড রাখেন নাই তিনি সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ নিবারণে সযত্ন ছিলেন একারণ কদাচ ধান্যাদি স্থানান্তর করিতে দিতেন না স্বয়ং মুসলমান শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন এবং বিদ্বান্ লোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন তাঁহার স্বভাব সর্ব্বলোকের প্রতি দানশীল ছিল এবং তাঁহার ব্যবহার শঠতাশূন্য ছিল তিনি অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন কদাচ সুভোগে রত হইতেন না কেবল তাঁহার জীবন বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে নিমগ্নছিল ॥

১৭২৪ শালে জীবনের শেষাবস্থা বুঝিয়া অতি

সুদৃশ্যরূপে নিজ গোরস্থান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি যে পদ স্বয়ং ভোগ করিলেন ঐপদে নিজ দৌহিত্র সর্ফরাজখাঁকে স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টাকরিলেন কিন্তু ঐ বালকের পিতা সুজাউদ্দিনখাঁ যিনি তৎকালে উড়িস্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন স্বয়ং শুবাদারী প্রাপ্ত হইতে শ্বশুরের চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যোগ করিলেন তাহাতে তাঁহার পরমবন্ধু দিল্লী-স্থিত একপ্রধান মন্ত্রী মুরসিদকুলিখাঁর পরলোক হইলে তৎকর্ম্ম তাঁহাকে দিতে মহারাজের আজ্ঞা করাইয়া তাঁহার যত্ন সফল করিলেন। মুরসিদকুলি-খাঁ পরবৎসরে ই°১৭২৫ শালে লোকান্তর গত হইলেন তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অষ্টাদশবৎসর তাঁহার উপরি কর্ত্তৃত্বকরিবার লোক ছিল না। সুজাউদ্দিন নবাবের শারীরিক কুশলসম্বাদ প্রতিদিন প্রাপ্ত হইবার কারণ মুরসিদাবাদে দূত স্থাপন করিয়াছিলেন যখন শুনিলেন তাঁহার ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার আর সম্ভাবনা নাই তৎকালে তিনি মুরসিদাবাদে আসিতে যাত্রাকরিলেন এবং পথিমধ্যে নবাবের মৃত্যু সম্বাদ ও মহারাজ হইতে তৎকর্ম্মে নিয়োগ পত্র পাইয়া ত্বরাপূর্ব্বক মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র ঐ গদী অধি-কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কিন্তু যখন ঐ

বালক জানিলেন যে তাঁহার পিতা দিল্লীস্থ রাজসভার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন সুজা উদ্দিন সুতরাং ১৭২৫ শালে বাঙ্গালার নাজিম ও দেওয়ান হইলেন। মুরসিদ কুলিখাঁ যদিও ইংরাজদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ও তাঁহা দিগের বাঞ্ছার ব্যাঘাত সর্ব্বদা করিতেন তথাপি তাঁহারা কোর্টআব ডিরেকটরের প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাদ্বারা বোধহইতেছে যে তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুতে অতি দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সুজাউদ্দিন তুরকীয় খোরাসান বংশোদ্ভব ছিলেন তাঁহার জন্ম ভূমি দেকান দেশান্তর্গত বুরহান্ পুরছিল তিনি বাল্যকালে মুরসিদ কুলিখাঁর সহিত সৌহার্দ্য করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন যখন মুরসিদ বাঙ্গালার দেওয়ান হইলেন তখন জামতাকে উড়িস্যায় নায়েব পাঠাইলেন অনন্তর মিরজা মুরসিদ নামক এক জন সুজার কুটুম্ব হাজি আহম্মদ ও মিরজা মহাম্মদ আলি এই দুই পুত্রকে সুজার নিকটে রাখিলেন তাঁহারা দুই ভ্রাতা বিশেষত মিরজামহম্মদআলি বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে অতি সুখ্যাত হইলেন ঐ ব্যক্তি মুরসিদ কুলি খাঁর মৃত্যুর পরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত আলি বর্দ্দি খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া রাজকীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

তাঁহারা দুই ভ্রাতা সরকারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বকীয় ক্ষমতাপ্রযুক্ত সুজার নিয়ম সকল সর্ব্বজন মনোনীত করিতেন।

মোগল রাজ্যের নিয়ম ছিল যে সরকারের যে কোন লোক যাবদ্ধন সঞ্চয় করিবেন তাঁহার মৃত্যু হইলে সমুদায় মহারাজগামি হইবে অতএব সুজা মৃতশুবাদার তাঁহার শ্বশুর যাবৎসম্পত্তি রাখিয়া ছিলেন সমুদায় গ্রহণকরিয়া একষষ্টি লক্ষমুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন বোধ হয় তত্তুল্যধন আপনিও রাখিলেন এইবৃহৎ উপায়নদ্বারা মহারাজ তাঁহার শুবাদারী কর্ম্ম দৃঢ়তর করিলেন কিন্তু বেহারদেশে অপর একজন শুবাদার করিলেন। সুজা নিজপুত্র সর্ফরাজখাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান করিলেন এবং রায় আলমচাঁদনামক একহিন্দুকে রায়রায়ান উপাধি দিয়া তাঁহার নায়েব করিলেন অনন্তর সমুদায় আবশ্যক কার্য্য বিবেচনা করিবার কারণ এক সভা স্থাপন করিলেন তাহাতে হাজিআহম্মদ মিরজা মহাম্মদ আলি আলমচাঁদ এবং মহারাজের বণিক্ জগৎ সেট এই কয়েক জন ছিলেন। তিনি দয়াপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে আরাম্ভকরিলেন তাঁহার পূর্ব্বগত শুবাদার যে সকল জমিদার দিগকে বাকীপ্রযুক্ত বদ্ধ রাখিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন। এইরূপ নম্র

স্বভাব থাকিলেও তিনি প্রথম বৎসরে বাঙ্গালার ও উড়িস্যার রাজস্বহইতে এককোটী অষ্টাধিক চত্বারিংশৎ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলেন কিন্তু উহার মধ্যে তাঁহার শ্বশুরের ধন অবশ্যই ছিল।

মুর্সিদের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৭২৬ শালে বিচারার্থে মাদ্রাজে যে রূপ নগরাধ্যক্ষের বিচারস্থান ছিল সেই রূপ কলিকাতায় হইল তাহাতে ইংরাজ জাতীয় একজন নগরাধ্যক্ষ ও কতিপয় মণ্ডল ছিলেন। যৎকালে ঐ রূপ ধর্ম্মাধিকরণ মাদ্রাজে স্থাপিত হয় তৎকালে কোর্ট আব ডিরেকটর দিগের ইচ্ছা ছিল যে কতিপয় তদ্দেশীয় ও পোর্ত্তুগিস এবং আরমেনিয়ানেরা তাহাতে নিযুক্ত থাকেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ কর্ম্ম অস্বীকার করিলেন। এবং কলিকাতাস্থ ঐ অধিকরণের বিষয়ে তাঁহারা যে২ উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আজ্ঞা করিলেন যে উহার আড়ম্বরী সহজ রূপে সংক্ষিপ্ত হইবে নতুবা অধিক বিলম্ব হইলে যথার্থ বিচারেও ঘৃণা হইবে॥

সুজাউদ্দিন মুরসিদের ন্যায় পরিমিতাচার ত্যাগ করিলেন তিনি অতি আড়ম্বরীতে ও সুভোগে রত ছিলেন মুরসিদ কুলিখাঁর পুরী অতিক্ষুদ্র বোধ করিয়া তিনি এক নূতন উজ্জল পুরী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তুল্যরূপে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য পঞ্চ সহস্র হইতে পঞ্চ

বিংশতি সহস্র করিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহার শাসন প্রথমত এমত বিবেচনাপূর্ব্বক ও ধীর ছিল যে সকল লোক কহিতেন যে তাঁহার সৌভাগ্য উপযুক্ত বটে।

তাঁহার পদপ্রাপ্তির দুই বৎসর পরে বেহারের শুবাদার দোষী হওয়াতে পদচ্যুত হইলেন এবং ঐ শুবা পুনর্ব্বার বাঙ্গালার সহিত মিলিত হইল সুজা উদ্দিন নিজপুত্র সর্ফরাজ খাঁকে ঐ শুবায় নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকার করাতে মিরজা মহাম্মদ আলি তথায় প্রেরিত হইলেন আলিবর্দ্দিখাঁ নামে তিনি সুবিদিত ছিলেন এবং তৎ সভায় তাঁহার তুল্য ক্ষমতাপন্ন জন কেহ ছিলেন না তিনি তদবধি ১৭৪০ শাল পর্য্যন্ত একাদশ বৎসর ক্রমিক বেহার শাসন করিলেন। প্রথমত পাটনায় আসিয়া দেখিলেন রাজকীয় কর্ম্ম সকলি নিয়ম শূন্য হইয়াছে জমিদারেরা অবাধ্য হইয়াছেন ও চতুর্দ্দিগে দস্যুরা দেশ লুটকরিতেছে অত এব অতিসাহসী আবদুল করিমখাঁর অধীনে এক প্রস্তুত পাঠান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন পরে তাহাদের সাহায্য দ্বারা ও যে সৈন্য তিনি আনিয়াছিলেন তাহাদের সাহায্য দ্বারা দেশের সুনিয়ম করিলেন তিনি জমিদার দিগ হইতে অধিক মুদ্রা আদায় করিয়া সৈন্য বৃদ্ধি করিলেন পরে যখন সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা সিদ্ধি হইল

তখন আবদুল করিমখাঁর অতিশয় অহঙ্কার হওয়াতে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন এবং কথিত আছে যে এই কর্ম্মদ্বারা অবাধ্য ব্যক্তিরা ভীত হওয়াতে তাঁহার শক্তি দৃঢ়তর হইল।

প্রায় এই সময়ে আষ্ট্রিয়ার মধ্যস্থ নিদরলণ্ড নিবাসি কতিপয় বণিক্ লোকেরা পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আস্তেন্দদেশে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনাকরিতে জর্মনিস্থিত মহারাজ হইতে আজ্ঞা পাইলেন তাঁহারা বাঙ্গালায় অনেক জাহাজ প্রেরণ করিয়া বহুলাভজনক বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা হিংসক হইয়া এতদ্দেশ হইতে তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টায় রত হইলেন ঐ নূতন বণিকেরা চন্দ্রনগরের বিপরীত পারে বাঁকী বাজার নামক এক স্থানে দুর্গ করিলেন পরে ১৭৩৩ শালে তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইলেন এবং তাঁহাদের দুর্গ ভগ্ন হইয়া সমভূমি হইল।

সুজাউদ্দিন মুরসিদ কুলিনামক জামাতাকে ঢাকা অঞ্চলের নায়েব নাজিম করিলেন তিনিও মীরহুবীব নামক একজনকে নিজ দেওয়ান করিলেন ঐজন পারসীকের অন্তর্গত সেরাজ দেশে জাত এবং হুগলিতে দালালীকর্ম্ম করিতেন তিনি লিখিতে বা পড়িতে

জানিতেন না কিন্তু উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন যখন তিনি ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে ত্রিপুরার স্বাধীন রাজার ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত বিরোধ করিয়া একজন মুসলমান জমীদারের নিকটে আশ্রয় লইলেন ঐ জমিদার তাঁহাকে মীরহবীরের নিকটে সোপরোধ করিলেন তাহাতে দেওয়ান ত্রিপুরা জয় করিতে উত্তম অবসর বুঝিয়া এক প্রস্তুত সৈন্যের সহিত ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া রাজা সতর্ক হইবার পূর্ব্বে ঐদেশে প্রবেশ করিলেন রাজা সুতরাং পর্ব্বত মধ্যে পলায়ন করিলেন মীরহবীব তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে ঐসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া তথাকার রাজস্বের অধিকাংশ বাঙ্গালার শুবাদারকে দিতে প্রবৃত্ত করিলেন ঐরাজ্য অতিপূর্ব্বকালাবধি স্বাধীন হইয়াছিল কিন্তু তদবধি মুসলমান রাজ্যে যুক্ত হইল পর বৎসর মুরসিদকুলি উড়িস্যার নায়েব শুবাদার হইয়া মীরহবীব দেওয়ানকে সমভিব্যাহারে লইলেন তাঁহার নিয়মদ্বারা তদ্দেশের ব্যয় হ্রাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি হইল এতৎ পূর্ব্বশুবাদারের অধিকার কালে ক্ষুরদার রাজার অপকার করাতে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহ লইয়া উড়িস্যার সীমা চিল্ক দীঘী পারে গিয়াছিলেন তাহাতে তীর্থ যাত্রিকেরা যে প্রায় নয় লক্ষমুদ্রা কর দিতেন তাহা রহিত হওয়াতে রাজস্বের ন্যূনতা হইল মুরসিদকুলি

ও তাঁহার দেওয়ান প্রথমতঃ উড়িস্যায় গিয়া রাজা হইতে ঐ বিগ্রহ আনিয়া পুরীতে স্থাপন করিলেন তাহাতে তীর্থ যাত্রিকেরা পূর্ব্ববৎ তথায় আসাতে ঐ কর উৎপন্ন হইল।

মুরসিদ কুলির উড়িস্যায় পরিবর্ত্তকালে সুজাউদ্দিন তাঁহার পুত্র সরফরাজখাঁকে গালিবআলি নাম দিয়া ঢাকার নায়েব করিলেন এবং জসবন্তরায়কে তদ্দেশের দেওয়ান করিলেন ঐ ক্ষমতাপন্ন মহাশয় পূর্ব্ব নাজিম মুরসিদকুলিখাঁর নিকটে থাকিয়া তত্তুল্য দয়ালু দানশীল ও কর্ম্মে মনোযোগী হইয়াছিলেন তিনি সকল দোষ নিবারণ করিলেন এবং তাঁহার নৈপুণ্য দ্বারা ঐ দেশ ধনযুক্ত ও উজ্জ্বল হইল এবং অপক্ষপাতে বিচার হওয়াতে জসবন্তরায়ের ও তাঁহার প্রভুর চরিত্র সমুদায় দেশে সুখ্যাত হইল। ইহাপূর্ব্বে উক্ত আছে যে যখন সাইস্তখাঁ ঢাকায় থাকিয়া বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন তৎকালে ঢাকায় অষ্টমন চাউল করিয়া চিরস্মরণার্থে নগরে দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে এতদপেক্ষা চাউলের ন্যূনমুল্য না করিয়া কোন ব্যাক্তি দ্বার খুলিবে না। জসবন্ত রায় তাহা করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতি ঐ দ্বার খুলিতে আজ্ঞাকরিলেন। অনন্তর শুবাদার সুজা উদ্দিন বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কর্ম্মে অধিক মনোযোগদিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার

পুত্র সরফরাজ অধিক মনোযোগ করিতে লাগিলেন তিনি অধিক বিবেচনা না করিয়া গালিব আলিকে ঢাকা-হইতে আহ্বান করিয়া মরদআলি নামে এক জন বালক কুটম্বকে তৎকর্ম্মে প্রেরণ করিলেন ঐ মরদআলি রাজ বল্লভকে সহিত লইয়া নিজ পেসকার করিলেন তাঁহারা অতিশয় দৌরাত্ম্য করাতে জসবন্তরায় ঘৃণা পূর্ব্বক তৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মরসিদাবাদে আসিলেন। মরদ আলির ও রাজবল্লভের দমনাভাব হওয়াতে তাঁহারা নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া দেশের দুর্দ্দশা করিলেন॥

সুজাউদ্দিনের রাজ্যকালে ভিন্নদেশীয়েরা অর্থাৎ ইংরাজ ফরাসি ও ওলন্দাজেরা নির্ব্বিরোধে বহুধন উপার্জ্জন করিলেন তাঁহারা মহারাজ হইতে ও পূর্ব্ব গত শুবাদার হইতে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি তাহাতে কোনবাধা করেন নাই কেবল এক বিবাদ ঘটিয়াছিল যে হুগলির ফৌজদার ইংরাজ দিগের একখান রেসমের নৌকা আটক করাতে তাঁহারা কিয়ৎ পদাতিক প্রেরণ করিয়া তাহা উদ্ধার করিলেন এই বিষয় শুবাদারের নিকটে মহৎ অপকার বলিয়া নিবেদন করাতে কলিকাতায় ও অন্যান্য কারখানায় এতদ্দেশীয় যে সকল লোকেরা খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিত তিনি তাহাদিগকে তৎকর্ম্মে নিষেধ করিলেন ইংরাজদিগের সতরাং

অধিক মুদ্রা দান করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিতে হইল। ঐ সময়ে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অতিশয় বৃদ্ধিহইল কিন্তু উত্তমরূপে নির্বাহ না করাতে বৎসরে শতকরা অষ্ট মুদ্রা লভ্য হইল কিন্তু ওলন্দাজ দিগের শতকরা পঞ্চবিংশতি মুদ্রা লভ্য হইল কোম্পানির অধ্যক্ষেরা নিজ২ বাণিজ্যে এমত রত ছিলেন যে তাঁহাদের প্রভুর লভ্য বিষয়ে কিঞ্চন্মাত্র মনোযোগ করিতে পারিতেন না কলিকাতাস্থিত প্রধান অধ্যক্ষদিগের মাসিক বেতন তিনশত টাকার অধিক ছিল না কিন্তু তথাপি তাঁহারা অতিশয় সুভোগে নিরত ছিলেন তাঁহাদের নিজ বাণিজ্যের লভ্য হইতে ঐবিষয়ের নিষ্পত্তি হইত সর্ব্বপ্রধান ও অনেক তাঁহার অধীন ব্যক্তিরাও ছয়অশ্বের শকটে আরোহণ করিতেন এবং তাঁহাদের ভোজন কালে নানাবিধ বাদ্য হইত অতএব কোর্ট আবডিরেকটর দিগের ঐসকল ভৃত্য দিগের প্রতি তদবস্থায় থাকাপ্রযুক্ত তিরস্কার করিয়া লিখিতে হইল। ১৭৩০ শালহইতে ১৭৪২ শালপর্য্যন্ত চন্দননগরে ফরাসি দিগের কারখানার অধ্যক্ষ ডপলি-কস ছিলেন পূর্ব্বগত অধ্যক্ষ সকল অপেক্ষা তিনি অতিশয় বিষয় বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন ঐঅধ্যক্ষতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং মহৎ বণিক্ ছিলেন এবং আপনার সাহসদ্বারা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রায়

দ্বাদশ নিজ জাহাজ দ্বারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাণিজ্য করিতেন তাঁহার অধ্যক্ষতা কালে চন্দ্র নগরে দুই সহস্র ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হয় এবং বাঙ্গালায় ফরাসিদিগের অতিশয় প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয় ॥

১৭৩৭ শালের ১১ আকটোবর রাত্রিকালে ভাগীরথীর মুখ অঞ্চলে অতিশয় ঝড় হয় নদীর শতক্রোশ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ অনুভব হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকদিগের অসম্ভব ক্লেশ ভোগ করিতে হইল এবং তৎকালে দৃঢ়তর ভূকম্প হইবাতে ঐ নগরের অপরিমিত হানি হইল দুইশত গৃহ নষ্ট হইয়াছিল ও অতি চমৎকৃতগিরিজার চূড়া ভগ্ন না হইয়া ভূমিমধ্যে মগ্ন হইল। জাহাজ সুলুপ ও নৌকা সমুদায়ে প্রায় বিংশতি সহস্র নষ্ট হইল নদীস্থিত নয়খান ইংরাজদিগের জাহাজের মধ্যে অষ্টখান নাবিক লোকের সহিত নষ্ট হইল দুইসহস্রমনি নৌকা সকল বৃক্ষোপরি উৎক্ষিপ্ত হইল এবং নদী হইতে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত দূরে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রায় তিন লক্ষ প্রাণী নষ্ট হইল নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ষড়বিংশতি হস্ত উচ্চ হইয়াছিল এই দুঃখভোগানন্তর পরবৎসরে তদনুরূপ দুর্ভিক্ষ হইল তাহাতে কলিকাতাস্থিত শাসনকর্ত্তা অতি উদ্যুক্ত হইয়া এতদ্দেশীয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অনেক সাহায্য করিলেন তাহাদের রাজস্ব ক্ষমা করিলেন ভাবিকর্ম্মের

আশায় অগ্রে ধন প্রদান করিলেন চাউলের মাসুল নিবৃত্ত করিলেন এবং সরকারি ধন হইতে অনেক খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া দীনদিগকে বিতরণ করিলেন।

সুজাউদ্দিন চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন ঐ কাল অতিসৌভাগ্য যুক্ত ছিল তিনি যথার্থ বিচার ও দয়া ও দাতৃত্বের মূর্ত্তি স্বরূপে বর্ণিত আছেন। যে সকল ব্যক্তিদিগের অপকার করিয়াছেন এমত বুঝিলেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদিগহইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন তিনি নিয়মানুসারে এক কোটি হইতেও অধিক মুদ্রা দিল্লীতে পাঠাইতেন একারণ কর্ম্মে স্থিরতর ছিলেন তিনি আপনার শেষাবস্থা দেখিয়া নিজপুত্র সরফরাজ খাঁকে আহ্বান করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি হাজি আহম্মদ ও জগত্সেট ও রায়রায়ান এই কয়েক ব্যক্তির পরামর্শ শুনিবেন। অনন্তর রাজত্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। মোগল দিগের এতদ্দেশ জয়ের পর প্রথমত ঐ শুবাদার নিজ উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন ঐ সময়ে পারসীকদেশীয় নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করাতে সমুদায় মোগল রাজ্য স্বমূলে কম্পিত হইল অতএব মহারাজ গৃহকর্ম্মে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া দূর দেশীয় কর্ম্মে মনোযোগ করিতে অক্ষম হইলেন ১৭৩৯ শালে সুজাউদ্দিন লোকান্তর গতহইলেন॥

সরফরাজখাঁ বিনা বাধায় সিংহাসনে উপবিষ্ট

হইয়া স্বপদের দৃঢ়তা প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন তৎকালে নাদিরসাহ ঐ হতভাগ্য নগর জয়করিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব প্রার্থনায় বাঙ্গালাতে পত্র পাঠাইলেন সরফরাজখাঁ সুজাউদ্দিনের নামের পত্র পাইয়া রাজকর পাঠাইলেন ও ঐ বিজয়ির নামে মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আজ্ঞাকরিলেন তাঁহার পিতা যে রায় আলমচাঁদ ও জগৎ সেট ওহাজি আহম্মদ এই মন্ত্রিদিগকে সোপরোধ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের রাখিয়া ছিলেন কিন্তু স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম অপেক্ষা সাধনায় অধিক রত ছিলেন হাজি আহাম্মদের ভ্রাতা আলিবর্দ্দিখাঁ তৎকালে বেহারের শুবাদার ছিলেন এবং এ তিন দেশে তাঁহার তুল্য শক্তিমান্ লোক কেহ ছিল না দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বাঙ্গালার শুবাদার হাজি আহ-ম্মদের পরিবারের বিদ্বেষী তিন চারি ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিলেন তাঁহারা তৎপরিবারের বিদ্রোহার্থে কুমন্ত্রণাদ্বারা প্রভুকে ক্রুদ্ধ করিলেন পরে ঐ শুবাদারের ব্যবহারদ্বারা আলি বর্দ্দি ও তাঁহার পরিবারেরা স্পষ্ট রূপে দেখিলেন যে তাঁহারা আর তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হই-বেন না অনন্তর সরফরাজখাঁ অবিলম্বে হাজিকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করাতে তিনি নিয়মপূর্ব্বক পাটনায় ভ্রাতার নিকটে সমুদায় সম্বাদ পাঠাইলেন এবং জগৎ-সেটও তাঁহাহইতে স্বতন্ত্র হইলেন কারণ সরফরাজখাঁ

কামুকতা প্রযুক্ত একদিন জগৎসেটের পরম সুন্দরী পুত্র বধূকে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এইরূপে ঐ পরাক্রমশালি পরিবারের সকলেই তাঁহার রাজত্বের বিপক্ষ হইলেন এবং তৎকালেই তিনি হাজিআহম্মদের পরিবারমধ্যে এক বিবাহ ভঙ্গ করিয়া ঐ কন্যাকে নিজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলেন অনন্তর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র হইল আলিবর্দ্দিখাঁ দেখিলেন যে যাবৎ সরফরাজখাঁ রাজত্ব করিবেন তাবৎ তাঁহার পরিবারের পক্ষে রক্ষা নাই অতএব তৎপদ স্বয়ং প্রাপ্তহইবার কারণ দিল্লীতে সুযোগ করিতে লাগিলেন তিনি সরফরাজখাঁর সমুদায় সম্পত্তি ও বার্ষিক কর হইতে অধিক কোটি মুদ্রা প্রেরণ করিতে স্বীকার করিলেন নাদিরসাহ ভারতবর্ষ হইতে গমন করিলে দশমাস পরে তথা সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর ত্রয়োদশ মাস পরে তিনি মহারাজ হইতে সনন্দ পাইলেন পরে ভোজপুরে যুদ্ধস্থলে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন অনন্তর পদাতিকেরা কিয়দ্দূর গমন করিলে তিনি সেনাপতিদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া মুসলমানদিগকে কোরাণস্পার্শ পূর্ব্বক ও হিন্দু দিগকে গঙ্গাজল স্পার্শ পূর্ব্বক শপথ করাইলেন যে তাঁহারা অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ধনেপ্রাণে তাঁহার পক্ষে থাকিবেন এইরূপ দিব্য নিষ্পন্ন হইলে তিনি কহিলেন যে

তাঁহার পরিবারের প্রতি যে অপকার কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যপকারার্থে তিনি মুরসিদাবাদে গমন করিবেন তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে বাঙ্গালায় গমন করিতে আজ্ঞা হইল আলি বর্দ্দি তৎসময়ে শুবাদারের নিকটে পত্র পাঠাইলেন যে তাঁহার পরিবার যে কয়েক জনের অপমান হইয়াছে তাঁহাদের স্থানান্তর করিতে তিনি আসিতেছেন কিন্তু তথাপি তাঁহার আজ্ঞাবহ প্রজাই আছেন আলিবর্দ্দি তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিতেছেন এই সম্বাদ শুনিয়া সরফরাজ চমৎকৃত হইলেন এবং অতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্যেরা একত্র হইয়া রাজধানী হইতে অনতিদূর জরিয়াতে যাত্রাকরিল তাঁহার বিপক্ষ যত অগ্রসর হইতেছিলেন তত পুনঃ২ লিখিতেলাগিলেন যে যদি তিনি চারিপাঁচ প্রিয়লোক ত্যাগকরেন তবে তিনি তাঁহার অতিবশীভূত প্রজা থাকিবেন কিন্তু যখন অস্ত্রধারি প্রজার আজ্ঞা রাজাকে শুনিতে হয় তখন রাজ্য ত্যাগ করিতে হয় যদি তাঁহার নূতন বন্ধুরা মৃত্যুভয়ে বিপরীত পরামর্শ না দিতেন তবে সরফরাজ এমত দুর্ব্বল ছিলেন যে তিনি ঐ বিদ্রোহাচারির আজ্ঞা শুনিতেন অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রে এক ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন দৈবাৎ এক বন্দুকের গুলিদ্বারা সরফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়াতে তাঁহার সৈন্যেরা

পলায়ন করিল আলিবর্দ্দি ক্রমে২ মুরসিদাবাদে আসিয়া তাঁহার পরমোপকারির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ঐজরিয়ার যুদ্ধ ১৭৪১ শালে জানুয়ারিমাসে হইয়াছিল ।।

অষ্টমঅধ্যায় ।

আলিবর্দ্দিখাঁ যখন বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যা এই তিনদেশের শুবাদার হইলেন তখন পঞ্চ ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক ছিলেন তিনি মহারাজের সনন্দদ্বারা বাঙ্গালার রাজত্ব পাইলেন ইহা কেবল নামমাত্র কিন্তু নিজ অস্ত্রবলদ্বারা যথার্থরূপে পাইলেন। নদিরসাহের আক্রমণদ্বারা মহারাজ্য এমত নষ্ট হইয়াছিল যে তৎকালে দিল্লীস্থ সিংহাসনে ছিলেন যে দুর্ব্বল মহাম্মদ সাহ তিনি যদি অপর শুবাদার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেন তথাপি তাঁহার সেরূপ করিতে উপায় ছিল না সে যাহা হউক বাঙ্গালার পরম সৌভাগ্য ছিল যে এমত দক্ষ মনুষ্য সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন তিনি যুদ্ধ ও সন্ধি এই উভয়রাজকর্ম্মে বিংশতি বর্ষ অপেক্ষা অধিক কাল নিযুক্তছিলেন এবং মন্ত্রণায় ও যুদ্ধশক্তিতে তুল্যরূপে পারগ ছিলেন আমরা এক্ষণে যেসকল দুঃখদায়ক সময়ের বর্ণনা করিব তাহাতে তদ্রূপ মনুষ্যেরি আবশ্যক হয়।

তিনি মুরসিদাবাদে আসিয়া সরফরাজখাঁর পরিবার ও অনুগত লোকদিগকে প্রাণে আঘাত নাকরিয়া অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। মরসিদকুলিখাঁ

বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মরণোত্তর মুদ্রা রত্ন ও অপর অস্থাবর ধন মহারাজ গ্রহণ করিবেন একারণ নিজ পরিবারের উপকারার্থে কিয়ৎ স্থাবর ক্রয় করিয়া স্বনামে লিখিয়া রাখিলেন তাঁহার মরণোত্তর যখন যাবৎ সম্পত্তি দিল্লীতে প্রেরিত হইল তখন ঐ সকল স্থাবর তাঁহার জামাতার অধিকারে ছিল তাঁহার লোকান্তর হইলে তৎপত্নী সরফরাজের মাতা প্রাপ্ত হইলেন আলিবর্দ্দি ঐ ধনে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এমত সম্ভ্রম করিতেন যে কদাচ অনুজ্ঞাব্যতিরেকে তাঁহার সম্মুখে বসিতেন না এইরূপ সুবোধপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া শত্রু দিগের সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। এবং যে এক কোটি মুদ্রা দিল্লীতে পাঠাইতে স্বীকার করিয়াছিলেন তৎসমেত কিয়ৎ উপায়ন ও সরফরাজখাঁর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রেরণ করিলেন এইরূপে মহারাজকে স্বপক্ষে রাখিলেন তাঁহার নিজ পুত্র ছিল না নিজ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত তিন দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ নয়াইস মহাম্মদ ঢাকার অধ্যক্ষ হইলেন ও কনিষ্ঠ জিনউদ্দিন বেহারের শুবাদার হইলেন তাঁহার পুত্রকে আলিবর্দ্দি নিজ উত্তরাধিকারিত্ব রূপে পোষ্যপত্র করিয়া সেরাজ উদ্দৌলা

নাম দিলেন এবং মধ্যমকে উড়িস্যা জয় হইলে তথা-কার সুবাদারী দিতে স্বীকার করিলেন ।

সুজাউদ্দিন তাঁহার জামাতা মুরসিদকুলির হস্তে উড়িস্যা নিংক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত মীরহবীব নামক দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আলিবর্দ্দির পরম সৌভাগ্য হওয়াতে অধীন হইতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা ও সাহসী জামাতা বাখর আলি বিপরীত পরামর্শ দিলেন তাঁহারা সরফরাজের মৃত্যু-জন্য প্রত্যপকার করিতে ও বহুধনযুক্ত বাঙ্গালা প্রাপ্তি-কারণ চেষ্টা করিতে অতিশয় অনুরোধ করিলেন তিনি তদনুসারে যে সন্ধি স্থির হইয়াছিল তাহা ভগ্ন করিলেন আলিবর্দ্দি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে উড়িস্যা ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে মুরসিদ সকল সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা তাঁহার পক্ষে থাকিবেন কি না প্রধান সেনাপতি আবেদ আলি কহিলেন যে তিনি তাহা-দিগের প্রভু ভক্ততায় বিশ্বাস করিতে পারেন অনন্তর সৈন্য সকল বাঙ্গালায় যাত্রাকরিয়া বালেশ্বর উত্তীর্ণ হইল এবং অতি দুর্ভেদ্য স্থান দেখিয়া শিবির করিল তদনন্তর আলিবর্দ্দি বার সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন যদি মুরসিদ কুলি বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ দুর্গমধ্যে থাকিতেন তবে

আলিবর্দ্দিকে অবশ্যই লজ্জার সহিত প্রত্যাগমন করিতে হইত কারণ তাঁহার খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুল হইতে ছিল কিন্তু তাঁহার জামাতা বাথরআলি যুদ্ধার্থে উত্তেজনা করাতে সৈন্য সকল বহির্গত হইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইল ইতিমধ্যে ঐ আবেদআলি বিশ্বাসঘাতপূর্ব্বক প্রভুকে ত্যাগ করিয়া আলিবর্দ্দির নিকটে আনাতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে জয়করিতে শক্ত হইলেন মুরসিদ কুলি যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দৈবযোগে এক সুরত দেশীয় বণিককে জাহাজে আরোহণ করিতে দেখিয়া তিনি বন্ধুবর্গের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া মাসুলিপাটানে চলিলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী ও অপর পরিবার ও ধন কটকে থাকাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু রতিপুরের হিন্দুরাজা তাঁহার সৌভাগ্যকালে যে অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন বিপৎকালেও তাহা বিস্মরণ হইলেন না আলিবর্দ্দি কটকে আসিবার পূর্ব্বে তিনি নিজসৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ উপকারির পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে দেকানদেশে গিয়াছিলেন ঐ স্থানে শুবাদারের গমন সম্ভাবনা ছিল না

আলিবর্দ্দি একমাস কটকে থাকিয়া রাজকীয় কর্ম্মের নিয়ম করিলেন পরে দ্বিতীয় ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহম্মদকে শাসনকর্ত্তা করিয়া মুরসিদাবাদে আগমন করি-

লেন কিন্তু ঐ বালক কুমন্ত্রণায় রত হইয়া সকল কর্ম্ম নষ্ট করিলেন এক দুষ্টস্বভাব ফকীর তাঁহাকে বশ করিয়া কুপথ গামী করিলেন তাহাতে প্রজারা আক্রান্ত হইয়া অস্থির হইল। মির্জাবাখর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিরবলম্বে ভ্রমণ করিতেছিলেন যদি কোন বিষয়ে রাজ-কর্ম্মের স্খলন হয় তবেই সুযোগ করিবেন তিনি এই সময়ে দূতদ্বারা প্রজাদিগের মন প্রদীপ্ত করাতে ঐ নগরে এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল তাহাতে প্রজারা মির্জাবাখরকে আহ্বান করিয়া সায়দ আহা-ম্মদকে কারালয়ে রাখিলেন সুতরাং উড়িস্যায় আলি-বর্দ্দির অধিকার নষ্ট হইল।

তিনি এই বিপরীত ঘটনা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বোধ করিলেন যে দেকানের শাসনকর্ত্তা নাজিম উলমুলক গুপ্তভাবে মির্জাবাখরকে সহায্য দিয়াছেন অতএব যে সৈন্যের সহিত ঐদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ সৈন্য লইয়া ত্বরাপূর্ব্বক তদ্দেশের সীমাপর্য্যন্ত আগত হইলেন তথায় আসিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে উদ্ধার করিবে তাহাকে লক্ষ মূদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন অনন্তর মহানদীতীরে মির্জাবাখর ও আলিবর্দ্দি যুদ্ধকরাতে আলিবর্দ্দি পুন র্বার জয়ী হইলেন মির্জাবাখর সায়দ আহম্মদকে এক শকটোপরি রাখিয়া শুক্লবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া পশ্চ

শত বর্ষাধারিলোক তাহার চতুর্দ্দিগে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি আজ্ঞা ছিল যে যদি যুদ্ধে পরাজয় হয় তবে তাহারা অস্ত্রাঘাতদ্বারা তাঁহাকে নষ্ট করিবে ঐ লোকেরা আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ মাত্র করিয়াছিল যখন সায়েদআহাম্মদ শকট হইতে অবরোহণ করিলেন তখন কোন জন কোন অপকার করিল না একজন মোগল তাঁহাকে হত্যা করিতে ঐ শকটে নিযুক্ত থাকিয়া স্বয়ং মারাপড়িয়াছিলেন। আলিবর্দ্দিখাঁ আনন্দাশ্রুসমেত তাঁহাকে লইয়া কতিপয় দিবস যাপন করিলেন পরে তাঁহার মাতাপিতার আনন্দার্থে মুরসিদাবাদে পাঠাইলেন তাঁহার সহিত সৈন্যের কিয়দংশ ও পাথেয় দ্রব্যাদি অনেক পাঠাইলেন অনন্তর এক নূতন শুবাদার তথায় স্থাপন করিয়া স্বচ্ছন্দ রূপে পঞ্চসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য ও সেনাপতিদিগের সহিত মৃগয়া করিতেং প্রত্যাগমন করিলেন।

যেসকল দুর্ঘটনা বাঙ্গালায় অনেকশত বৎসর পর্য্যন্ত ছিল তাহা এইসময়ে ঘটিবার উপক্রম হইল প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে মারহাট্টারা তাঁহাদের চতুর্দ্দিক্ জয় করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে সকল দেশ অধিকারে রাখিতে না পারিতেন তাহা সর্ব্বদা লটকরিতেন এবং

কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা এরূপ লুট না করেন একারণ নিকটস্থ জমিদারেরা রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন বাঙ্গালাদেশে তদবধি তাঁহাদের আক্রমণ হয় নাই কিন্তু অনন্তর তাঁহারা ঐরূপ করিতে স্থির করিলেন। আলিবর্দ্দি অল্পসহচর লোকের সহিত যখন মেদিনীপুর নগরে উপস্থিত হইলেন তৎকালে নাগপুরের রাজা রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে পঞ্চবিংশতি অশ্বারূঢ় মারহাট্টার সৈন্য হটাৎ তৎস্থানে আসিল শুবাদারের এনতদ্দূর্ঘটনার উপযুক্ত আহরণ কিছুমাত্র ছিল না তিনি সৈন্যের কিয়দংশ বিদায় করিয়াছিলেন এবং অনেক অংশ মরসিদাবাদে গিয়াছিল কেবল কতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সর্যভিব্যাবহারে ছিল তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভঙ্গ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে যাত্রাকরিলেন কিন্তু তিনি এক দিগদিয়া তথায় উপস্থিত হইবা মাত্রে মারহাট্টারা অপর দিক্‌দিয়া ঐস্থানে আসিয়া অগ্নি প্রদান করিলেন অনন্তর তাঁহাদিগের সেনাপতি সম্বাদ পাঠাইলেন যে দশলক্ষ মুদ্রা পাইলে তাঁহারা ক্ষান্ত হয়েন কিন্তু শুবাদার এরূপ নিয়মে সন্ধি তুচ্ছ করিয়া ঐ অল্প সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মারহাট্টাদিগের প্রতি আক্রমণ করিলেন মারহাট্টারা চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া তাঁহার তাঁবু ও পাথেয় দ্রব্য অপহরণ করি-

লেন ঐ যুদ্ধে তাঁহাকে সৈন্য হইতে পৃথক হইয়া কতি-
পয় অনুযায়ির সহিত রাত্রিকালে মাঠমধ্যে বিশ্রাম
করিতে হইল ঐদিবস তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রধান
সেনাপতিদিগের যেরূপ সাহায্য করা উচিত ছিল
তাঁহারা তাহা করেন নাই ইহাতে তিনি তাঁহাদিগের
প্রতি কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়া সন্ধি নিমিত্তে পরদিন মার-
হাট্টাদিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন ভাস্করপণ্ডিত
ঐ দূতকে কহিলেন যে তোমার প্রভু এক্ষণে সমুদায়
পাথেয় দ্রব্য হারাইয়াছেন এবং তাঁহার সৈন্যেরা
ও সেনাপতিরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন অতএব তিনি
কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন না যদি তিনি
এককোটীমুদ্রা ও সমুদায় হস্তী প্রদান করেন তবে তিনি
ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রধান রাজা একারণ তাঁহার
প্রাণ রক্ষা করিব। আলিবর্দ্দি এইরূপ আপত্তিতে ক্রুদ্ধ
হইয়া কহিলেন যে যাবৎ তিনি জীবদ্দশায় থাকিবেন
এরূপ অপযশঃ প্রকাশক কর্ম্ম কদাচ করিবেন না কিন্তু
তাঁহার অবস্থায় কোনমতে মঙ্গল ছিল না তাঁহার শতং
সৈন্যেরা শত্রুপক্ষে যাইতেছিল এবং সেনাপতিরাও
শিথিল হইয়া মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করিতে
চেষ্টিত ছিল অতএব এইদুর্ঘটনায় আলিবর্দ্দিকে সুতরাং
নত হইতে হইল তিনি রাত্রিকালে বালক দৌহিত্র সেরাজ
উদ্দৌলার হস্ত ধরিয়া অন্যলোক ব্যতিরেকে পদব্রজে

প্রধানসেনাপতি মুস্তাফাখাঁর তাঁবুতে চলিলেন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ওহে বান্ধব শ্রবণ কর আমি জানি তোমার অসন্তোষ হইয়াছে যদি আমার জীবন প্রার্থনা কর তবে এক্ষণে তাহা গ্রহণ কর এবং আমাকে ও আমার দৌহিত্রকে একেবারে নষ্ট করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হও যদি তুমি প্রাচীন বন্ধুতা কিছু স্মরণ কর তবে পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলিত হও ও চল একত্রে মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করি ইহাতে মুস্তাফা অন্যান্য অসন্তুষ্ট সেনাপতি দিগকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহারা একে২ সকলেই শপথ করিলেন যে তাঁহারা জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে থাকিবেন পরদিন প্রাতঃকালে আলিবর্দ্দি শত্রুদিগের মধ্যদিয়া পথ করিয়া কাটোয়ায় যাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাঁহারা সমস্ত দিন অল্পে২ যুদ্ধ করিতে২ চলিলেন রাত্রি হইলে মারহাট্টারা পুনর্ব্বার নূতন আক্রমণ করিলেন মীরহবীব আহত হইয়া তাঁহাদের হস্তে পড়িলেন এবং আলিবর্দ্দি তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করাতে তিনি তাঁহাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক বৎসর বাঙ্গালার দুঃখজনক হইয়াছিলেন শুবাদারের সৈন্যেরা অতি ক্লেশে একত্র থাকিয়া পরদিন পনর্ব্বার যাত্রা করিলেন কিন্তু যুদ্ধ ব্যতিরেকে এক অঙ্গুলি গমন করিতে পারেন নাই তাঁহাদের তাঁবু ও পাথেয় দ্রব্য কামান

ধনক ও খাদ্যদ্রব্য কিছুই ছিলনা রাত্রিকালে যখন শত্রুরা ত্যাগ করিত তখন বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেন কিন্তু শত্রুপক্ষের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত থাকাতে তাঁহাদের সুস্থতা প্রায় ছিল না খাদ্য দ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত তাঁহারা পত্রমূল ভক্ষণ করিতেন সাত জন ভদ্রলোকেরা তিন পোয়া তণ্ডুল পাইয়া পরম সুভোগ বোধ করিলেন অনন্তর কাটোয়া দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাঁহারা বোধ করিলেন যে তথায় বিশ্রাম ও অধিক খাদ্যদ্রব্য পাইবেন কিন্তু ভাস্কর পূর্ব্বেই তাঁহার অশ্বারূঢ় সৈন্য পাঠাইয়া অগ্নিদানপূর্ব্বক তৎস্থানের গৃহাদিদগ্ধ ও শস্য নষ্ট করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক দ্রব্যের কারণ মুরসিদাবাদে লেখাতে তথাহইতে অধিকদ্রব্য আসিল।

ঐ স্থানে সুবাদারের এইরূপ ব্যবহার দ্বারা মারহাট্টারা চমৎকৃত হইল এবং অনুমান করিল যে অপর বহুবিধ উপযোগি দ্রব্যের সহিত সৈন্য আসিবে তাহাতে তিনি অতিভয়ানক হইবেন অনন্তর ১৭৪২-শালের বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ভাস্করপণ্ডিত তাঁহার প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু তাঁহার নূতন বন্ধু মীরহবীব বাঙ্গালা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আর কিঞ্চিৎ অধিক লইতে ইচ্ছুক

ছিলেন অতএব কতিসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত একদিবসে কাটোয়া হইতে মুরসিদাবাদে যইলেন আলিবর্দ্দি তাঁহার পশ্চাৎ২ আসিলেন কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বে মীরহবীব নগরের বহির্দ্দেশ লুট করিয়া ঐ ধনী বণিক জগৎ সেটের বাটীহইতে প্রায় দুইকোটী টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন তাঁহার অদর্শন প্রযুক্ত মারহাট্টা সেনাপতি বর্ষাগমনে ভীত হইয়া বীরভূমিপর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন মীরহবীব তথায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার কাটোয়ায় আসিতে উত্তেজনা করিলেন তৎস্থান ঐ ঋতুপর্য্যন্ত প্রধান সেনাপতির আবাস হইল আলিবর্দ্দি ভাগীরথীর পুর্ব্বপারে রহিলেন এবং মুরসিদাবাদ নিবাসি ব্যক্তিরা স্বরক্ষায় সন্দিগ্ধ হইয়া গঙ্গাপারে নিজ২ সম্পত্তি প্রেরণ করিলেন শুবাদারের পরিবার মধ্যে অনেকেই সেইরূপ করিলেন মীরহবীব মারহাট্টাদিগের সহিত আসিয়া হুগলি লুট করিলেন এবং বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত দেশ নিজঅধীন করিলেন তিনি কলিকাতার নিকট আসাতে ইংরাজেরা দুর্গ মেরামত করিলেন এবং শত্রহইতে উত্তমরূপে রক্ষিত হইবার নিমিত্তে আবাসের চতুর্দ্দিগে এক খাল খনন করিলেন যে খাল এক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে তথাপি তাহার নাম মারহট্টাখাল অদ্যাপি আছে ।।

অনন্তর শুবাদার মারহাট্টাদিগের দূরীকরণার্থে অদ্ভুত চেষ্টা করিলেন তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং গোলন্দাজদিগকে নিয়ম মতে রাখিলেন এই সকল উদ্যোগের মধ্যে বাকী রাজস্বের আদায় কারণ দিল্লীহইতে দূত আসিল আলিবর্দ্দি মহারাজকে লিখিলেন যে মারহাট্টারা এদেশের তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহাদের নিবারণার্থে যে সৈন্য রক্ষা করিতে হইল তাহার ব্যয়নিমিত্তে অবশিষ্ট রাজস্বের আবশ্যক হয় অতএব স্বাভাবিক কর পাঠাইতে তিনি অশক্ত। মহারজ অনুসন্ধানদ্বারা দেখিলেন যে উহা সত্য বটে একারণ অযোধ্যার শুবাদারের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে তদ্দেশে সাহায্যার্থে তিনি অগ্রসর হইবেন কিন্তু তিনি পাটনায় আসিয়া এমত লক্ষণ প্রকাশ করিলেন যে আলিবর্দ্দি তাঁহার আগমন অপেক্ষা প্রত্যাগমনে অধিক আনন্দিত হইলেন। মহারাজ মারহাট্টাদিগের প্রধান সেনাপতি বাল্যজিরায়কে লিখিলেন যে তিনি বাঙ্গালায় গিয়া নাগপুরের মারহাট্টাদিগকে দূরীকরেন নতুবা অন্যান্য দেশের চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে সমর্থ হইবেন না।

আলিবর্দ্দি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বর্ষাবসানে কাটোয়ায় যে স্থানে মারহাট্টারা ছিলেন তথায় চলিলেন তিনি রাত্রিযোগে নৌকাসন্তরণদ্বারা নদী পার হইয়া প্রভাত-

কালে শত্রুদিগের প্রতি আক্রমণ করাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং প্রথমত পাশ্চাত্য পর্ব্বতে অনন্তর মেদিনীপুরে পলায়ন করিল আলিবর্দ্দি তাহাদের বিশ্রাম করিতে না দিয়া ক্রমাগত অনুবর্ত্তী হওয়াতে তাহারা বালেশ্বরে অনন্তর ছিল্কু দীঘীপার হইয়া সর্ব্বতোভাবে এতদ্দেশ হইতে বহির্ভূত হইল।।

কিন্তু তাঁহার নূতন উপদ্রোহ ঘটিল তিনি বিজয় পূর্ব্বক মুরসিদাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে দুইপ্রস্তুত নূতন মারহাট্টাদিগের সৈন্য ঐ নগরের নিকটস্থদেশ সকল লুটকরিতেছে সেনাপতি ভাস্করের উপদেশানু-সারে নাগপুরের রাজা রঘুজী একপ্রস্তুত নূতন সৈন্যের সহিত এতদ্দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন অতএব আলিবর্দ্দিখাঁ যখন উড়িস্যায় তাঁহার সেনাপতির প্রতি আক্রমণ করিতেছিলেন তখন ঐ মহাশয় স্বয়ং অন্যদিক্‌দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া রাজধানীর অতি নিকটে শিবির করিয়াছিলেন এবং বাল্যজিরায় মহা-রাজের প্রার্থনায় নাগপুরের মারহাট্টা দিগকে তাড়না করিতে আসিলেন কিন্তু আলিবর্দ্দি তাঁহার সাহায্য নাপাইলে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন তিনি ভগলপুর উত্তীর্ণ হইলে আলিবর্দ্দি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরিতে চলিলেন অতিবন্ধুতা পূর্ব্বক প্রথম দর্শনের পরে শুবাদার রঘুজীকে তাড়াইতে ঐ নূতন বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন

কিন্তু বাল্যজী রায়ের বাঙ্গালা রক্ষাকরা ব্যতিরেকে লূট করিতে মানস ছিল অতএব তিনি কহিলেন যে বেহার দেশীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ আমি অনেক বৎসরাবধি পাইনাই তাহা দেহ তাহাতে তিনি যাবৎপ্রাপ্য কহিলেন শুবাদারকে তাহা সমুদায় দিতে হইল কিন্তু তিনি প্রাপ্তহইলেও অন্য মারহাট্টাসৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন না আলিবর্দ্দিকে সুতরাং একাকী যাইতে হইল ঐসময়ে রঘুজী বাল্যজীর সহিত শুবাদারের সন্ধি শুনিয়া শিবির ভঙ্গকরা উচিত বুঝিলেন পরে আলিবর্দ্দির আগমনমাত্রে তাঁবু ভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিলেন বাল্যজী এই পলায়ন শুনিবামাত্রে ঐ স্বদেশীয় সৈন্যের অনুসন্ধানে শীঘ্র আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন তাঁহারা যে সকল দ্রব্য লূট করিয়াছিলেন তাহা তাঁবুমধ্যে ছিল সকলি তাঁহার হস্তগত হইল তাঁহারা ত্বরায় এতদ্দেশ হইতে পলায়ন করিলেন বাল্যজী স্বদেশীয় মারহাট্টাদিগের ঐ ধন প্রাপ্ত হইয়া ও আলিবর্দ্দি হইতে চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমনের উচিত সময় বোধ করিলেন ॥

১৭৪৪ শালের বর্ষাকাল গত হইলেই ভাস্কর পণ্ডিত সবল বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন তাঁহার প্রতি আজ্ঞা ছিল যে গত বৎসরে শুবাদার বাল্যজীকে যাবৎ ধন দিয়াছেন

যদি তাবৎ তাঁহাকে দেন তবে তিনি ক্ষান্ত হইবেন আলি-
বর্দ্দি পুনঃ২ আক্রমণদ্বারা ক্লান্ত হইয়া স্থির করিলেন
যে ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক শত্রুনাশ করিবেন নিজ সেনাপতি
মুস্তাফাখাঁর নিকটে কহিলেন যে তিনি এই প্রতারণায়
সাহায্য করেন তিনি প্রথমত অস্বীকার করিলেন কিন্তু
অবশেষে তাঁহাকে বেহাররাজ্য প্রদান করিতে স্বীকার
করাতে তিনি সম্মত হইলেন অনন্তর আলিবর্দ্দি তাঁহা-
কে ও অপর সেনাপতিকে মারহাট্টাদিগের নিকটে
পাঠাইলেন তাঁহারা ভাস্কর পণ্ডিতকে কহিলেন যে
যদি তিনি একদিবস শুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
গমন করেন তবে তাঁহার প্রার্থনীয় প্রদান করিবেন
তিনি লোভদ্বারা অন্ধ হইয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন
সাক্ষাৎ করিবার দিবসে তাঁবুর চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী
মনুষ্য স্থাপিত হইল ভাস্কর ও তাঁহার প্রধান সেনা-
পতিরা দুরাচার শঙ্কা করিয়া খড়্গপাণি হইয়া আলি-
বর্দ্দির তাঁবতে আসিলেন তাঁহারা আসিবামাত্রে আলি-
বর্দ্দিখাঁ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনবার
কহিলেন মহাসাহসিক ভাস্কর কোন মহাশয় অনন্তর
তিনি নির্দ্দিষ্ট হইবামাত্রে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন এই
দস্যুদিগকে নষ্ট কর তাঁহার লোকেরা অস্ত্র লইয়া তৎ-
ক্ষণাৎ মারহাট্টাসেনাপতিদিগের উপরি পড়িল
তাঁহারা প্রাণরক্ষার্থে বহুযত্ন করিলেন কিন্তু অবশেষে

পরাজিত হইয়া পুত্যোকে কাটা পড়িলেন তথায় এই ব্যবহার দেখিয়া মুস্তফাখাঁ নিজসৈন্য লইয়া কাটোয়ায় মারহাট্টা সৈন্যের নিকটে চলিলেন এবং শুবাদারকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ করিলেন কিন্তু তিনি ভাস্করের মস্তক দেখিয়া চক্ষুরানন্দ না করিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না তাহা নিষ্পন্ন হইলে তিনি মুস্তাফার সাহায্যার্থে চলিলেন কিন্তু কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শত্রুরা পলায়ন করিয়াছে কারণ সেনাপতি দিগের মৃত্যু শুনিবামাত্রে তাহারা ত্বরায় স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিল ৷৷

নবম অধ্যায়

অনন্তর শুবাদার বিশ্রাম পাইলেন কিন্তু তাঁহার নিজ শিবির মধ্যে অতি ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইল এপর্য্যন্ত মুস্তাফাখাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার সাহসদ্বারা তিনি বাঙ্গালার রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও মারহাট্টাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন কিন্তু তদনন্তর মুস্তাফা প্রজাস্বরূপে আর থাকিতে পারিলেন না জমিদারদিগের কোন প্রার্থনা করিতে হইলে শুবাদারকে না বলিয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করিতেন তাহাতে শুবাদার বোধ করিলেন যে তাঁহার ভৃত্য তাঁহার প্রভু হইয়াছেন মুস্তাফা বেহার দেশের রাজ্য দান প্রতিজ্ঞা শীঘ্র সম্পন্ন করিতে কহিলেন

শুবাদার তাহা না দিবার মানস করিলেন তিনি স্মরণ করিলেন যে বেহারদেশের উপায়দ্বারা তিনি স্বয়ং সরফরাজকে দমন করিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন সেইরূপ মুস্তাফাও তদ্দেশমাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বাঙ্গালা গ্রহণে ইচ্ছা করিবেন অতএব উভয়পক্ষে ঈর্ষা উপস্থিত হইল মস্তাফা অস্ত্রধারী সৈন্য ব্যতিরেক কদাচ রাজসভায় যাইতেন না অনন্তর স্পষ্টরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে তিনি শুবাদারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন ও তাঁহার পূর্ব্বপ্রাপ্য প্রার্থনা করাতে হিসাব না দেখিয়াই সপ্তদশ লক্ষমুদ্রা দত্ত হইল পরে তিনি শুবাদারের সেনাপতিদিগকে প্রভুত্যাগ করাইয়া ঐ রাজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিতে উদ্যম করিলেন কিন্তু তাঁহারা আলিবর্দ্দির সহিত মিত্রতা রক্ষা করাতে তিনি অষ্টসহস্র অশ্বারূঢ় ও তাবৎ পদাতিক লইয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজমহল লুট করিয়া মুঙ্গের অধিকার করিয়া পাটনায় শিবির করিলেন তথাকার শুবাদার জিনউদ্দিন যে অল্পসৈন্য সংগ্রহ করিতে ক্ষম হইলেন তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিলেন কিন্তু মুস্তাফাও নগর গ্রহণ করিতে পারিতেন যদি তাঁহার হস্তী না আহত হইত তিনি হস্তীহইতে অবরোহণ করাতে সৈন্যেরা প্রভুকে নাদেখিয়া ভীত ও আহত হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু সপ্তদিনপর্য্যন্ত দুইসৈন্যের

মধ্যে ক্রমিক দ্বন্দ্ব হইল অষ্টমদিবসে মুস্তাফা ঐ নগরে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাঁহার নয়নে এক বাণ বিদ্ধ হওয়াতে তথাহইতে অযোধ্যারাজ্যে পলায়ন করিলেন ॥

মুস্তাফা যখন প্রভুর বিদ্রোহ করিতে স্থির করিয়াছিলেন তৎকালে বাঙ্গালা আক্রমণার্থে তাঁহার সাহায্য করিতে মারহাট্টাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন রঘুজী তাহাতে ইচ্ছাপ্রযুক্ত তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর প্রতিহিংসাকারণ ও অধিক লুট পাইবার কারণ ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইলেন অতএব এক প্রস্তুত অধিক সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া মুরসিদাবাদের নিকটে আসিলেন আলিবর্দ্দি মুস্তাফার অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন কিন্তু মারহাট্টাদিগের আগমন শুনিয়া সত্বরে ফিরিয়া আসিলেন মুস্তাফাও বেহারে আসিয়া নূতন বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইতে উদ্যোগ করিলেন অতএব শুবাদার দুই শত্রু আসাতে অতিশয় বিপত্তিতে পড়িলেন তিনি নিজ জামাতা জিনউদ্দিনকে উপদেশ করিলেন যে মুস্তাফার প্রতি মনোযোগ রাখিবেন ও তাঁহার বাঙ্গালার আগমনরোধ করিবেন অনন্তর কালবিলম্বার্থে রঘুজী এদেশ আক্রমণ না করেন এতদর্থে দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে রঘুজী অহঙ্কারপূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে

তাঁহার দুঃখের মূল্য তিন কোটী টাকা দিতে হইবে শুবাদার তাহা একেবারে অস্বীকার না করিয়া দুইমাস পর্য্যন্ত আশায় রহিলেন ইতিমধ্যে জিনউদ্দিন মুস্তাফার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মারাতে তাঁহার সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইল॥

শুবাদার এই জয়শ্রবণে এক শত্রু হইতে আপনাকে মুক্ত দেখিয়া মারহাট্টাদিগের নিকটে অহঙ্কারপূর্ব্বক উত্তর পাঠাইবাতে উভয়পক্ষে বর্ষাবসানে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন পরে অনেকবার যুদ্ধ হইল তাহাতে রঘুজী জয় পাইলেন এবং শুবাদারের সেনাপতি সমসেরখাঁ ও সরদারখাঁ এই দুইজনের বিশ্বাস ঘাতকতা না থাকিলে রঘুজী বন্দী হইইতেন। কাটোয়ায় এক নিষ্পত্তিকারি যুদ্ধ হওয়াতে মারহাট্টারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল তাহাদের অনেক লোক মারা পড়িল এবং অবশিষ্ট লোকেরা স্বদেশে পলায়ন করিল অনন্তর আলিবর্দ্দি যে দুই সেনাপতিরা মারহাট্টাদিগের সহিত মিল করিয়াছেন এমত বুঝিলেন ঐ বিশ্বাসঘাতকদিগকে বিদায় করিলেন তাহারা ছয় সহস্র অনুগতলোকের সহিত বেহারের অন্তঃপাতি দুর্বঙ্গনামক স্থানে গমন করিল। অতঃপর যে অল্পকাল বিরোধ শূন্য হইল তন্মধ্যে শুবাদার তাঁহার দুই দৌহিত্র জিন উদ্দিনের পুত্রদিগের বিবাহ ঘটাপূর্ব্বক সমাপ্ত করিলেন।

কটক অঞ্চলে তৎকালেও মারহাট্টাদিগের অধিকার ছিল আলিবৰ্দ্দি তথাহইতে তাহাদিগকে তাড়াইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উত্তম সেনাপতি মীরজেফরকে যুদ্ধার্থে পাঠাইলেন জেফর মেদিনীপুরে গিয়া সুভোগে রত রহিলেন এবং শত্রুরা আগমন করিলে তিনি বৰ্দ্ধমানে আসিলেন কিন্তু ঐসৈন্যের এক সেনাপতি আট্টউল্লাখাঁ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন কিন্তুকাল পূর্ব্বাবধি এক মহন্ত তাঁহাকে শুবাদার হইবার আশা দেওয়াতে তিনি এই বিজয়দ্বারা তাঁহার প্রভুকে পদচ্যুত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন মীরজেফরকে বেহার দেশ দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষে আনিলেন কিন্তু ঐ সেনাপতি উত্তম বন্ধুদিগের পরামর্শদ্বারা ঐ মানস ত্যাগ করিলেন আলিবৰ্দ্দি এইবিশ্বাসঘাতকতা শ্রবণমাত্রে ত্বরাপূর্ব্বক তথায় গিয়া মীরজেফর ও আট্টউল্লাখাঁ উভয়কে কৰ্ম্মহইতে বিদায় করিয়া দিলেন এবং এই দুই সেনাপতি ও কিয়দংশ সৈন্য হ্রাস হইলেও তিনি যুদ্ধদ্বারা মারহাট্টাদিগকে দমন করিয়া ১৭৪৮ শালের বর্ষাকালের পূর্ব্বে মুরসিদাবাদে আসিলেন

অনন্তর নূতন বিশ্বাসঘাতকতা উপস্থিত হইল তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বেহারের শাসনকর্ত্তা জিনউদ্দিন কিঞ্চিৎপূর্ব্বে রাজধানীতে আসিয়া রাজসভার সৌন্দর্য্য-

দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন তিনি ভৃত্যাদিগের অক্ষমতা ও পিতৃব্যের বার্দ্ধক্য স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে অল্প চেষ্টাদ্বারা বাঙ্গালার শুবাদার হইতে পারিবেন অতএব তিনি আলিবর্দ্দিকে লিখিলেন যে দুইসেনাপতি সমসেরখাঁ ও সর্দারখাঁকে তিনি বিদায় করিয়াছেন তাহারা দুর্বঙ্গেতে ক্রমিক সৈন্যবৃদ্ধি করিতেছে অতএব তাহাদের পরাজয় অথবা রাজসরকারে নিয়োগ করাউচিত তাহাতে যদি তাঁহার আজ্ঞা হয় তবে তাহাদিগকে তাহাদের অনুগত লোকের সহিত সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করেন তাঁহার মানস ছিল যে সৈন্যবৃদ্ধি করিয়া সিংহাসনের নিমিত্তে বিবাদ করেন ইহাতে শুবাদার অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলেন। জিনউদ্দিন ঐ সেনাপতি দিগকেনিজকর্ম্মে প্রবেশার্থ আহ্বান করিতে তিন প্রস্তুত দূতপ্রেরণ করিলেন অনন্তর সন্ধি নিয়ম স্থিরহইলে তাঁহারা বহুসৈন্যের সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিলেন এবং ঐ শাসনকর্ত্তাকে নদীপার হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করাতে তিনি যাইলেন ও তাঁহারা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগের ও তাঁহাদের সৈন্যদিগের পার হইবার কারণ নৌকা আহরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন অনন্তর ঐ শাসন কর্ত্তার নিকটে একবার ঐ সেনাপতিদিগের সাক্ষাৎ

করিতে যাইবার দিন স্থির হইল কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের বিশ্বাস না থাকাতে তিনি কেবল গৃহস্থিত ভৃত্যের সহিত থাকিয়া তাঁহাদিগের গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন প্রথমদিনের সাক্ষাৎকার নির্বিরোধে হইল দ্বিতীয়দিনে ক্রমে২ তাঁহাদের সৈন্যদ্বারা রাজ পুরী পরিপূর্ণা হইল এবং শাসনকর্ত্তার নিকটে যে সকল সেনাপতিরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের তিনি তাম্বূল বিতরণ করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে তাঁহাদের একজন একাঘাতে তাঁহাকে মারিয়াফেলিলেন পুরী মধ্যে তৎক্ষণাৎ রাজবিদ্রোহের ঘোষণা হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যেরা কৃপাণপাণি হইয়া বহির্গত হইলেন কিন্তু ঐ বঞ্চকদিগের নিবারণ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাঁহারা তন্মধ্যে নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

সমসেরখাঁ পুরীলুট করিয়া মৃতশাসন কর্ত্তার পিতা হাজি আহম্মদের অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিলেন ঐ বৃদ্ধের নিমিত্তে একক্রতগামি অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছিল তিনি তাহাদ্বারা পলায়ন করিতে পারিতেন কিন্তু ধন ও স্ত্রীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিলম্ব করাতে দুরাচারিরা তাঁহাকে আটক করিল অনন্তর সপ্তদশদিবস পর্য্যন্ত ধন প্রকাশার্থে তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা করাতে তিনি অবশেষে দুঃখে প্রাণত্যাগ

করিলেন পরে বিদ্রোহ কারিরা প্রায় সপ্ততিলক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রূপ্য পাইলেন এবং তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ক্রমে২ যে সকল গুপ্তস্থান প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাঁহারা বাটীর সেইসকল স্থান খনন করিয়া বহুমূল্য রত্নপাইলেন জিন উদ্দিনের পত্নী ঐ বঞ্চক পাঠানদিগের হস্তে পড়িলেন এই সকল লুট দ্রব্যদ্বারা তাঁহারা সৈন্য বৃদ্ধিকরিয়া চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় ও তাবৎ পদাতিক সৈন্য আত্মাধীনে প্রাপ্ত হইলেন ।।

আলিবর্দ্দিখাঁ যখন শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র মারাপড়িয়াছেন ও তাঁহার কন্যা বন্দী হইয়াছেন এবং বেহারদেশ নষ্টহইয়াছে তখন অতিশয় শোকাবিষ্ট হইলেন পাটনায় এইরূপ ঘটনার কালে তাঁহার পুরাতন শত্রু মার হাট্টারা মীরহবীবের অধীনে আসিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া রাজনগরকে কম্পান্বিত করিল কিন্তু ঐ বৃদ্ধ শুবাদারের মনের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হয় নাই তিনি স্বয়ং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন মুরসিদাবাদ নিবাসি লোক দিগকে আপন২ ধন ও পরিবার নদীপারে লইয়া রক্ষাকরিতে উপদেশ করিলেন অতএব যে সকল লোক পলায়নে শক্তছিলেন তাঁহারা সকলেই ঐ নগর পরিত্যাগ করিলেন

শুবাদার পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারূঢ়ও অষ্ট সহস্র পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ দ্রোহিদিগের সহিত

যুদ্ধার্থে গমন করিলেন মারহাট্টারা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা পরিবর্ত্ত করিলেন তাঁহারা তদ্দেশ লুট নাকরিয়া শুবাদারের আগমনের পূর্ব্বে পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইবার আশায় পর্ব্বতীয় দেশদিয়া শীঘ্র চলিলেন সমসেরখাঁ ও সর্দারখাঁ নিজ সৈন্যের সহিত পাটনা হইতে বারে আসাতে মারহাট্টা দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল আমাদের বোধ হইতেছে যে জিন উদ্দীনের মৃত্যু পাটনা লুট ও বাঙ্গালায় আগমন কেবল মীর হুবীবের কল্পনানুসারে হইয়াছিল কারণ তথায় উপস্থিতি মাত্রে তিনি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান উভয়ে তাঁহাদের তাঁবুমধ্যে ঐ দুইজন পাঠান সেনাপতিকে লইয়া তাঁহাদিগের মস্তকোপরি সম্ভ্রমজনক মুকুট অর্পণ করিলেন যেরূপ প্রধান ব্যক্তিরা অধীন লোকের প্রতি করিয়া থাকেন পরদিন মীরহুবীব ঐ সেনাপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাদিগের আবাসে গমন করিলেন তাঁহারা স্বাভাবিক বিনয়ের পরে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আটক করিলেন। এবং কহিলেন যে তাঁহারা কেবল তাঁহার প্রার্থনায় এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যে বিষয় স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ শাসন কর্ত্তাকে মারিয়া পাটনা অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধকরিতে প্রস্তুত আছেন

কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্য এক্ষণে প্রার্থনা করেন তাহতে যদি তিনি চত্বারিংশৎলক্ষ মুদ্রা নাদেন তবে তাঁহারা কদাচ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেলনা মীর হুবীব নিরুপায় হইয়া জনরব করিলেন যে শুবাদারের সৈন্য তাঁহার হস্তগত আছে এই জনরব জন্য গোলযোগ হওয়াতে দুইলক্ষ মুদ্রা মাত্র দানে মোচন পাইলেন উভয় পক্ষে এইরূপ বিবাদ শুবাদারের শুভদায়ক হইল কারণ ঐ বিবাদ দ্বারা পরদিবসীয় যুদ্ধে ঐ উভয় সৈন্যের ঐক্য হইল না। ঐ যুদ্ধে শুবাদার সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন এবং ঐ উভয় বিদ্রোহিরা মারাপড়িলেন ও তাঁহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া শুবাদারের হস্তি পাদে বদ্ধ হইল। ইহা যথার্থ বটে যে ঐ যুদ্ধকালে সমুদায় মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালি সৈন্যের বাম পার্শ্বে অগ্রসর হইল কিন্তু যখন সকল বিপক্ষ সৈন্যেরা বিদ্রোহ কারি-দিগের প্রতি আক্রমণ করিল তখন তাহারা এক খাড়ী মধ্যে রহিল মীর হুবীব শুবাদারের জয় দেখিয়া কোন আঘাত না করিয়া যুদ্ধ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন অনন্তর আলিবর্দ্দি শত্রুবিজয় পূর্ব্বক পাটনায় প্রবেশ করিয়া রিপুদিগদ্বারা যে কন্যা ও দৌহিত্রেরা রুদ্ধছি-লেন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন তিনি এইবিষয়ে অতি মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন নিজ সেনাপতি দিগের সচ্চরিত্রপ্রযুক্ত পারিতোষিক দিয়া বিদ্রোহ-

কারিদিগের স্ত্রীপুত্রাদিকে দুর্বঙ্গ হইতে আনিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাচারি করিলেন মীরহবীব যে পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় দিগের পক্ষে গিয়াছিলেন তদবধি অষ্টবৎসর আলি- বর্দ্দির আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পরিবারেরা কারাগারে রুদ্ধ ছিলেন আলিবর্দ্দি এই উত্তম সময়ে তাঁহাদিগের স্বাধীন করিতে ঐ বিপক্ষের তাঁবুতে রক্ষক লোক সমভিব্যাহারে নিরুদ্বেগে পাঠাইলেন তিনি জিন- উদ্দিনের পুত্র তাঁহার দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলাকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিলেন ও রাজা জানকী- রামকে তাঁহার নায়েব করিলেন অনন্তর নিজ ভ্রাতৃপুত্র সায়দ আহম্মদকে পূরণীয়ার ফৌজদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন এইসকল নিযোগানন্তর পাটনা হইতে নিজ রাজধানীতে আসিলেন অতি অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি আত্তউল্লাখাঁর ও মীরজেফরখাঁর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার অনুগ্রহ করিয়াছিলেন যখন ঐ বিদ্রো- হাচারি সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধার্থে চলিলেন তখন আত্তউল্লাকে মুরসিদাবাদের কর্তৃত্বপদে রাখি- য়াছিলেন কিন্তু তিনি আত্তউল্লার স্বাক্ষরিত পত্র পথিমধ্যে রোধকরিয়া দেখিলেন যে তাহাতে তিনি বিপক্ষের সহিত শীঘ্র মিলকরিতে প্রতিজ্ঞা করি- য়াছেন অতএব এই দ্বিতীয়বার অবিশ্বাসের কর্ম্মে শুবা-

দার অতিশয় ক্রুদ্ধহইয়া আজ্ঞাকরিলেন যে তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ঐ বঞ্চক নগর হইতে দূরীকৃত হয় অতএব ঐ দুরাত্মা প্রায় সপ্ততি লক্ষ নগত টাকা ও নানাবিধ রত্ন লইয়া মুরসিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিলেন যখন তিনি ভগলপুরের দ্বিতীয় ফৌজদার ছিলেন তখন ঐ ধন উপার্জন করিয়াছিলেন অত-এব এইরূপে আমরা আলিবর্দ্দির রাজত্বের অবস্থা বোধ করিতেপারি যে তিনি যে সকল কর্ম্মকারি লোক-দিগকে নিযুক্ত করিতেন তাঁহাদিগের প্রতি নিজ২ অধীন দেশলুট করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে অনুমতি থাকিত তাহাতে কর্ম্মকারিরা বর্দ্ধিষ্ণু হইতেন ও দরিদ্র প্রজারা মারাপড়িতেন।

আলিবর্দ্দি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া উড়িস্যা-হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইতে পুনর্ব্বার সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন তাঁহার উপস্থিতি মাত্রে তাহারা পলায়ন করিল তিনি সাক্ষাৎ যুদ্ধে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না কেবল পর্ব্বতোপরি ও বনমধ্যে তাড়া তাড়ি করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু তাঁহার আগমন মাত্রে মীরহবীব বন হইতে বহির্ভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ লুট আরম্ভ করিলেন আলিবর্দ্দিকে সুতরাং পুনর্ব্বার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে হইল তিনি এপর্য্যন্ত বর্ষাকালের পূর্ব্বে ভাগী

রথীতীরে আসিতেন কিন্তু তৎকালে ঐ দস্যুদিগ হইতে তদ্দেশ উদ্ধার করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া মেদিনীপুরে বর্ষাকাল পর্য্যন্ত শিবির করিতে স্থির করিলেন কিন্তু যখন এই সকল উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল তখন ঐ হতভাগ্য শুবাদার নূতন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মদ্বারা ভীত হইলেন ।।

তিনি নিজ দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলাকে তাঁহার পিতা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন এবং ঐ বালক তাঁহার অতিশয় স্নেহদ্বারা ভ্রষ্টস্বভাব হইয়াছিলেন কতিপয় দুরাচারি মনুষ্য তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ঐ প্রিয় মাতামহের প্রতি মন বিরত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রাজ্য লইতে চেষ্টা করিবার উদ্যোগী করিয়া দিলেন তিনি তাহাদের পরামর্শে রত হইয়া আলিবর্দ্দিকে তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার নিমিত্তে তিরস্কার করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং ঐ সকল অনুগত লোকের সহিত পাটনায় চলিলেন তাঁহার ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা নামমাত্র ছিল তিনি তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মাতামহের সহিত যুদ্ধার্থে গমনকরিতে স্থির করিলেন আলিবর্দ্দি এইযাত্রা শুনিয়া হতজ্ঞান হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন কারণ যদি তিনি পাটনায় আক্রমণ করেন তাহাতে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র পাছে মারাপড়েন তিনি সৈন্যত্যাগ

করিয়া সত্বরে মুরসিদাবাদে আসিলেন কিন্তু তথায় একদিন মাত্র থাকিয়া ঐ বালকের অন্বেষণার্থে চলিলেন। সেরাজ উদ্দৌলা পাটনার সম্মুখে আসিয়া জানকীরামকে ঐস্থান ত্যাগ করিতে আজ্ঞাকরিলেন ঐ নায়েব শাসনকর্ত্তা জানিতেন যে যদি তিনি ঐ নগর ত্যাগ করেন তবে শুবাদারের অসন্তোষ হইবে কিন্তু যদি ঐ বালক মারাপড়েন তবে শুবাদার তাঁহাকে কদাচ ক্ষমাকরিবেন না তাহাতে তাঁহার পরম সন্তোষ হইল যে সেরাজ উদ্দৌলা ভীত হইয়া অতিদূরে রহিলেন তাঁহার ষষ্টিজন সাহসী অনুগত লোকেরা ঐ নগরের চতুর্দ্দিগে যে এক মৃন্ময়ভিত্তি ছিল তাহার কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু তথাকার রক্ষকেরা বাধা দেওয়াতে বীরতুল্য যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মারাপড়িলেন তাঁহাদের প্রভু পশ্চাৎ২ আসিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধকালে অতিদূরে এক গৃহমধ্যে পলায়নকরিয়াছিলেন ঐ নায়েব শাসনকর্ত্তা তথাহইতে তাঁহাকে কোন আঘাত ব্যতিরেক রুদ্ধকরিয়া নিরাপদে পুরীমধ্যে আনিলেন। আলিবর্দ্দি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দমধ্যে এমত ক্রুদ্ধ হইলেন যে নিজ ভৃত্যদিগকে উপহাস করিলেন তিনি ঐ বিদ্রোহাচারি দৌহিত্রকে দেখিতে এমত ব্যগ্র হইলেন যে কোন উপপতি তাহার উপপত্নীকে দেখিতে তাদৃশ কদাচ

হয়েন নাই যথন সমক্ষদর্শন হইল আলিবর্দ্দি তাঁহার দুরাচর নিমিত্তে কোন র্ভৎসনা না করিয়া তাঁহার গল দেশ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন করিলেন দৌহিত্র প্রাপ্তি-জন্য অতিশয় আনন্দ হওয়াতে তাঁহার জ্বর হইল ও তাহাতে জীবন প্রায় ক্ষয় পাইল ইতিমধ্যে উড়িস্যা স্থিত মাহারাষ্ট্রীয়েরা ও মীরহবীব তাঁহার বিপদ সময় শুনিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন অতএব উত্তমরূপে সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই আলি-বর্দ্দিকে সসৈন্যে মেদিনীপুরে যাত্রা করিতে হইল তথায় তিনি মাহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিয়া উড়িস্যা পর্য্যন্ত তাহাদের অন্বে যথার্থে চলিলেন কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইত একারণ সসৈন্যে মুরসিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

যুদ্ধশ্রমে উভয় পক্ষেই ক্লান্ত হইল ঐ দশবৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধের মধ্যে প্রথম বার ভিন্ন সকল বারেই শুবাদার বিজয়ী হইয়া ছিলেন কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্রীয়েরা এদেশের যে দুরবস্থা করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে অসহিষ্ণু হইলেন তাঁহাদের উপদ্রোহদ্বারা রাজস্বের এমত হানি হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার রাজত্বের প্রথমাবধি দিল্লীতে এক মুদ্রা প্রেরণ করিতে পারেন নাই মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথীর পশ্চিম কটক হইতে

রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ প্রতিবৎসর লুট করিতেন সকল গ্রামে অগ্নি প্রদান করিতেন প্রজা দিগকে মারিতেন ও শস্য সকল নষ্ট করিতেন অতএব প্রজাদিগের দুঃখ যৎপরো নাস্তি এমত হইয়াছিল একারণ তাঁহারা শুবাদারের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি তিনি তাঁহাদিগের বার্ষিক শস্যনাশ নিবারণ করেন তবে তাঁহারা নিয়মিত রাজস্ব হইতে অধিক দিতে স্বীকার করেন আলিবর্দ্দি প্রজাদিগের ও আপনার শোক নিবারণার্থে ইচ্ছুক হইলেন তৎকালে তিনি পঞ্চসপ্ততিবর্ষবয়স্ক ছিলেন ও অতিশয় পরিশ্রমদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছিলেন এবং দশবৎসর যুদ্ধ করিলেন অতঃপরে মরণের পূর্ব্বে রাজ্যের নিয়ম করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মীরহবীব সর্ব্বদা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকটে সন্ধি নিমিত্তে এক দূত প্রেরিত হইবামাত্রে তাঁহারা শুবাদারকে অধিক প্রশংসা করিলেন কিন্তু তিনি চিরন্তন যুদ্ধ প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালার চৌট বলিয়া প্রতিবৎসর দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের পূর্ব্ব প্রাপ্য পরিশোধার্থে রাজস্ব দিবার কারণ নায়েব শাসনকর্ত্তার স্বরূপে মীরহবীবের হস্তে উড়িস্যা দেশ

রাখিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণরেখা-নদী বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা স্থির করিলেন যে মহা-রাষ্ট্রীয়েরা কদাচ সে নদী পার হইবেন না অতঃপর মীরহবীবের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল তিনি আলিবর্দ্দির দর্প খর্ব্ব করিয়া উড়িস্যার প্রভু হইলেন কিন্তু ঐ বিভব ভোগ অধিক কাল হইল না ঐ সন্ধির পরবৎসরে তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদিগের তাঁহার আবশ্যকতা না থাকাতে তাঁহারা শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাকে মারিলেন অনন্তর চারি বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫৫ শালে আলিবর্দ্দি জীবনের শেষকর্ম্ম মধ্যে উড়িস্যা দেশ একেবারে মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে প্রদান করিলেন ॥

তিনি এইরূপে ১৭৫১ শালে মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত সন্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ কাল সুস্থ হইলেন তাঁহার বয়স যদ্যপিও অধিক হইয়াছিল তথাপি তিনি যুবাপুরু-ষের ন্যায় যুদ্ধজন্য অপকার শুধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে সকল গ্রাম দগ্ধ হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলেন যে সকল লোক পলায়িত ছিল তাহাদিগকে পুনরাহ্বান করিলেন কৃষকদিগকে আগামি ধন দান করিলেন অর্থাৎ কর্ম্মকরিবার পূর্ব্বেই ধন দিলেন এবং সর্ব্বশক্তিদ্বারা কৃষিকর্ম্মের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন । তিনি নিজরাজ্যের প্রথম দশ বৎসর যুদ্ধবিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন

শেষ পঞ্চ বৎসর নির্ব্বিরোধকালেও সেইৰূপ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি সুনিয়মপূর্ব্বক কর্ম্মে মনোযোগ করিতেন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ নিয়মিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল এই ৰূপ সর্ব্বদা যত্নদ্বারা এতদ্দেশ সবল হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপকার প্রায় বিস্মৃত হইল ॥

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির পরে ১৭৫৬ শাল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যমধ্যে বর্ণনার উপযুক্ত কিছুই ঘটে নাই অনন্তর তিনি অধিকযত্নপূর্ব্বক যে মাহাত্ম্যের মন্দির করিয়াছিলেন তাহা একেবারে মগ্ন হইল আলিবর্দ্দির ভ্রাতৃপুত্র নেয়াইস মহম্মদ যাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন তাঁহার ঐ দৌহিত্র ইক্রাম-উদ্দৌলা ঐ বৎসরের প্রথমে মরাতে মহাম্মদ বিবেচনাশূন্য হইলেন এবং আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শুবাদারের অপর দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা মাতামহের আদরদ্বারা সম্পূর্ণৰূপে দুষ্টচরিত্র হইয়াছিলেন তিনি সকল দুষ্কর্ম্মেই রত ছিলেন এবং কোন জন তাহাতে কোন বিপরীত কথা বলিতে সমর্থ হইত না তিনি কামুকসহচরদিগের সহিত মুরসিদাবাদের সকল পথে আড়ম্বরীপূর্ব্বক বিহার করিতেন এবং স্ত্রীপুরুষ সাধারণ সকলের প্রতি নানা প্রকার উপদ্রোহ করিতেন নগরের প্রজারা তাঁহাকে

আসিতে দেখিলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেন হে পরমেশ্বর আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা কর। তাঁহার প্রিয় ও নির্ব্বোধ বৃদ্ধ মাতামহ অশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই সকল দৌরাত্ম্যের কোন সম্বাদ লইতেন না তাহাতে সুতরাং ঐ দুরাচারী অধিক সাহসী হইলেন তিনি ঢাকার নায়েব শাসনকর্ত্তা হস্নিনকুলি খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে মারিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এই ইচ্ছা সাফল্যার্থে প্রথমতঃ একব্যক্তি অনুগত লোককে ঐ নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐ লোক তথায় সেই মহাশয়ের ভাগিনেয়কে সর্ব্বলোকের সমক্ষে দিবাভাগে মারিয়াছিলেন অনন্তর সেরাজ উদ্দৌলা মাতামহের নিকটে হস্নিন কুলিখাঁকে মারিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন আলিবর্দ্দি উত্তর করিলেন যে তাঁহার প্রভু নেয়াইস মহম্মদের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে ইহা করা যাইতে পারে না এবং এই দৌরাত্ম্য করিতে নিষেধ না করিয়া এবিষয় তাঁহাকে না দেখিতে হয় এই মানসে মুরসিদাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগয়া করত রাজমহলে চলিলেন তাঁহার বৃদ্ধপত্নী সেরাজ উদ্দৌলার মাতামহী নেয়াইসের নিকটে স্বয়ং গিয়া তাঁহার নির্দ্দোষ বন্ধু এবং ভৃত্যকে মারিতে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন নেয়াইসের পত্নী জস্নিতী বেগম অন্যান্যলোকের প্রার্থনামধ্যে ঐ বিষয়ে নিজ প্রার্থনা

প্রকাশ করিলেন নেয়াইস এই সকল লোকের নিবেদনদ্বারা পরাজিত হইয়া অনুমতি করিলেন সেরাজ উদ্দৌলা ঐ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাটী গমনকালে হসিন কুলিখাঁর গৃহের নিকটে গিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া নিজসম্মুখে টুকরা২ করিয়া কাটিতে আজ্ঞা করিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার এক অন্ধভ্রাতাকে আনাতে তাহাকেও ঐরূপ করিলেন মুসলমান্‌ইতিহাসবেত্তা কহেন যে এই সকল অসঙ্গত হত্যাতে আলিবর্দ্দির পরিবারে পরমেশ্বরের শাপ হইল কিঞ্চিদনন্তর নেয়াইস মরিলেন দুইমাসমধ্য তাঁহার ভ্রাতা সায়দ আহম্মদ পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা মরিলেন আলিবর্দ্দি দৌহিত্রের চরিত্রদ্বারা ভগ্নচিত্ত হইয়া এবং দুই ভ্রাতৃপুত্রের মরণে শোকাত্তর হইয়া ১৭৫৬ শালের ৯ আপ্রিলে লোকান্তরগত হইলেন ॥

আলিবর্দ্দির যুদ্ধে ও সন্ধিতে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এবং লোকযাত্রায় উত্তম শক্তি ছিল ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে তিনি পঞ্চসপ্ততি বর্ষবয়সে উড়িস্যামধ্যে সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন বাঙ্গালার রাজ্যপ্রাপ্তির পর দশ বৎসরপর্য্যন্ত ভিন্নদেশীয় শত্রু বা নিজ বঞ্চকসেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধে ক্রমিক নিযুক্ত ছিলেন অনন্তর অন্তিম পঞ্চবর্ষমধ্যে কোন বিরোধ ছিল না তাহাতেও তাঁহার কর্ম্ম

অতিশয় প্রশংসনীয় ছিল তাঁহার সেনাপতি মুস্তাফা-খাঁ কলিকাতার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে পুনঃ২ উত্তেজনা করিতেন তাহাতে তিনি সর্ব্বদাই উত্তর করিতেন যে স্থল মধ্যে তাঁহার অধিক কর্ত্তব্য আছে ও এসময়ে সমুদ্রে অগ্নি দিলে কে নির্বাণ করিবে তিনি আর বলিতেন যে ইংরাজদিগের সমুদ্রে যে সামর্থ্য আছে তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিলে সেই শক্তিদ্বারা এতদ্দেশীয় বণিক্‌দিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হইবে তাঁহার রাজ্যকালে ফরাসিরা ওলন্দাজেরা ও ইংরাজেরা নির্ব্বিরোধে সুরক্ষিত ছিলেন কেবল দুইবার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে তাড়াইতে ধনের আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগহইতে সাহায্য লইয়াছিলেন তাঁহার মনে উদয় হইত যে তিনি যে রাজ্য পাইয়াছেন তাহা তাঁহাদের হস্তগত হইবে যেহেতু তাঁহার দৌহিত্র ইংরাজদিগের অহিতেচ্ছু ছিলেন তাহা তিনি জানিতেন একারণ তাঁহার ভয়প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার মরণোত্তর ইউরোপীয়েরা হিন্দুস্থানের নিকট-পর্য্যন্ত অধিকার করিবেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক মহৎ ভ্রম এই ছিল যে অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত দৌহিত্রের প্রতি হতজ্ঞান হইয়া স্নেহ করিতেন কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে তিনি ঐ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন যখন তিনি মরণশয্যায় ছিলেন তখন তাঁহার কোন ভৃত্য তাঁহার উত্তরাধি-

কাসিমের নিকটে তাঁহাকে সোপরোধ করিতে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমার মরণোত্তর সেরাজ উদ্দৌলাকে যদি তাঁহার মাতামহীর সহিত তিন দিবসপর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে থাকিতে দেখহ তবে তোমার আপনার শুভাশা করিতে পারিবে ।।

দশম অধ্যায়

ঐ সময়ে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত ছিল আলিবর্দ্দিখাঁ অতিসাহসিক যোদ্ধা ও উত্তম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালা জয় করিতে নাপারেন এনিমিত্তে দশবৎসরপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাতে পুনঃ২ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিলেন কিন্তু তথাপি অবশেষে তাঁহাকে সন্ধিপূর্ব্বক প্রতিবৎসর রাজস্ব রূপে দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিতে হইল তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববৎসরে তাঁহার রাজ্য তিন শুবার মধ্যে উড়িস্যা একেবারে ত্যাগ করিতে হইল অনন্তর তাঁহার সিংহাসনে চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক অহঙ্কারী ক্রূর দুর্বল ও দুরাচারী এক বালক আরূঢ় হইলেন তাঁহার কেবল আত্মসুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না অতএব বাঙ্গালা ও বেহার তাঁহার অধিকারে রাখা অসাধ্য হইল ঐ সুখ্যাত আলিবর্দ্দি মরাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্বার উপদ্রোহ করিতে আরম্ভ করিল এবং এতদ্দেশ ঐ ক্রূরদিগের হস্তগত

হইবার নানা প্রকার সুযোগ হইল কিন্তু ঈশ্বরীয় ইচ্ছা তাহার বিপরীত হইল বাঙ্গালার রাজ্য ও অবশেষে হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য অতঃপরে ইংরাজদিগের হই-বার উপক্রম হইল আলিবর্দ্দির মৃত্যুকালে ইংরাজ-দিগের ভারতবর্ষের প্রভু হইবার কোন আশা ছিল না তাঁহারা যেরূপে ক্রমে২ এতদ্দেশ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা আমরা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করি।।

১৭৫৬ শালের ১০ আপ্রিলে সেরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার ও বেহারের রাজা হইলেন তৎকালে দিল্লীর মহারাজ এমত ক্ষীণাবস্থায় ছিলেন যে নূতন শুবাদার তাঁহা হইতে অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা নিরাবশ্যক বুঝিলেন শুবা-দার রাজ্যের প্রথমতঃ তাঁহার পিতৃব্য নেযাইস মহম্মদের পত্নীর সমস্ত ধন অপহরণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করি-লেন ঐ রমণীর স্বামী ষোড়শ বৎসরপর্য্যন্ত ঢাকার শাসনকর্ত্তা থাকিয়া অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া লোকান্তরগত হইলে তিনি পতিধনে অধিকারিণী হইয়াছিলেন ঐ ধনরক্ষার্থে তিনি যেসকল সৈন্য রাখিয়া-ছিলেন তাহারা আবশ্যকসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল সুতরাং সমুদায় সম্পত্তি নির্ব্বিরোধে শুবাদারের পুরীতে প্রেরিত হইল এবং ঐ রমণী বাসস্থান হইতে দূরীকৃত হইলেন রাজবল্লভ ঢাকায় নেযাইস মহম্মদের নায়েব থাকিয়া মুসলমানদিগের রাজ্যকালে যেরূপ

রীতি চলিত ছিল তদনুসারে সমুদায় দেশ লুট করিয়া অধিক ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমরা বর্ণনা করিয়াছি যে ১৭৫৬ শালের প্রথমে নেয়াইসের মৃত্যু হয় আলিবর্দ্দি তখন সিংহাসনে ছিলেন কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল রাজবল্লভ তৎকালে মুরসিদাবাদে থাকাতে সেরাজ উদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাগৃহে স্থাপন করিয়া ঢাকায় তাঁহার সম্পত্তি আটক করিতে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ঐ সম্বাদ শুনিয়া সমুদায় ধন ও পরিবারলোক নৌকায় তুলিয়া গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ তীর্থে গমনচ্ছলে কলিকাতায় আসিলেন ১৭ মার্চ তথায় আসিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা ড্রেক্‌সাহেবদ্বারা ঐ নগরে বাস করিতে অনুজ্ঞাত হইলেন এবং পিতার মোচন সম্বাদ যেপর্য্যন্ত না শ্রবণ করেন তাবৎ তথায় থাকিতে স্থির করিলেন সেরাজউদ্দৌলা ঐ ধন বিহস্ত হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন যে কৃষ্ণদাস শীঘ্র দূরীকৃত হইবেন ঐ মনুষ্য কোন বিশ্বাস জনকলিপিব্যতিরেকে আসাতে ড্রেক্ সাহেব তাঁহাকে নগরহইতে বহির্ভূত করিলেন ॥

অনন্তর ইউরোপহইতে সম্বাদ আসিল যে অতি অল্পকালের মধ্যে ইংরাজদিগের ফরাসিদের সহিত যুদ্ধ হইবে ফরাসিরা নদীতীরে অতিবলবান্ ছিলেন

এবং ইংরাজদিগের কলিকাতায় যে সৈন্য ছিল চন্দ্র-
নগরে তাঁহাদের তাহার দশগুণ ছিল অতএব ইংরাজেরা
দুর্গ শুধরিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই সমাচার তৎ-
কালে সিংহাসনস্থিত দুরন্ত বালকের কর্ণগোচর শীঘ্র
হইল শুবাদার সর্ব্বদাই ইংরাজদিগের দ্বেষী ছিলেন
তিনি কঠীনরূপে ড্রেক্ সাহেবকে একপত্র লিখিলেন
তাহাতে আজ্ঞা করিলেন যে নূতন দুর্গ কদাচ করিবেন
না ও পুরাতন দুর্গ ভগ্ন করিবেন এবং অবিলম্বে কৃষ্ণ
দাসকে সমর্পণ করিবেন॥

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সেরাজ উদ্দৌলার পিতৃব্য
সায়দ আহম্মদ আলিবর্দ্দির দুই এক মাস পূর্ব্বে মরি-
য়াছিলেন ও তাঁহার সমুদায় ধন সৈন্য এবং পুরণীয়ার
রাজত্ব নিজপুত্র শোকতজঙ্গকে দিয়াছিলেন এবং
তিনিও তাঁহার পিতৃব্যপত্র শুবাদার হইবার কিঞ্চৎ
পূর্ব্বে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন উভয়েই
তুল্যরূপে কর্কশ ক্রূর ও নির্বুদ্ধি ছিলেন অতএব তাঁহারা
পরস্পর মিলনপূর্ব্বক অধিক কাল থাকিতে পারিবেন
না ইহা স্পষ্ট হইল। সেরাজ উদ্দৌলা পদপ্রাপ্তিমাত্রে
মাতামহের সমুদায় ভৃত্য ও সেনাপতি দিগকে বিদায়
করিয়া অতিলম্পটস্বভাব যুবাপুরুষ দিগকে অনুগ্রহ
পাত্র করিলেন তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে দুষ্কর্ম্মে সাহস
প্রদান করিত তাহারা প্রতিদিন অবিচার ও নিষ্ঠুরতা

করিতে অনুরোধ করিত এইরূপে কোন মনুষ্যের ধন ও কোন স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা পাইতনা। এতদ্দেশীয় প্রধান লোকেরা এইসকল উপদ্রোহ সহ্যকরিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্যকোন লোককে ঐসিংহাসনে নিযুক্ত করিতে পারেন এমত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন তাঁহাদের দৃষ্টি শোকতজঙ্গের প্রতি হইল যদ্যপিও তিনি সেরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা উত্তম ছিলেন না তথাপি তাঁহারা মঙ্গলের আশা করিয়াছিলেন। অবিলম্বে যড়যন্ত্র হইল এবং তাঁহাকে এই সকলদেশের নাজিম করিতে মহারাজার অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনায় দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল ঐ নিবেদন পত্রে প্রতি বৎসর মহারাজকে এককোটী মুদ্রা পাঠাইতে স্বীকার ছিল অতএব সুসিদ্ধ হইল।

সেরাজ উদ্দৌলা এইষড়যন্ত্র জানিতেপারিয়া তৎক্ষণাৎ নিজসৈন্য সংগ্রহকরিয়া পূরণীয়ার প্রতি চলিলেন ও জ্যেষ্ঠতাতপুত্রকে নষ্টকরিতে স্থিরকরিলেন যখন সৈন্যেরা রাজমহল পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গাপার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল তখন সেরাজ উদ্দৌলা কলিকাতার শাসনকর্ত্তা ড্রেকসাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তর পাইলেন তাহাতে দৃঢ়রূপে লিখিত ছিল যে তিনি শুবাদারের আজ্ঞামতে চলিবেননা এই উত্তর প্রাপ্তিমাত্রে তাঁহার অসীমক্রোধ হইল পরে

ইংরাজদিগকে রাজ্যের অপকারিদিগের আশ্রয় দান-জন্য ও তাঁহার রাজ্যে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিয়াছেন এজন্য দোষী করিয়া তাঁহাদের মূলোৎপাটন করিতে ভয় দেখাইলেন এবং তথাকার শিবির ভঙ্গপূর্ব্বক নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন আগমনকালে কাশীম-বাজারের কারখানা লুট করিলেন এবং যে সকল ইউরো-পীয় লোকদিগকে তথায় পাইলেন তাহাদিগকে কারা-লয়ে স্থাপন করিলেন ॥

কলিকাতায় ইংরাজেরা যষ্টি বর্ষহইতেও অধিক কালপর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে থাকাতে মনোযোগের অল্পতাপ্রযুক্ত তাঁহাদের দুর্গ নষ্ট হইতে ছিল তঁহারা এমত আপৎশূন্য হইয়াছিলেন যে ভিত্তির অশীতি-হস্তমধ্যে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহা-দের রক্ষক একশত সপ্ততি মনুষ্য ছিল তাহার মধ্যে যষ্টিজনমাত্র ইউরোপীয় । তাঁহাদের বারুদ পুরা-তন ও নষ্টপ্রায় হইয়াছিল কামান সকল মলিন হইয়াছিল। সেরাজউদ্দৌলা ঐ নগরের আক্রমণার্থে চত্বারিংশৎ বা পঞ্চাশৎসহস্র সৈন্যের সহিত ও উত্তম একদলগোলেন্দাজের সহিত আসিতেছিলেন ইংরা-জেরা দেখিলেন যে কোনমতে বাধাদিবার উপায় নাই একারণ সন্ধিপ্রার্থনায় পনঃ২ পত্র প্রেরণ করিলেন

এবং অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু শুবা-দার কিছু শুনিলেন না তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে একেবারে তাঁহাদের শেষ করিবেন অতএব কোন উত্তর নাপাঠাইয়া ক্রমিক আসিতেছিলেন। ১৬ জুন তাঁহার অগ্রসর সৈন্যেরা চিত্পুরে উপস্থিত হইল কিন্তু ইং-রাজেরা গড়ের বহির্ভাগে কতিপয় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারা ঐ সৈন্যমধ্যে এমত গোলা বর্ষণ করিল যে তাহারা তথাহইতে পলায়ন করিয়া দমদমায় শিবির করিল ।।

১৭তারিখ শুবাদারের সৈন্যেরা নগর বেষ্টন করিয়া পরদিন চতুর্দিগে আক্রমণ করিল পরে ভিত্তির নিক-টস্থ গৃহসকল অধিকার করিয়া এমত ভয়ানক অগ্নি রক্ষা করিল যে কোন জন দুর্গোপরি বহির্ভূত হইতে পারিল না ঐ দিবসে অধিক লোক মারা পড়িল এবং অনেকে আহত হইল মুসলমানেরা গড়ের বহিরংশ অধিকার করাতে ইংরাজদিগের গড়মধ্যে প্রস্থান করিতে হইল রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দিগস্থ কতিপয় বৃহৎগৃহে অগ্নিপ্রদান করাতে অতিশয় উত্তাপ হইল কর্ত্তব্যের অবধারণার্থে যুদ্ধসভা প্রস্তুত হইল সেনাপতিরা কর্ত্তব্য স্থির করিতে নাপারিয়া কহিলেন যে পলায়ন ব্যতিরেকে রক্ষা নাই এতদ্দেশীয় বহুলোক দুর্গমধ্যে থাকাতে যে খাদ্যদ্রব্য ছিল তাহা

সপ্তাহের অধিক হইতে পারে না অতএব দুর্গের ধারে যে সকল নৌকা ছিল তদুপরি পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমতঃস্ত্রীলোকদিগকে তুলিয়া পরে পরুষেরা অরোহণ করিয়া এনগর পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলেন কিন্তু ঐ দুর্গ মধ্যে এমত কোন প্রধান লোক ছিলেন না যে ঐ যাত্রা নির্বাহ করেন সকলেই আজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন আজ্ঞা শুনিতে কেহই ছিলেন না ঐ সময়ে স্ত্রীলোকেরা নৌকায় উঠিলেন দুর্গস্থিত লোকেরা ও নৌকাস্থিত লোকেরা তল্যরূপে ভীত হইলেন তীরস্থিত প্রত্যেকেই বেগে ধাবমান হইলেন নাবিকেরা শীঘ্র নৌকা বাহির করিতে লাগিলেন সকলেই আপন২ রক্ষাচিন্তা করিয়া যে নৌকা প্রথমে পাইলেন তাহাতেই উঠিলেন শাসনকর্ত্তা ড্রেকসাহেব ও সেনাপতিরা প্রথমতঃ পলায়ন করিলেন অতি অল্পকালের মধ্যে সমদায় নৌকা প্রস্থান করিল কতিপয় জাহাজের নিকটে ও কতিপয় হাওড়ায় চলিল কিন্তু অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক সৈন্য ও ভদ্রলোকেরা পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন যখন শাসনকর্ত্তার পলায়ন বিদিত হইল অবশিষ্টেরা একত্র হইয়া হালওএল সাহেবকে প্রভু করিলেন। পলায়িত লোকেরা যেসকল জাহাজে ছিলেন সেসকল জাহাজ নদীর এক ক্রোশ দূরে গিয়া নোঙ্গর করিয়াছিল ১৯ জুন বিপক্ষেরা পুনর্বার আক্রমণ করিয়া তাড়িত হইল

অতএব তথায় আসিয়া সৈন্যদিগের উদ্ধারার্থে জাহাজে ইঙ্গিত প্রেরিত হইল এবং তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইত কিন্তু যে দুইদিনপর্য্যন্ত দর্গ স্ববশে ছিল তন্মধ্যে পোতস্থিত লোকেরা যাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের রক্ষার্থে কোন চেষ্টা করিলেন না তাঁহাদের একমাত্র আশা ছিল যে রায়লজর্জ্জ নামক জাহাজ চিত্পুরে নোঙ্গর করিয়াছিল হালওএল সাহেব ঐ জাহাজকে গড়ের ধারে আসিতে আজ্ঞা করিয়া দুইজন ভদ্রলোককে পাঠাইলেন কিন্তু ঐ জাহাজ আসিবার কালে পথিমধ্যে ভূমিতে এমত রুদ্ধ হইল যে পুনর্বার তাহার মোচন হইল না এই রূপে ঐ হতভাগ্য সৈন্যদিগের শেষ আশাও নষ্ট হইল ১৯ তারিখ রাত্রি কালে বিপক্ষেরা দুর্গের চতুর্দিগস্থ অবশিষ্ট গৃহসকলে অগ্নিপ্রদান করিল ২০ তারিখ পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর আক্রমণ করিল হালওএল সাহেব তাহাদের বাধার চেষ্টা বিফল দেখিয়া শুবাদারের সেনাপতি মাণিক-চন্দ্রের নিকটে সন্ধিনিমিত্তে এক পত্র পাঠাইলেন দুইপ্রহর চতুর্থ ঘণ্টার সময়ে শত্রুদিগের এক জন দাহনিবারণার্থে ইঙ্গিত করাতে ইংরাজেরা বোধ করিলেন যে সেনাপতিহইতে উত্তর আসিয়া থাকিবে একারণ কামানে অগ্নিদান রোধ করিলেন কিন্তু তাঁহারা এইরূপ করিবামাত্রে বিপক্ষেরা

ভিত্তির নিকটে আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল একঘণ্টার মধ্যে দুর্গে তাঁহাদের অধিকার হইল অনন্তর তাঁহারা তথাকার গৃহসকল লুট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন পঞ্চমঘটিকার সময়ে সেরাজ উদ্দৌলা এক দোলায় আসিলেন তাঁহার সম্মুখে ইউরোপীয়েরা আনীত হইল হালওএল সাহেবের হস্ত বদ্ধ ছিল কিন্তু শুবাদার তাহা মোচন করিতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে তাঁহার মস্তকের এক গাছি কেশ কেহ স্পর্শ করিবেনা এবং কহিলেন কি আশ্চর্য্য যে অতিঅল্প মনুষ্য চারিশতগুণে অধিকসৈন্যের সহিত এতাবৎ কালপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল তিনি সহজমূর্ত্তিতে দরবার আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণদাসকে তাঁহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন ইংরাজদিগের প্রতি আক্রমণের এক প্রধান কারণ এই ছিল যে তাঁহারা ঐ মনুষ্যকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অতএব বোধ হইয়াছিল যে ঐ ব্যক্তির কঠিন দণ্ড হইবে কিন্তু নবাব তাহাব্যতিরেকে তাঁহাকে এক সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ দিলেন।

এবং ষষ্ঠঘটিকার পরে সপ্তম ঘটিকার মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন ও এতদ্দেশীয় একসেনাপতির অধীনে ঐ দুর্গ সমর্পণ করিলেন তথায় ঐ সময়ে একশত ছয়চল্লিশ জন ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন তাহার মধ্যে একজন স্ত্রী লোক ও দ্বাদশজন আহত সেনাপতি

ছিলেন ঐঅধিকৃত মহাশয় রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে নিরুদ্বেগে রাখিতে স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন অপরাধি সৈন্যদিগের আসেধের নিমিত্তে ঐ দুর্গমধ্যে এক গৃহ ছিল তাহার দৈর্ঘ দ্বাদশ হস্ত ও বিস্তার নয় হস্ত মাত্র এবং বায়ু গমনার্থে প্রতিদিগে এক২ গবাক্ষ ছিল এই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে অতিগ্রীষ্মসময়ে মুসলমানেরা সমুদায় ইউরোপীয়দিগকে রুদ্ধ করিলেন সুতরাং ঐ রজনীতে অসম্ভব ক্লেশ হইল বন্দীরা অবিলম্বে অনিবার্য্য পিপাসাগ্রস্ত হইলেন এবং রক্ষকদিগহইতে যে জলপ্রাপ্ত হইলেন তাহাতে কেবল হতজ্ঞান করিল প্রতিজন নিঃশ্বাসনিঃক্ষেপার্থে গবাক্ষদ্বারের নিকটে যাইতে বিবাদ করিতে লাগিলেন এবং একেবারে এই যাতনারশেষ করিতে রক্ষকদিগের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহাদিগকে দগ্ধ করেন একে২ অনেকেই মরিয়া পড়িলেন অবশিষ্টেরা ঐশবসমূহোপরি দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস,নিঃক্ষেপের স্থান পাইলেন তদ্দ্বারা অল্পলোক বাঁচিয়া ছিল পরদিন প্রাতঃকালে যখন দ্বার মোচন হইল একশত ছয়চল্লিশ লোকের মধ্যে কেবল ত্রয়োবিংশতি জীবদ্দশায় ছিলেন ব্লাক-হোল নামে হত্যা অর্থাৎ বাঙ্গালিরা গর্ত্ত দ্বারা মারিয়াছিলেন সে এই ঐ কলিকাতার লটে বহু ক্লেশদিয়াছিল এবং সকলদেশে সকলমনুষ্যের অভি-

নব তুল্য ঐদুঃখের স্মরণ আছে ও প্রায় এই বিষয়ের নিমিত্তে সেরাজ উদ্দৌলা ক্রুরতায় রাক্ষস তুল্য হইয়াছেন কিন্তু তিনি পরদিন প্রাতঃকালাবধি এই ঘোরতর ব্যাপারের কিছুই জানিতেননা সমুদায় দোষ মাণিকচাঁদনামক হিন্দু করিয়াছিলেন কারণ ঐ নিশিতে দুর্গ তাঁহার আধীনে ছিল ২১ জুন প্রভাতে নবাব ঐ অবস্থা শুনিয়া অতিশয় অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেসকললোক ব্লাকহোলে রুদ্ধ হইয়াও বাঁচিয়াছিলেন হালওএল সাহেব তন্মধ্যে একজন ছিলেন শুবাদার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনস্থান প্রকাশকরিতে কহিলেন কিন্তু তথায় পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা মাত্রপাওয়াতে শুবাদারের আশ্চর্য্য বোধ হইল। সেরাজউদ্দৌলা নয়দিবসপর্য্যন্ত কলিকাতার নিকটে থাকিয়া ঐ স্থানের নামআলিনগর রাখিয়ামুরশিদাবাদে প্রত্যাগমনকরিলেন ২ জুলাই তিনি গঙ্গাপারহইয়া ওলন্দাজদিগকে ও ফরাসিদিগকে আনুকূল্য করিতে কহিলেন ও যদি তাঁহারা অস্বীকার করেন তবে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সেইরূপ করিবার ভয় দেখাইলেন ওলন্দাজেরা সার্দ্ধ চারি লক্ষ মুদ্রা ও ফরাসিরা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়া নিস্তার পাইলেন যেবৎসরে কলিকাতা অধিকার হইল ও ইংরাজেরা বাঙ্গালাহইতে দূরীকৃত হইলেন সেই বৎসরে অর্থাৎ

১৭৫৬ শালে ডেনেরা ভূমির সনন্দ পাইয়া শ্রীরামপর নগর আরম্ভকরিলেন ॥

শুবাদার জয়দ্বারা প্রফল্ল হইয়া মুরসিদাবাদে আসিয়া পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শোকৎ-জঙ্গের প্রতি নূতন আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন তাঁহার সহিত বিরোধোত্থাপন করিতে আপনার এক ভৃত্যকে তথাকার ফৌজদার করিয়া জ্যেষ্ঠতাত পুত্রকে আজ্ঞাকরিলেন যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে তৎকর্ম্ম করিতে স্থাপন করিবেন তাহাতে ঐ বালক ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উত্তর লিখিলেন যে তিনি ব্যবস্থামতে এতদ্দেশের শুবাদার হইয়া দিল্লীহইতে নিয়োগ পত্র পাইয়াছেন এবং নবাবকে আজ্ঞা করিলেন যে তিনি মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমনকরেন সেরাজ উদ্দৌলা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একনিমেষ বিলম্ব ব্যতি-রেকে সৈন্যদিগের সহিত একত্র হইয়া পূরণীয়ায় যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন শোকত্জঙ্গও নিজসৈন্যদিগের প্রেরণ করিলেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ কিছুমাত্র জানিতেননা ও কোনজনেরপরামর্শশুনিতেননা তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইয়া এক দৃঢ়স্থানে উপস্থিত হইলেন ঐ স্থানের সম্মুখে এক মাঠ ছিল ও তাহাতে কেবল একমাত্র সেতু ছিল তথায় সৈন্যেরা শিবির করিল কিন্তু তাহাদের কোন কর্ত্তা ছিল না সুতরাং প্রকৃতকর্ম্মের

কোনপ্রস্তাব হয় নাই সেনাপতিদিগের যে২ স্থান ভাল বোধ হইল সেই২ স্থানে নিজ২ সৈন্য স্থাপন করিলেন অবশেষে সেরাজউদ্দৌলারসৈন্যেরা ঐ মাঠের সম্মুখে আসিয়া শত্রুদিগের প্রতি কামান করিতে আরম্ভ করিল বৃহৎ কামানদ্বারা শোকত্‌ জঙ্গের সৈন্যেরা অত্যন্তবিরক্ত হইল তাহাতে তিনি নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগকে মাঠ উর্ত্তীর্ণ হইয়া সংগ্রাম করিতে আজ্ঞাকরিলেন তাহারা বহুক্লেশে জলকর্দ্দম পারহইয়া শুষ্কভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্রে সেরাজউদ্দৌলার সৈন্যেরা চতুরতাপূর্ব্বক তাহাদের আক্রমণ করিল এই তুমুলযুদ্ধকালে শোকত্‌জঙ্গ স্ত্রীলোকদিগের সহিত আনন্দভোগ করিতে তাঁবুমধ্যে গিয়া মদ্যপানে এমত মত্ত হইলেন যে সহজরূপে বসিতে শক্তি রহিল না তাঁহার সেনাপতিরা পশ্চাৎ২ আসিয়া সৈন্যদিগের আধিপত্য করিতে অনুরোধ করিলেন অনন্তর তাঁহাকে এক গজোপরি বসাইলেন ও একভৃত্যকে তাঁহার অবলম্বনার্থে নিযুক্ত করিলেন এই রূপে তিনি মাঠের ধারপর্য্যন্ত আসিবামাত্রে বিপক্ষের সৈন্য হইতে এক গোলা আসিয়া কপালে লাগাতে তিনি হাওদার উপরে মরিয়া পড়িলেন সৈন্যেরা তাঁহার নিপাত দেখিয়া শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিল দুই দিবসপরে শুবাদারের সেনাপতি মোহনলাল পুরণীয়া অধিকার

করিয়া তাহাতে প্রাপ্ত প্রায় নবতিলক্ষ মুদ্রা ও শোকত্জঙ্গের রমণীসকল মুরসিদাবাদে পাঠাইলেন সেরাজ-উদ্দৌলা এই যুদ্ধে হতসাহস হইয়া রাজমহলের অধিক গমন করেননাই কিন্তু তাঁহাদ্বারাই বিজয় হইল এমত বিশ্বাস করিয়া বিপুলআড়ম্বরীপূর্ব্বক মুরসিদাবাদে আসিলেন ।।

আমারা এক্ষণে ইংরাজদিগের বিষয় বর্ণনাকরি কলিকাতা আক্রমণ করাতে তাঁহাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল ড্রেক্ সাহেব লজ্জিতরূপে স্বদেশীয় লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজহইতে সাহায্যপ্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিয়া নদীমুখে পোতোপরি বদ্ধ লোকের সহিত ছিলেন কিন্তু তথায় রোগদ্বারা অধিক লোক মারা পড়িল ।।

কলিকাতায় যেদুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহার সম্বাদ মাদ্রাজে যাইবামাত্রে তথাকার শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সভা ভয়ে নিমগ্ন হইলেন তাঁহারা সকলবিষয়েই বিপদ দেখিলেন কারণ ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিদিন প্রবল হইতে ছিল কিন্তু পণ্ডিচরিতে ফরাসিরা যদ্যপিও অতিবলবান ছিল ও যদ্যপিও নিজসৈন্য অতি অল্প ছিল তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালায় সাহায্য প্রথমতঃ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কতিপয় পোত প্রস্তুতপুরঃসর কিয়ৎ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন

ওয়াট্‌সন্ সাহেব নাবিক সেনাপতি হইলেন এবং কর্ণেল ক্লাইব সাহেব ভূমিচরসেনার অধ্যক্ষ হইলেন তিনি ত্রয়োদশ বৎসরপূর্ব্বে ও অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃ ক্রমে ভারতবর্ষে সভ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন পরে তিনি রণেচ্ছুক থাকাতে যুদ্ধকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া মহৎযোদ্ধাস্বরূপে খ্যাত হইলেন বাঙ্গালায় আসি-বার সময়ে তাঁহার বয়স একত্রিংশৎবর্ষ ছিল তিনি বয়সে বালক কিন্তু ব্যবহারে অতিপ্রাচীন ছিলেন। মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতেই অধিককাল যাপন হইল ১৭৫৬ শালের আকটোবর মাসের পূর্ব্বে জাহাজ সকল বাহির হইতে পারে নাই পরে উত্তর পূর্ব্বদেশহইতে বায়ু হওয়াতে তাঁহাদের কলিকা-তায় আসিতে ছয় সপ্তাহ হইল এবং সকল জাহাজ আসিলেও দুইখান অতিবিলম্বে আসিল কলিকাতা নগর উদ্ধারার্থে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমুদায়ে নয় শত ইউরোপীয় ও পঞ্চদশ শত এতদ্দে-শীয় সিপাই ছিল ২০ ডিসেম্বর তাঁহারা ফলতায় আসি-লেন ২৮ তারিখ মায়াপুর পর্য্যন্ত আসিলেন ঐ স্থানে তৎকালে মোগলদিগের এক দুর্গ ছিল ক্লাইব সাহেব রাত্রিযোগে সমুদায় সৈন্য অবতারণ করিলেন কিন্তু তথাকার পথপ্রদর্শকেরা তাঁহাকে কুপথে লইয়াগিয়াছিল একারণ তাঁহারা ঐ দুর্গের নিকট

যাইবার পূর্ব্বে সূর্য্যোদয় হইল শুবাদারের সেনাপতি মাণিকচাঁদ অচিন্তনীয়রূপে কলিকাতাহইতে আসিয়া তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন তাঁহার সৈন্যেরা যদি উচিত কর্ম্ম করিতে পারিত তবে ইংরাজেরা পরাজিত হইতেন ক্লাইব সাহেব অবিলম্বে বিপক্ষেরপ্রতি কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন পরেএকগোলা মাণিকচাঁদের হাওদার মধ্যদিয়া যাওয়াতে তিনিঅতিশয়ভীত হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলেন অনন্তর শঙ্কাপ্রযুক্ত তৎস্থলেও থাকিতে অসমর্থ হইয়া পঞ্চশত লোক রক্ষক রাখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক মুরসিদাবাদে প্রভুর নিকটে গমন করিলেন ক্লাইব সাহেব স্থলপথে কলিকাতায় চলিলেন কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে জাহাজসকল আসিয়া দুইঘণ্টার মধ্যে ঐ স্থান জয় করিয়াছিল এবং ১৭৫৭ শালের ২ জানুয়ারি তথাকার লোক সকল নাবিক সেনাপতির অধীন হইল এইরূপে এক মনুষ্যের নাশব্যতিরেকে কলিকাতা পুনঃ প্রাপ্ত হইল ॥

। একাদশঅধ্যায় ।

ক্লাইব সাহেব উত্তমরূপে জানিতেন যে নবাবকে ভয়প্রদর্শণ না করিলে তিনি কদাচ সন্ধি করিবেন না অতএব কলিকাতা পুনঅধিকারের দুইদিবসপরে তৎকালে প্রধানবাণিজ্যের ও অধিকধনের স্থান হুগলি-

নগর লুট করিতে জাহাজ ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহা বোধ হইতেছে যে কলিকাতা অধিকারের পরে তিনি মুরসিদাবাদে সেটদিগের নিকটে সমাচার পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহারা ইংরাজদিগের ও নবাবের মধ্যস্থ হইয়া সন্ধি নিষ্পন্ন করেন এবং ইহাও উক্ত আছে যে সেরাজউদ্দৌলা প্রথমতঃ আনন্দের সহিত তাঁহাদের পরামর্শ শুনিতেন কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ক্লাইব সাহেব হুগলি স্থিত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিয়া লুট করিয়াছেন তখন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্রা করিতে সৈন্যদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন তিনি ৩০ জানুয়ারি সসৈন্যে হুগলিতে নদীপার হইয়া ২ ফিব্রুয়ারি ক্লাইবের শিবির হইতে পাদক্রোশমধ্যে আসিয়া নগরের পশ্চাৎভাগে তাঁবু ফেলিলেন ক্লাইবের সৈন্য তৎকালে সপ্তশত ইউরোপীয় ও দ্বাদশ শত এতদ্দেশীয় ছিল কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশিৎ সহস্র ছিল সেরাজউদ্দৌলা আসিবামাত্রে ক্লাইব সাহেব সন্ধিপ্রস্তাব করিতে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন এবং সামঞ্জস্য করিতে ইচ্ছা জানাইলেন এইরূপে নবাবের নিকটে দূত প্রেরিত হইল তাহাতে যদ্যপিও তাঁহার সন্ধিবিষক উক্তি ছিল তথাপি তাঁহারা স্পষ্টরূপে দেখিলেন যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সে-

রূপ নহে তাঁহার আগমনে কলিকাতার চতুর্দিগস্থ লোকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ইংরাজদিগের খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল অতএব ক্লাইব সাহেব নবাবের প্রতি একবার আক্রমণ করা উচিত বুঝিয়া ৪ ফিব্রুয়ারি রাত্রিকালে নাবিকসেনাপতির জাহাজে গিয়া তাঁহাহইতে ছয়শত নাবিক লোক লইয়া রাত্রি দুইপ্রহর একঘণ্টার সময়ে তাহাদিগের সহিত তীরে অবতরণ করিলেন দ্বিতীয় ঘটিকার সময়ে সমুদায় সৈন্যেরা অস্ত্রধারী হইল এবং চতুর্থ ঘটিকায় নবাবের শিবিরের প্রতি ধাবমান হইল ক্লাইব সাহেব সমুদায়ে সার্দ্ধত্রয়োদশ শত ইউরোপীয় ও অষ্টশত সিপাইর সহিত বিংশতিগুণে অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে সাহসপূর্ব্বক গমন করিলেন শীতান্তে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপ ঐ প্রভাতকালে এমত নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল যে কোন মনষ্য সম্মুখে ছয়হস্তপর্য্যন্ত দেখিতে পাইতনা এইরূপসময়ে ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে২ বিপক্ষের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহাদের সর্ব্বসমেত দুইশত বিংশতি লোক মারা পড়িল ও আঘাত পাইল কিন্তু নবাবের ইহাহইতে অতি অধিক অংশ নষ্ট হইল এই সাহসপূর্ব্বক আক্রমণে নবাব অসম্ভবভীত হইয়া দেখিলেন যে কিরূপ সাহসিক শত্রুর সহিত তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন এবং

তৎক্ষণাৎ চারি ক্রোশ দূরে শিবির নাড়িয়া লইলেন ক্লাইব পুনর্বার আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু সেরাজউদ্দৌলা যুদ্ধে মনঃপীড়া পাইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া ৯ ফিব্রুয়ারি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন ঐ সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা পূর্ব্ববৎ সমুদায় ক্ষমতা পাইলেন তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে আনিতে পথিমধ্যে শুল্ক রহিত হইল এবং কলিকাতা সুরক্ষিত করিয়া মুদ্রালয় স্থাপন করিতে অনুমতি পাইলেন এবং নবাব যেসকল দ্রব্য লইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে প্রতিদান করিতে হইল ও যেসকল দ্রব্য নষ্ট হইয়াছিল তাহার মূল্য দিতে হইল এইসকল সন্ধি নিয়ম নবাবের পক্ষে অতি অনুকূল ছিল কারণ তিনি বুঝিলেন যে ইংরাজেরা বিজয়ী হইয়াছেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব জানিতেন যে ইউরোপে ইংরাজদিগের ফরাসিদের সহিত যুদ্ধআরম্ভ হইয়াছে এবং তাঁহার যাবৎ সৈন্য ছিল চন্দ্রনগরে ফরাসিদিগেরো তাবৎ ছিল অতএব তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে নবাবহইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ।।

ঐ উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধের সমাচার কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব ফরাসিদের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে ভারতবর্ষে উভয় জাতিরা পক্ষপাতশূন্য থাকেন অর্থাৎ কেহ কাহাকে আক্রমণ করিবেনা চন্দ্রনগরের

শাসনকর্ত্তা উত্তর করিলেন যে তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিতান্ত ইচ্ছুক আছেন কিন্তু যদি কোন ফরাসিদের অধিক সম্ভ্রান্ত সেনাপতি আইসেন তবে তিনি এসন্ধি ভঙ্গকরিতে পারেন ক্লাইব দেখিলেন যে এমত কোন ব্যবস্থা নাই যাহাতে নির্ভর করাযায় ও ফরাসিদিগের এতাবৎঅধিক সৈন্য যেপর্য্যন্ত চন্দ্রনগরে থাকিবে তাবৎ কলিকাতাররক্ষা কোনমতে নাই এবং তিনি জানিতেন সেরাজউদ্দৌলা কেবল ভয়প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন অতএব প্রথম অবসর হইবামাত্রেযুদ্ধোদ্যোগ করিবেন সর্ব্বদা ফরাসিদিগের সহিত বন্ধুতা করিবার চেষ্টায় ছিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থে কিয়ৎ পদাতিক প্রেরণ করিয়াছিলেন সে যাহা হউক ক্লাইব নবাবের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে তৎস্থান আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু এইরূপ করিতে অনুজ্ঞার্থে নবাবের নিকটে যে সকল প্রার্থনা হইয়াছিল তাহা তিনি ছলত সম্পন্ন করিতেন না অবশেষে নাবিক সেনাপতি ওয়াট্সন্ সাহেব তাঁহাকে একপত্র লিখিলেন যে তাঁহার যেরূপ আশা ছিল তদনুসারে সৈন্য আসিয়াছে অতএব তাঁহার রাজ্যে এমত যুদ্ধ প্রজ্বলিত করিবেন যে সমুদায় গঙ্গার জলে নির্বাণ করিতে পারিবে না ইহাতে সেরাজউদ্দৌলা অতিশয় ভীত হইয়া ১৭৫৭শালের ১০মার্চ নম্রতাপূর্ব্বক এক পত্র

লিখিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যাহা উত্তম বোধ হয় তাহাই করহ ক্লাইব সাহেব এই উত্তরকে ফরাসিদের আক্রমণার্থে অনুমতি স্বরূপ মানিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ভূমিপথে চলিলেন এবং নাবিকসেনাপতি ওয়াটসন্ সাহেব জাহাজের সহিত নদীদিয়া গিয়া ঐ নগরের প্রান্ত-ভাগে নোঙ্গর করিয়া রহিলেন ক্লাইব সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক সাহসের সহিত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন কিন্তু তৎস্থানের পরাভব প্রায় পোতদ্বারাই হইল ভারতবর্ষ-মধ্যে ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ইহা অতিউত্তমরূপ হইয়াছিল নয়দিবসপর্য্যন্ত বেষ্টনের পরে ঐ স্থান অধীন হইল এবিষয়ে এক কিম্ব-দন্তী আছে যে ইংরাজেরা উৎকোচদ্বারা ফরাসিদের সেনা ও সেনাপতিদিগকে নষ্ট করিয়া ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক চন্দনগর নাশ করিয়াছেন ইহার মূল কারণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। ইংরাজদিগের জাহাজের আগমন রোধ করিবারনিমিত্তে ফরাসিদের শাসনকর্ত্তা নদী-মধ্যে কিয়ৎ নৌকা মগ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল একস্থানে অতিঅপ্রশস্ত বর্ত্ম ছিল ও তাহা অতিঅল্পলো-কে জানিত তরণীয়নামক একজন ফরাসিদের সেনাপতি কোনকারণবশত শাসনকর্ত্তা রিনাদদ্বারা ঘৃণিত হইয়া ক্লাইবের পক্ষে আসিয়া ঐ পথের উপদেশ করি-লেন পরে ঐ ব্যক্তি ইংরাজদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত

থাকিয়া কিঞ্চিৎধন উপার্জ্জিত করিয়া ফ্রান্সদেশে বৃদ্ধপিতাকে তাহার কিয়দংশ পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা তদ্ধন বিশ্বাসঘাতকহইতে আসিয়াছে বলিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তরুণীয় এমত দুঃখিত হইলেন যে তিনি নিজদ্বারে গাত্রমার্জ্জনী গলায় দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥

সেরাজ উদ্দৌলার সহিত সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা মুদ্রালয় ও দুর্গ করিতে অনুমতি পাইলেন কিন্তু ঐ বিষয়ের নিমিত্তে পূর্ব্বে ষষ্টিবর্ষপর্য্যন্ত বৃথা যত্ন করিয়াছিলেন যে প্রাচীন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা গুপ্তভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল ঐ সন্ধির পরে ক্লাইব সাহেব এমত দুর্গ আরম্ভ করিলেন যে এতদ্দেশীয় কোন সৈন্য তাহা অধিকার করিতে না পারে ১৭৫৭ শালে তিনি অদ্যাপি স্থিত এই দুর্গ দৃঢ়তররূপে আরম্ভ করিলেন তিনি যখন ইহার কল্পনা করিলেন তখন তাহাতে কিপর্য্যন্ত ব্যয় হইবে তাহা চিন্তা করেন নাই যদ্যপিও তাহাতে ক্রমে ২ দুইকোটী মুদ্রাব্যয় হইল তথাপি একবার আরম্ভ করিয়া তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্ত করিতে পারেন নাই এবং ঐ বৎসরে এক মুদ্রালয় স্থাপিত হইল তাহাতে ১৭৫৭ শালের ১৯ আগষ্ট ইংরাজি মুদ্রা প্রথম আরম্ভ হইল ॥

ক্লাইব সাহেব বলপূর্ব্বক ইংরাজদিগের মঙ্গল

স্থাপন করিয়া স্পষ্টরূপে দেখিলেন যে ঐ উপায়-
দ্বারাই তাহা রক্ষা করিতে হইবে তিনি প্রথমতই বুঝি-
লেন যে ইংরাজেরা স্থিরতর থাকিতে পারিবেন না
তাঁহাদের অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে একারণ
করাসিরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় পাদপ্রক্ষেপ করিতে না
পারেন এমত করিতে চিন্তিত ছিলেন। দেকানদেশ-
স্থিত বুসিনামক একজন করাসি সেনাপতি অনেক
জয় করিয়া অতিশয় শক্তিমান হইয়াছিলেন সেরাজ-
উদ্দৌলা মুখে ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা প্রকাশ
করিয়া বুসিকে আহ্বান করিতেছিলেন ক্লাইব সাহেব
তাঁহার পত্র পথিমধ্যে আটক করিয়াছিলেন নবাব
ইংরাজদিগদ্বারা অপমানগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের ক্ষমা
করিতে অশক্ত ছিলেন তাঁহার ক্রোধ ক্রমে ২ অপরি-
মিত হইল তাঁহার সভাস্থিত ওয়াটস সাহেবকে একদিন
আসেধ করিবার ভয় দেখাইলেন পরদিন তাঁহাকে
সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন এবং এক
দিন ক্রোধে ক্লাইব সাহেবের পত্র ছিন্ন করিলেন
পরদিন তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া লিখিলেন
এইরূপে ইংরাজেরা দেখিলেন যে যাবৎ ঐ ইচ্ছানুযায়ী
বালক বাঙ্গালায় রাজা থাকিবেন তাবৎ তাঁহাদের
পক্ষে মঙ্গল নাই তাঁহারা আত্মরক্ষার নিমিত্তে কি
করিবেন এইরূপ চিন্তায় যখন নিমগ্ন ছিলেন তখন

অতএব নবাবের সভাস্থিত অধিকৃতলোকেরা তাঁহাদের নিবেদন করিলেন যে নবাবের লোভ ও ক্রূরতাদ্বারা তাঁহাদের মন তাঁহাহইতে পৃথক্ হইয়াছে ও তাঁহাদের ধন মান এবং জীবন বিপদ সাগরে মগ্ন হইয়াছে তাঁহারা পূর্ব্ববৎসরে শোকত্‌-জঙ্গকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে ঐকমত্য করিয়া-ছিলেন কিন্তু সে আশায় নিরাশা হইয়াছেন তথাপি তাঁহারা বিপদভয় নাকরিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনায় গুপ্তভাবে লোকপ্রেরণ করিলেন। যে-হেতু হিন্দুদিগের বোধ আছে যে তাঁহাদের জমিদারেরা সেরাজউদ্দৌলাহইতে রক্ষার্থে ইংরাজদিগের আহ্বান করিয়াছিলেন এইহেতু উচিতবোধে স্থিরতা-পূর্ব্বক লিখিতেছি যে বর্দ্ধমান নবদ্বীপ রাজসাহি প্রভৃতির কোন জমিদারেরা এইচক্রমধ্যে ছিলেন না তাঁহারা কেবল রাজস্ব আদায় করিতেন এরূপ কর্ম্ম করিতে কিরূপে পারেন। এই প্রসঙ্গের প্রধান মহারাজের বণিক্ অতিপরাক্রান্ত সেটেরা সৈন্য-দিগের আজ্ঞাদায়ক ও ধনাধিপ মীরজেফর এবং ওমিচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদনামক দুইধনী বণিক্ এই কয়েক লোক ছিলেন ইহাঁরাই সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে মীরজেফরকে স্থাপনার্থে

ইংরাজি সৈন্য আনিতে ক্লাইবসাহেবকে আহ্বান করেন এবিষয়ে ইংরাজেরা দেখিলেন যে তাঁহাদের সাহায্যব্যতিরেকেও পরিবর্ত্ত হইবে তাহাতে যদি সহায়তা করেন তবে অবশ্য কিঞ্চিৎ লভ্য হইবে সভাস্থিত প্রায় সকলেই ক্ষীণবুদ্ধি ঐ ষড়যন্ত্রে যুক্ত হইতে ত্বরা করিলেন নাবিক সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবও বিবেচনা করিলেন যে এদেশে এপর্য্যন্ত যে-সকল লোকেরা ক্ষুদ্র বণিক্‌ ছিল তাহারা যে দেশের অধিপতিকে পদচ্যুত করিতে যায় ইহাও বড় সাহসিক উদ্যোগ বটে কিন্তু ক্লাইবসাহেবের অন্তঃকরণ অতি বলবৎ ও সাহসিক ছিল তাঁহার মনেই কেবল বিপদচিন্তার উত্তাপ হইল ।।

তিনি মুরসিদাবাদস্থিত ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব দ্বারা আপ্রিল মে দুইমাসপর্য্যন্ত নবাবের আমলাদিগের সহিত ঐ গুপ্তপ্রস্তাব এমত গুপ্ত ভাবে চালাইলেন যে সেরাজউদ্দৌলা একেবারে প্রকৃত সময় ভিন্ন পূর্ব্বে কদাচ সন্দেহ করেন নাই যখন তাঁহার বোধ হইল তখন মীরজেফরকে আহ্বান করিয়া কোরাণস্পর্শে শপথ করাইলেন যে তিনি তাঁহার বিশ্বাসী থাকিবেন সমুদায় বিষয় প্রস্তুত হইলে ওমিচাঁদ ঐ প্রস্তাব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তিনি অতি ধনী ও তথাপি অতিশয় লোভী ছিলেন যাবদ্ধন প্রাপ্ত হইবে তাহার বিং-

শতিতনভাগ তাঁহাকে দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট নাহইয়া একদিবস সায়ং কালে ওয়াটস সাহেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি তাঁহাকে ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা অধিক দিতে স্বীকার না লিখিয়া দেন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ শুবাদারের নিকটে গিয়া সমুদায় চাতুরী প্রকাশ করিবেন তাহাতে ওয়াটস সাহেবের ও এতন্মধ্যস্থিত অন্যান্যলোকের তৎক্ষণাৎ প্রাণ নাশহইতে পারিত ওয়াটস সাহেব কালবিলম্বার্থে ঐ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া অবিলম্বে কলিকাতায় সম্বাদ লিখিলেন ক্লাইব সাহেব ঐ সমাচার শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া একপ কুৎসিতউপায়দ্বারা ধনচেষ্টা করাতে ওমিচাঁদকে সকলের শত্রু দেখিলেন এবং কোন চাতুরীদ্বারা তাঁহার পরাভব করা উচিত বুঝিলেন পরে ওয়াটস সাহেবকে স্বীকার করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং দুইপ্রস্তুত সন্ধিপত্র করিলেন তাহার একেতে ওমিচাঁদকে ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার ছিল অপরে ছিল না ঐ পূর্ব্বোক্ত পত্র তাঁহার মনস্তুষ্টি নিমিত্তে তাঁহাকেই দর্শিত হইল পরে মীরজেফরের সহিত এক নিয়ম স্থির হইল যে ইংরাজদিগের সৈন্য আসিবা মাত্রে তিনি প্রভু সৈন্য ত্যাগ করিয়া নিজঅধীনসৈন্যের সহিত তাঁহাদের পক্ষে আসিবেন ॥

এইরূপে সমুদায় প্রস্তুত হইলে ক্লাইব সাহেব সেরাজ উদ্দৌলাকে এক পত্র লিখিলেন তাহাতে ইংরাজদিগের প্রতি তিনি যে২ অপকার করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল অর্থাৎ তাঁহাকে সন্ধিভঙ্গদোষে অপরাধী করিলেন তিনি লিখিলেন যে নবাব ইংরাজদিগের নষ্টদ্রব্যের যে মূল্য দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা দিলেন না তিনি ফরাসিদিগকে ইংরাজদিগের দূরী করণার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন অতএব রাজসভাস্থিত প্রধান লোকদিগের বিবেচনাদ্বারা এই সকল বিবাদ ভঙ্গ করিতে স্বয়ং মুরসিদাবাদে চলিলেন এই লিখিয়া পত্র সমাপ্ত করিলেন শুবাদার এই লিখনের ধারানুসারে বিশেষত ক্লাইবের আগমনসম্বাদে ভীত হইয়া সসৈন্যে পলাশী চলিলেন ক্লাইব ১৭৫৭ শালের জুনমাসের প্রথমে সসৈন্যে বহির্ভূত হইয়া ১৭ তারিখে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া পরদিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন ১৯ তারিখে অতিশয় বর্ষা আরম্ভ হইল পরে ক্লাইব অগ্রসর হইয়া নবাবের সহিত সংগ্রাম করিবেন কিম্বা প্রত্যাগমন করিবেন এবিষয়ে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন কারণ মীরজেফরের কোন চিহ্ন পাইলেন না তাঁহাহইতে এক পত্রমাত্রও প্রাপ্ত হইলেন না তিনি এক যুদ্ধীয় সভাপ্রস্তুত করিলেন তাহাতে সকলেই যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্থির করিলেন ক্লাইব প্রথমত

তাঁহাদের বিবেচনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু বিলক্ষণ-রূপে বিবেচনা করিয়া অবশেষে সমুদায় বিপদ গ্রস্ত করিয়াও যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন তিনি উত্তম রূপে দেখিলেন যে যদি এতাবৎপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যা-গমন করেন তবে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের মঙ্গল একে-বারে মগ্ন হইবে ২২ জুন সূর্য্যোদয় কালে সৈন্যেরা নদী পার হইতে আরম্ভ করিল দুইপ্রহর চতুর্থ ঘটিকার সময়ে সমুদায় লোক অপরতীরে উত্তীর্ণ হইল এবং অবিশ্রামে চলিয়া রাত্রি দুইপ্রহর এক ঘটিকার সময়ে পলাশীর নিকুঞ্জে উপস্থিত হইল প্রভাতকালেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল ক্লাইব সাহেব মীরজেফর ও তাঁহার সৈন্যকে ব্যগ্র হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালেও তাঁহাদের দর্শন হইল না। নবাবের পঞ্চ-দশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ছিল তিনি কতিপয় স্তাবকলোকদ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেনাদিগের পশ্চাৎভাগে তাঁবুমধ্যে ছিলেন যখন মীরমদন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন তখন মীরজেফর সসৈন্যে তাঁহার নিকটে থাকিয়াও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না পরে প্রায় দুইপ্রহরের সময়ে এক কামানের গোলা মীরমদনের প্রতি বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ছিন্ন করাতে তিনি নবাবের তাঁবুমধ্যে আনীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন নবাব

তখন অতিশয় ভীত হইয়া সকলভৃত্যদিগের চাকরী শঙ্কা করিতে লাগিলেন তিনি মীরজেফরকে আহ্বান করিয়া তাঁহার পাদে উষ্ণীষ রাখিয়া অতি-নম্রতাপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে তাঁহার মাতামহের নিমিত্তে তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আবশ্যক সময়ে তাঁহার পক্ষে থাকেন জেফর প্রভুভক্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপে নবাবকে পরামর্শ দিলেন যে অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে অতএব সৈন্যদিগকে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করুন আগামি দিনে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা সৈন্য আনিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিব নবাবের সেনাপতি মোহনলাল ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়াছেন এমতসময়ে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা পাইয়া অসম্মতি-পূর্ব্বক তাহা মানিলেন তাঁহার প্রস্থানদ্বারা সৈন্য-দিগের মনোভঙ্গ হওয়াতে তাহারা চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিল ক্লাইবসাহেব এইরূপে অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়প্রাপ্ত হইলেন। সেরাজউদ্দৌলা এক উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিয়া দুইসহস্র অশ্বারূঢ়ের সহিত তাবৎরাত্রি গমন করিয়া পরদিন অষ্টঘণ্টার সময়ে মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন পরে সকল সেনাপতি ও মন্ত্রিদি-গকে তাঁহার নিকটে আসিতে সমাচার দিলেন কিন্তু তাঁহারা নিজ২ গৃহে গমন করিয়াছিলেন তাঁহার

শ্বশুরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন তিনি সমস্তদিন পুরীমধ্যে প্রায় একাকী থাকিয়া হতাশপ্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কতিপয় আচ্ছাদিত শকটোপরি নিজ পত্নী ও প্রিয়পাত্রদিগকে আরোপণ করিয়া তাহাতে যাবৎস্বর্ণ ও রত্ন থাকিতে পারে তাবৎ লইয়া রাত্রি দুইপ্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন পরে ফরাসিদিগের সেনাপতি লা সাহেবের নিকট যাইবার মানসে তথায় নৌকা আরোহণ করিয়া চলিলেন তাঁহাকে পাটনাহইতে আসিতে পুর্ব্বেও এক পত্র লিখিয়াছিলেন।

এই যে পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের শুভাদৃষ্ট হইল তাহাতে ইংরাজদিগের বিংশতি ইউরোপীয় সৈন্য ও পঞ্চাশৎ সিপাই হত ও আহত হইল। যুদ্ধের পরে মীরজেফর ক্লাইবসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিজয়নিমিত্তে তাঁহার বন্দনা করিলেন অনন্তর উভয়ে একত্র হইয়া মুরসিদাবাদে চলিলেন এবং মীরজেফর রাজপুরী অধিকার করিলেন পরে নগরের প্রধানলোকেরা ও রাজকীয় আমলারা তথায় আসিয়া দরবার আরম্ভ করিলেন ক্লাইবসাহেব আসনহইতে উঠিয়া মীরজেফরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন অনন্তর তাঁহারা

অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ক্লাইবসাহেবের দেওয়ান রামচাঁদ মুনসী নবকৃষ্ণের সহিত ধনাগারে যাইয়া দেখিলেন স্বর্ণ ও রজতে দুইকোটীমুদ্রাহইতেও অধিক ছিল তৎকালের ইতিহাস লেখকে বলেন যে উহা কেবল বাহ্য কোষ ছিল কিন্তু তথায় অন্তঃপুরমধ্যে যে গুপ্ত ভাণ্ডার ছিল তাহা ক্লাইবসাহেব নাজানিতে পারেন এইপ্রকারে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত ছিল ঐস্থলে স্বর্ণ রজত ও রত্নতে প্রায় অষ্টকোটী মুদ্রা ছিল এবং ঐ ইতিহাসবেত্তা কহেন যে মীরজেফর ইমরবেগখাঁ রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ এইকয়েক জনে ঐ ধন সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন এবং ইহাও অযথার্থ বোধ হয় না কারণ রামচাঁদের মাসিক বেতন তৎকালে যষ্টিমুদ্রা ছিল কিন্তু তিনি দশবৎসরপরে এককোটী পঞ্চবিংশতিলক্ষ মুদ্রা রাখিয়া মরিলেন তথা নবকৃষ্ণ মুনসীর মাসিক বেতন ষষ্টিমুদ্রার অধিক ছিল না তিনি কিঞ্চিৎপরে রাজা নবকৃষ্ণ হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন ॥

অতঃপরে ইংরাজদিগের দুর্ভাগ্য ঘুচিল ১৭৫৬ শালের জুনমাসে তাঁহাদের কারখানা লুট হইল বাণিজ্য রোধ হইল এবং অধ্যক্ষেরা ক্রুরতাপূর্ব্বক হত হইলেন ও তাঁহাদের বাঙ্গালায় স্থিতিরোধ হইল কিন্তু ১৭৫৭ শালের জুনমাসে তাঁহারা কেবল ঐ কারখানা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে প্রধান শত্রু সেরাজউদ্দৌলা-

কেও পরাভব করিয়া আপনাদের মনোনীত নবাব করিলেন এবং তাঁহাদের বিপক্ষ ফরাসিদের বাঙ্গালা হইতে তাড়াইলেন কেবল মুরসিদাবাদে ধনাগার হইতে ক্ষতি শুধরাণ কর্ত্তব্য ছিল তাহাতে সরকারের ক্ষতিনিমিত্তক কোম্পানীকে কোটীমুদ্রা দত্ত হইল কলিকাতার লুটদ্বারা যে সকল ভদ্র ইংরাজদিগের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল তাঁহাদের পঞ্চাশৎ লক্ষমুদ্রা ও এতদ্দেশীয়লোকদিগের বিংশতিলক্ষ মুদ্রা এবং অরমানীয়দিগের সপ্তলক্ষমুদ্রা দত্ত হইল এতদ্ভিন্ন স্থলজলচরসৈন্যদিগের অধিক পারিতোষিক দত্ত হইল এবং যেসকল সরকারের সেনাপতিরা মীর জেফরকে নবাব করিলেন তাঁহারাও এবিষয়ে বঞ্চিত হয়েন নাই ক্লাইব সাহেব ষোড়শলক্ষ পাইলেন ও অন্যান্য সভাপতিরা অল্প অংশ পাইলেন এবং ইহা স্থিরীকৃত হইল যে ইংরাজদিগের পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষমতা ছিল তাহা তাঁহারা সকলি পাইবেন মহারাষ্ট্রীয়খালের মধ্যে ও তাহার বাহিরে দ্বাদশশত হস্তপর্য্যন্তে সমুদায় ভূমি তাঁহাদের হইল এবং কলিকাতার দক্ষিণ কুলপীপর্য্যন্ত জমিদারী কোম্পানীর হইল তথা ফরাসিরা কদাচ বাঙ্গালায় থাকিতে পারিবেন না ইহা স্থির হইল।

সেরাজউদ্দৌলা ভগবানগোলাহইতে প্রস্থান করিয়া পত্নীদুহিতাপ্রভৃতির আহারার্থে পাক করিতে রাজ-

মহলে অবতরণ করিলেন তিনি পূর্ব্বে যে এক ফকীরের অপকার করিয়াছিলেন তাহার নিকটে যাইবামাত্রে ঐ ফকীর তাঁহার অন্বেষণার্থিলোকদিগের সম্বাদ করিলেন তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধরিল তিনি এক সপ্তাহপূর্ব্বে যেসকল লোকের সহিত আলাপ করেন নাই তাহাদের নিকটে অতিশয় বিনয় করিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার রোদনে বধির হইয়া সকল স্বর্ণ রত্ন অপহরণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার মুরসিদাবাদে আনিল সেরাজউদ্দৌলার ঐ নগরে আগমন কালে মীরজেফর অধিক পরিমাণে আফিনসেবা করিয়া স্বাভাবিক নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তাঁহার অতিদুরাত্মা পুত্র মীরন তাঁহার আগমন শুনিয়া নিজগৃহের নিকটে আসেধ করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে বন্ধুলোকদিগের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে তথায়গিয়া তাঁহার হত্যা করেন কিন্তু তাহারা একে২ অস্বীকার করিল অবশেষে আলিবর্দ্দির প্রতিপালিত মহাম্মদিবেগনামক এক দুরাত্মা ঐ দুষ্টক্রিয়া স্বীকার করিল ঐজন হতভাগ্যরাজার গৃহে যাইবামাত্রে তিনি তাহার বৃত্তান্ত জানিয়া অতিখেদজনক স্বরে কহিলেন হস্নিনকুলিখাঁর হত্যার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি অবশ্য মরিব এইবাক্য সমাপ্ত হইবামাত্রে ঐ গুপ্তঘাতক ছুরিকা বাহির করিয়া পুনঃ২ আঘাতদ্বারা তাঁহাকে

ছিন্ন করিলেন এইক্ষণে হুসিনকুলির প্রতিফল হইল এই শেষ উক্তি করিয়া তিনি মৃত হইয়া তাহার পাদে পতিত হইলেন এইরূপ মৃত্যুর পরে তাঁহার শরীর টুকরা২ করিয়া ছিন্ন- হইল ও অযত্নপূর্ব্বক হস্তির উপরে আরোপিত হইয়া লোকাকীর্ণ রাজপথ দিয়া গোরস্থানে প্রেরিত হইল এই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয় অর্থাৎ অষ্টাদশ মাস পূর্ব্বে সেরাজউ-দ্দৌলা যেস্থানে হুসিনকুলিখাঁকে কাটিয়া ঐ নির্দোষী ব্যক্তির রক্তপাত করিয়াছিলেন সেইস্থানে ঐ হস্তি-পক কোন কারণবশত কিঞ্চিৎ কাল হস্তিস্তব্ধ করাতে ঐবিদ্ধশরীরহইতে কিয়ৎ রক্তবিন্দু পতিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

তিন দেশের সর্ব্বত্র মীরজেফরের প্রভুত্ব এককালে স্বীকৃত হইল কিন্তু শীঘ্র সকলে বোধ করিল যে তিনি কর্ম্মোপযুক্ত বুদ্ধিমান্ নহেন এবং অতি দুর্বল ও নিষ্ঠুর ও শোষক ছিলেন পূর্ব্ববর্ত্তি শুবাদারদিগের অধীনে যে সকল হিন্দু আমলারা অধিকধন সঞ্চয় করিয়াছি-লেন তিনি প্রথমত তাঁহাদের ঐ ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন তিনি প্রথমে রাজারায়দুর্লভনামক প্রধানমন্ত্রির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ঐ মহাশয়ের যেরূপ ধন ছিল সেইরূপ ছয় সহস্র নিজসৈন্য ছিল এবং যেসকল মহাশয়রা মীরজেফরকে সিংহাসনে

স্থাপন করেন তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিলেন সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যখন ষড়-যন্ত্র হইয়াছিল তখন রায়দুর্লভ ষড়যন্ত্রকারিদিগের নিকটে প্রস্তাব করেন যে সেরাজউদ্দৌলার পরিবর্ত্তে মীরজেফরকে নবাব করা উচিত হয় মীরজেফের তথাপি এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিলেন মীরজেফর তাঁহাকে এমত বিদ্বেষী বোধ করিলেন যে তিনি সেরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠভ্রাতার পক্ষে আছেন এইরূপ সন্দেহপ্রযুক্ত ঐ নির্দোষী যে সেরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা তাহার প্রাণনাশ করিলেন দুর্লভ কেবল ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়া প্রাণরক্ষা পাইলেন। নবাব বহুকালাবধি বেহারের নায়েব শাসনকর্ত্তা রাম-নারায়ণের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তৎপদে নিজ ভ্রাতাকে স্থাপন করিতে স্থির করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব কহেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাঅপেক্ষাও নির্ব্বোধ ছিলেন। মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজারাম-সিংহ নবাবের প্রতি ভগ্নচিত্ত হইলেন কারণ নবাব তাঁহার ভ্রাতাকে কারাগারে রোধ করিয়াছিলেন পূরণীয়ার নায়েব শাসনকর্ত্তা আদলসিংহ রাজসভার কুমন্ত্রণাদ্বারা রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন এইরূপে জেফ-রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর পঞ্চমাসের মধ্যে তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল মীরজেফরকে সুতরাং

ক্লাইবসাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল কারণ তাঁহার প্রতি বাঙ্গালায় সকলের বিশ্বাস ছিল তিনিও বিশ্বাসের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন যেহেতু তিনি যুদ্ধব্যতিরেকে ঐ তিন বিবাদ ভঙ্গ করিলেন। নবাবের অতিশয় বিনয়প্রযুক্ত তিনি ইংরাজিসৈন্যের সহিত পাটনায় গমনোদ্যত হইয়া মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইলেন নবাব ইংরাজদিগকে যাবদ্ধন দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার অধিক অংশ অদত্ত থাকাতে ক্লাইব সাহেব রাজধানীতে আসিয়া তাহার পরিশোধার্থে নিয়ম করিতে কহিলেন তাহাতে নবাব তাঁহাকে বর্দ্ধমান নবদ্বীপ ও হুগলি এই কয়েক স্থানের রাজস্ব ধার্য্য করিয়া দিলেন এই বিষয়ের অবধারণ হইলে এতদ্দেশীয় ও ইংরাজিসৈন্য ঐকমত্যে পাটনায় চলিল রামনারয়ণ ক্লাইবের নিকটে আসিয়া কহিলেন যে যদি ইংরাজেরা তাঁহাকে রক্ষা করেন তবে তিনি ঐ প্রভুরপ্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবেন ক্লাইব তাঁহার অধীনতাগ্রহণ করাইতে নবাবের সমীপে যথেষ্ট হেতুবাদ করাতে অবশেষে নবাব স্বীকার করিলেন রামনারায়ণ তৎক্ষণাৎ তাঁবুতে আসিয়া মীরজেফরের সম্মান করিয়া স্বপদে দৃঢ়ীকৃত হইলেন অনন্তর ক্লাইব ও নবাব উভয়ে রায়দুর্লভের সহিত মুরসিদাবাদে আসিলেন রায়দুর্লভ দেখিলেন যে যাবৎ ইংরাজেরা তথায় আছেন তাবৎ তাঁহার আত্মরক্ষা

আছে। এইরূপ তাঁহাদের কর্ম্মের পরিণাম হওয়াতে মীরণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন কারণ তাঁহার ও তাঁহার পিতার মানস ছিল যে পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি অপহরণ করেন কিন্তু এইযুদ্ধ-যাত্রাদ্বারা তাঁহাদের শক্তি স্থিরীকৃত হইল তাঁহারা উভয়েই ক্লাইবের শক্তিতে অহিতজ্ঞান করিতেন জেফ-র নামমাত্রে তিনদেশের শুবাদার ছিলেন কিন্তু সেরূপ সামর্থ্য ছিল না সকলবিষয়ের কর্ত্তা ক্লাইব সাহেব ছিলেন দুইবৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা যেসকল প্রধান লোকদিগকে নবাবের নিকটে উত্তমকথা কহিবার নিমিত্তে ধনপ্রদান করিতেন সম্প্রতি তাঁহাদের ইং-রাজদিগের উপাসনা করিতে হইল মুসলমানেরা দেখি-লেন যে বিজ্ঞহিন্দুলোকেরা শক্তিহীন নবাবের উপাসনা না করিয়া কোন প্রার্থনা করিতে হইলে ক্লাইবের অনুবর্ত্তী হইতেন তিনিও এমত বিবেচনাপূর্ব্বক ও পরিমিতরূপে ব্যবহার করিতেন যে যাবৎপর্য্যন্ত তিনি কর্ম্মনিষ্পাদক ছিলেন তাবৎ কোন বিরোধ ছিল না॥

সম্প্রতি বাঙ্গালামধ্যে এক নূতন শত্রু উপস্থিত হইল দিল্লীস্থ হতভাগ্য সাহারাজের পুত্র সাহআলম পিতার সহিত বিরোধ করিয়া প্রয়াগ ও অযোধ্যার শুবাদারের সহিত মিল করিয়া কিয়ৎ সৈন্যের সহিত বেহার দেশ আক্রমণ করিতে আসিলেন ঐ দুই শুবাদারের এতদ্দেশে

প্রভুত্ব হয় কি না ইহা দেখিতে যেরূপ মানস ছিল যুব-
রাজের সাহায্য করিতে সেরূপ ছিল না যুবরাজ ক্লাই-
বকে পুনঃ ২ পত্র লিখিলেন যে যদি তিনি তাঁহার ইচ্ছায়
সাহায্য করেন তবে তাঁহাকে কোন ২ প্রদেশ প্রদান
করিবেন তাহাতে ক্লাইব উত্তর লিখিলেন যে তাঁহার
ভক্তি মীরজেফরের নিকটে বদ্ধ আছে অপর মহারাজ
তাঁহার বিদ্রোহাচারিপুত্রকে আসেধ করিয়া পাঠা-
ইতে ক্লাইবের প্রতি আজ্ঞা লিখিলেন তৎকালে মীর-
জেফরের সৈন্যেরা বেতনাভাবপ্রযুক্ত এমত অবাধ্য
হইয়াছিল যে ঐ আক্রমণনিবারণার্থে যুদ্ধোপযুক্ত
ছিল না অতএব ক্লাইবের নিকটে নিবেদন করাতে
১৭৫৮ শালে তিনি অবিলম্বে পাটনায় যাত্রা করিলেন
কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই ঐ ব্যাপারের প্রায়
নিষ্পত্তি হইয়াছিল প্রয়াগের শুবাদার ও যুবরাজ
নয়দিবসপর্য্যন্ত পাটনা বেষ্টন করাতে তৎস্থানের
অধিকার হইত কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন যে ইংরাজেরা
আসিতেছেন ও অযোধ্যার শুবাদার প্রয়াগের শুবা-
দারের অভাবকালে সুযোগ পাইয়া তাঁহার রাজধানী
বেষ্টন করিয়াছেন এইসম্বাদ শুনিয়া তিনি যুবরাজকে
স্বকীয় উপায় করিতে রাখিয়া স্বরাজ্যরক্ষার্থে সত্বরে
চলিয়া যুদ্ধে মারা পড়িলেন অনন্তর যুবরাজের সৈন্যেরা
তাঁহাকে ত্বরায় পরিত্যাগ করিল কেবল তিনশত

মনুষ্য দুঃখভাগী হইতে তাঁহার অনুযায়ী রহিল তিনি অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া ক্লাইবের নিকটে ভিক্ষা করাতে ক্লাইব দানশীলতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে দুইসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন মীরজেফর এইরূপে নির্ভয় হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে ক্লাইবকে ওমরানাম দিয়া এক নিষ্কর জাইগির প্রদান করিলেন কলিকাতার ঐ জমিদারির নিমিত্তে কোম্পানিতে রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন উহার বার্ষিক রাজস্ব তিন লক্ষমুদ্রা নির্দিষ্ট ছিল ॥

কিঞ্চিৎকালপরে মীরজেফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসাতে ক্লাইব অতিমান্যতা-পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন মীরজেফরের তথায় স্থিতিকালে ওলন্দাজদিগের পঞ্চদশশত সেনার সহিত সপ্ত যুদ্ধজাহাজ আসিয়া নদীমুখে নোঙ্গর করিল ইহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল যে তাঁহারা নবাবের অনুমতি-ব্যতিরেকে আসেন নাই তিনি ইউরোপীয় সৈন্য আনিয়া ইংরাজদিগের পরাক্রম রোধ করিবার কারণ কিয়ৎকালাবধি চুচুড়ায় ওলন্দাজদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে ছিলেন এবং এইসকল ছলনা আলিবর্দ্দিখাঁর অনুগ্রহপাত্র খোজা ওয়াজিদনামক একজন কাশ্মীর-দেশীয় বণিক্দ্বারা সম্পন্ন হয় তিনি সমুদায় লবণের একচেটিয়া করিয়াছিলেন এবং এমত ধনবান্ ছিলেন যে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত এবং একবিষয়ে

নবাবকে পঞ্চদশলক্ষমুদ্রা উপায়ন দিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বে মুরসিদাবাদে ফরাসিদের অধ্যক্ষ ছিলেন পরে চন্দনগরের লুটদ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইলে ইংরাজদিগের পক্ষে আসিলেন তিনি সেরাজউদ্দৌলার অতিবিশ্বাসী থাকিলেও যেসকল মহাশয়েরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে ইংরাজদিগের আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি তন্মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ঐ রাজপরিবর্ত্ত হইলেও ইংরাজদিগের নিকটে তাঁহার আশাপূরণ না হওয়াতে তাঁহাদের নিবারণার্থে ওলন্দাজদিগের এক প্রস্তুত বৃহৎসৈন্য আনিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন তৎকালে চুচুড়ায় সভা দুই অংশে বিভক্ত হইল এক অংশের প্রধান বিসডম্‌নামক তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি চিরস্থায়ি নির্ব্বিরোধের ইচ্ছুক ছিলেন বর্ণেটসাহেব অপরাংশের প্রধান ছিলেন তাঁহার পক্ষের লোকেরা অতি দুরাত্মা ও চুচুড়ার মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের রক্ষার্থে নদীমধ্যে তাঁহাদের জাতীয় নাবিকলোক নিবারণ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহাদের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় আপদ নিবারণ করিবার আশায় অধিক সৈন্যপ্রার্থনায় বটবীয়কে লিখিলেন ॥

এই সৈন্যাগমনে ক্লাইব বৃহৎবিপত্তিতে পড়িলেন ইংরাজেরা ও ওলন্দাজেরা বন্ধুভাবে ছিলেন এবং

ওলন্দাজদিগের যে সৈন্য ছিল তাহার তৃতীয়াংশমাত্র তাঁহার ছিল কিন্তু ক্লাইব স্বাভাবিক নির্ভয় শক্তি-পুরঃসর যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া কহিলেন যে ভারত-বর্ষস্থিত সরকারি আমলারা নিজগলায় রজ্জু দিয়া কর্ম্ম করেন তিনি বাঙ্গালায় ফরাসিদিগের শক্তি নাশ করিয়া ওলন্দাজদিগের শক্তি হ্রাস করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন এবং মীরজেফরকে কহিয়াছিলেন যে ওলন্দাজি সৈন্যদিগের শীঘ্র প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করেন তাহাতে নবাব উত্তর করিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং হুগলিতে গিয়া তদ্বিষয় নিষ্পন্ন করিবেন কিন্তু তিনি তথায় আসিয়া ক্লাইবকে লিখিলেন যে ওলন্দাজদিগের সহিত নিয়ম করিয়াছেন তাঁহারা সুসময়ে জাহাজ বিদায় করিবেন ক্লাইব সহজেই ঐ চাতুরী বুঝিয়া নদীমধ্যে ওলন্দাজি নৌকার আ গমন রোধ করিতে মনস্থ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে তানানামক স্থানে উত্তম রক্ষা করিলেন কিন্তু প্রথমে দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যোগ করিলেন না। ওলন্দাজেরা জাহাজ আনিয়াই দুর্গ আক্রমণ করিলেন পরে তথায় ব্যাঘাত পাইয়া সপ্তশত ইউরোপীয় ও অষ্টশত মলয়দেশীয় সৈন্য অবতারণ করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরদিয়া পদ-ব্রজে চুচুড়ায় গমন করিলেন ক্লাইব পূর্ব্বেই ঐ স্থান ও চন্দ্রনগরের মধ্যে শিবির করিতে তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্য

কর্ণেল ফর্দ সাহেবের সহিত পাঠাইয়াছিলেন ওলন্দাজি সৈন্য অগ্রসর হইয়া চুচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে শিবির করিল ফর্দ সাহেব দুইজাতির বিরোধ না দেখিয়া আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সভার আজ্ঞার্থে লিখিলেন ক্লাইব সাহেব তাসক্রীড়া করিতেছিলেন এমত সময়ে ঐ পত্র পাইয়া সীসকলেখনী দ্বারা তদাসনে পশ্চাদুক্তরীতিতে উত্তর লিখিলেন প্রিয়তম ফর্দ অবিলম্বে যুদ্ধ কর আমি পরদিনে সভার অনুমতি পাঠাইব ফর্দ এই আজ্ঞা শুনিবামাত্রে ওলন্দাজিসৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া একদণ্ডমধ্যে তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন করিলেন প্রায় তৎসমকালে তাঁহাদের যেসকল জাহাজ নদীমধ্যে আসিয়াছিল তাহা ইংরাজেরা অধিকার করিলেন সুতরাং ঐ সাহসিককর্ম্মের শেষ হইল চুচুড়ার যুদ্ধের শেষ হইবামাত্রে ছয় সাত সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের সহিত রাজপুত্র মীরণ আসিলেন যদি ওলন্দাজেরা জয়ী হইতেন তবে তিনি অবশ্যই তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইতেন কিন্তু তদভাবে তিনি তাঁহাদের অন্বেষণার্থে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন কর্ণেল ফর্দ যুদ্ধাবসানে চুচুড়া বেষ্টন করিলেন ঐ নগর বহুকাল স্বাধীন থাকিতে পারিত না কিন্তু ওলন্দাজেরা সত্বরে ক্লাইবের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন তাঁহারা যুদ্ধের ব্যয় দিতে এবং ক্লাইবও তাঁহাদের জাহাজ ফিরিয়া

দিতে সম্মত হইলেন অতঃপর ক্লাইব সাহেব ধনে মানে বিপুল হইয়া এবং তিন বৎসরপর্য্যন্ত অধিক পরিশ্রমদ্বারা শারীরিকসুস্থতাশূন্য হইয়া বন্‌শিটার্ট সাহেবের হস্তে রাজকীয়কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ১৭৬০ শালের ফিব্রুয়ারিমাসে ইংলণ্ডে গমন করিলেন ॥

কিন্তু এতদ্দেশীয় বিরোধের নিষ্পত্তি হইল না প্রাচীন নবাব মীরজেফর নিজপুত্র মীরণের হস্তে রাজকীয় শক্তি অর্পণ করিলেন ঐ নূতন নবাব অহঙ্কারদ্বারা আমলালোকদিগকে ও অপকারদ্বারা প্রজালোকদিগকে তুচ্ছ করিতেন তাঁহার দুরাচারদ্বারা সকল লোকে সেরাজউদ্দৌলার দোষবিস্মরণ হইল সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষদ্বারা দিল্লীস্থ মহারজের পুত্র সাহ্‌আলম দ্বিতীয়বার বেহারে আসিতে সাহস করিলেন এবং পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা কাদিম হস্নিন্‌খাঁ নিজসৈন্যের সহিত তাঁহার পক্ষে আনুকূল্য করিতে উদ্যোগ করিলেন যুবরাজ বেহারের সীমা কর্ম্মনাশানদীপার হইয়া শুনিলেন যে সাম্রাজ্যের উজির ক্রূরতম ইমাদউলমলক তাঁহার পিতাকে মারিয়া হিন্দুস্থানের সম্রাট হইয়া অযোধ্যার শুবাদারকে উজির অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী করিয়াছেন কিন্তু তিনি শক্তিহীন ও প্রজাহীন মহারাজ ছিলেন তাঁহার রাজধানীও শত্রুহস্তে ছিল সুতরাং নিজরাজ্যে পলায়িত ব্যক্তিতুল্য ছিলেন। যুবরাজ পাটনা আক্রমণ

করিলে ঐ সাহসী রামনারায়ণ তৎস্থানের একপ্রকার রক্ষা করিয়া অতিশয় বিনয়পুরঃসর মুরসিদাবাদে লিখিলেন যে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরিত হয় তৎকালে কর্ণেল কালিয়দ সেনাপতি হইয়াছিলেন তিনি ইংরাজি সৈন্য লইয়া নবাবি সৈন্য ও মীরণের সহিত একত্র হইয়া চলিলেন তৎকালে ঐ সর্ব্বঘৃণিত দুরাত্মা দুইজন সেনাপতির প্রাণনাশ করিয়া ছুরিকাদ্বারা স্বহস্তে অন্তঃপুরস্থিত দুই রমণীর শিরশ্ছেদ করিলেন আলিবর্দ্দির দুইবিধবা দুহিতা নেওয়ায়িসমহম্মদ ও সায়দআহম্মদের পত্নী জস্বতীবেগম ও এমানবেগম কিয়ৎকালপর্য্যন্ত ঢাকায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন মীরণ এই যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহাদের প্রাণনাশার্থে আজ্ঞা পাঠাইলেন ঢাকার শাসনকর্ত্তা তাহা করিতে অস্বীকার করাতে মীরণ একজন নিজভৃত্য পাঠাইলেন ও তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাদের মুরসিদাবাদে আনয়নছলে নৌকায় আরোপণ করিয়া তাঁহাদের নৌকা মগ্ন করিবে এবং ঐ দুরাত্মা প্রভুর আজ্ঞা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক সুসিদ্ধ করিল যখন নৌকামজ্জনার্থে ঘাতকেরা ছিপি খুলিতে ছিল তখন কনিষ্ঠা ভগিনী অধোলিখিত খেদোক্তি করিল হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমরা উভয়ে পাপি ও দোষি বটে কিন্তু মীরণের কোন অপকার করি নাই বরঞ্চ এই সংসারে সে জন সকল

বিষয়ে আমাদিগদ্বারা উপকৃত হইয়াছে। মীরণ গমন কালে স্মারক অর্থাৎ স্মরণ রাখিবার বহিতে তিনশত লোকের নাম লিখিলেন যে প্রত্যাগমন হইলে তাহাদের হত্যা করিবেন কিন্তু তাঁহার আর প্রত্যাগমন হইল না।

কর্ণেল কালিয়দ যেপর্য্যন্ত না যাইতে পারেন রামনারায়ণকে তাবৎ মহারাজের সহিত সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু তিনি ঐ পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধ করাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন পাটনা রক্ষাশূন্য হওয়াতে মহারাজ এক আঘাতেই অধিকার করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি দেশ লুট করিয়া কাল যাপন করিলেন ইতিমধ্যে কালিয়দ সাহেব সৈন্যের সহিত আসিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুদিগের প্রতি গমন করিতে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে মীরণ কহিলেন যে ২২ ফিব্রুয়ারির মধ্যে তারাশুদ্ধি হয় না ২০ তারিখে মহারাজ ঐ মিলিত সৈন্য আক্রমণ করাতে মীরণের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু কালিয়দ স্থিরতর হইয়া সাহসপূর্ব্বক মহারাজকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্র তাঁহার সৈন্যদিগকে তাড়াইলেন সাহআলম ঐ রাত্রিতে শিবির ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পঞ্চক্রোশান্তে পলায়ন করিলেন পরে তাঁহার সেনাপতি পর্ব্বতমধ্যদিয়া গমন করিয়া অকস্মাৎ মুরসিদাবাদ অধিকার

করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তদনুসারে তাঁহারা শীঘ্র যাত্রা করিলেন কিন্তু মীরণ দ্রুতগামিলোকদ্বারা ঐবিপদ পিতাকে জানাইলেন অনন্তর মাহারাজ পর্ব্বত হইতে বহির্ভূত হইয়া রাজধানীহইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে আসিলেন কিন্তু শীঘ্র আক্রমণ নাকরিয়া তথায় বিলম্ব করাতে কালিয়দ সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত হইলেন উভয়পক্ষীয় সৈন্যেরা পরস্পর দর্শনযোগ্যস্থানে রহিল পরে মহারাজের নিকটে ইংরাজেরা যুদ্ধপ্রস্তাব করিলে তিনি ঝটিতি ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পাটনায় গমনপূর্ব্বক তৎস্থানে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিলেন এবং পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা কাদিম-হস্নিখাঁ তৎকালে সাহায্য করিবার সম্বাদ পাঠাইয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজ নয়দিবসপর্য্যন্ত পাটনা আক্রমণ করাতে ঐ নগর অবশ্য তাঁহার হস্ত-গত হইত ইতিমধ্যে কাপ্তান নক্স অতিঅল্প সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন তিনি কর্ণেল কালি-য়দদ্বারা প্রেরিত হইয়া বর্দ্ধমানহইতে ত্রয়োদশদিনে উত্তরিলেন পরে রাত্রিকালে শত্রুদিগের অবস্থা নিরী-ক্ষণ করিয়া পরদিন বৈকালে তাহারা নিদ্রা যাইতেছে এমত সময়ে আক্রমণ করাতে মহারাজের সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল তিনি নিজ তাঁবুতে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন দুই এক দিবস পরে

কাদিমহসিন খাঁ পূরণীয়াদেশীয় ষোড়শ সহস্র সৈন্যের সহিত হাজিপুরে আসিয়া পাটনা আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন কাপ্তান নক অতিঅল্প ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য সম্প্রদায়ে সহস্র লোকের মধ্যে লইয়া নদীপার হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন ঐ সকল যুদ্ধমধ্যে ইহা অতি সাহসিক ব্যাপার ছিল এবং ইহাতেই এতদ্দেশীয়লোকেরা ইংরাজদিগকে অতিপরাক্রান্ত জানিলেন এবং রাজা শ্বেতাবরায়ও ইহাতে অতিসাহসদ্বারা খ্যাত হইলেন তাহার কারণ ইংরাজেরা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন পূরণীয়ার শাসনকর্ত্তা পরাজিত হইয়া মহারাজের সহিত যুক্ত হইলেন অনন্তর কর্ণেল কালিয়দ ও মীরণ আসিয়া পদে ২ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বর্ষাকাল আরম্ভ হইল কিন্তু ইংরাজি সেনাপতি তথাপি ঐ অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলেন না ১৭৬০ শালের ২ জুলাই রাত্রিকালে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হইল মীরণ ঐ সময়ে তাঁবুমধ্যে গল্প শুনিতেছিলেন ইতি মধ্যে একবজ্রাঘাতে তিনি ও দুইজন তাঁহার সহচর মারা পড়িলেন এই দুরবস্থায় কালিয়দকে শত্রু অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আসিতে হইল পরে তিনি ঐ ঋতুপর্য্যন্ত তথায় সৈন্যদিগের আবাস করিলেন ॥

মীরণ অতিশয় দুরাচারী তথাপি তাঁহার পিতার

রাজত্বের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তৎকালীন মুসল্‌-মানইতিহাসলেখকেরা কহেন যে ঐ দুর্ব্বল ও সুভোগী বৃদ্ধের যে যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা ছিল তাহাও নষ্ট হইল রাজকীয়কর্ম্মের কোন নিয়ম রহিল না সৈন্যেরা পূর্ব্বপ্রাপ্যবেতনার্থে রাজপুরীর চতুর্দিগে কলবর করিতে লাগিল মীরকস্লিম নামা নবাবের জা-মাতা বহির্ভূত হইয়া নিজধনদ্বারা তাহাদের সন্তোষ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন পরে ইংরাজদিগের বহুব্যয় সাধ্য যুদ্ধ উপস্থিত হইল কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও ধন ছিল না যে অধিকধন তাঁহারা অচিন্তনীয়রূপে পাইলেন তাহাও বিনা বিবেচনায় ব্যয় হইল তাঁহারা তখন নবাবের নিকটে আবেদন করিলেন কিন্তু তাঁহার কোষ শূন্য হইয়াছিল সুতরাং তাঁহাদের ঋণকারণের আবশ্যক হইল ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেলাগিল যে ঐরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিবে না নবাব মীরকস্লিমকে দৌত্য কর্ম্ম করিতে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন কোম্পানির তৎকালের প্রধান অধ্যক্ষ বনশিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব তাঁহার বুদ্ধি বিশেষরূপে জানিলেন দ্বিতীয়বার দৌত্য কর্ম্মের আবশ্যক হওয়াতে মীর কস্সিম পুনঃ প্রেরিত হইলেন তাহাতে শাসনকর্ত্তা সাহেবের স্থির বোধ হইল যে বাঙ্গালায় কর্ম্মোদ্ধার কেবল ঐ মনুষ্য-দ্বারা হইতে পারে একারণ তাঁহাকে নায়েব নাজিমকরি-

বার প্রস্তাব করিলেন মীরকস্সিমও তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন পরে বনশিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব কিয়ৎসৈন্যসমভিব্যাহারে মুরসিদাবাদে গিয়া নবাবের নিকটে ঐ প্রস্তাব করিলেন কিন্তু নবাব তাহাতে অতি অসম্মত হইলেন কারণ তিনি জানিতেন যে এবিষয়ে তাঁহার জামাতা শক্তিমান্ হইবেন ও তিনি নিজসভায় পুত্তলিকাপ্রায় থাকিবেন বনশিটার্ট সাহেব নবাবের অসম্মতি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু মীর কস্সিম মহারাজের সহিত মিলিত হইবার ভয়প্রদর্শন করাইলেন কারণ তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন যে এতাবৎ- পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার পর মুরসিদাবাদে কোনমতে তাঁহার রক্ষা নাই অতএব বনশিটার্ট সাহেবকে বল- পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে হইল তিনি রাজবাটীতে ইং- রাজি সৈন্য থাকিতে আজ্ঞা করিলেন মীরজেফর তাহা দেখিয়া অধীন হইলেন এবং তাঁহার প্রতি আজ্ঞা হইল যে কলিকাতায় বা মুরসিদাবাদে বাস করেন তিনি বুঝি- লেন যে যদি মুরসিদাবাদে থাকেন তবে তথায় প্রধান থাকিয়া সর্ব্বশূন্য হইতে হইবে এবং জামাতাহইতে অপমান হইবে অতএব কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করি- লেন তিনি এক সাধারণ নর্ত্তকীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া তাহার অতিশয় বশীভূত ছিলেন যেরমণী কিঞ্চিৎকালপরে মণিবেগমনামে প্রসিদ্ধা হইলেন।

মুসলমানইতিহাসলেখকে কহেন যে মীরজেফরও ঐ নারী পুস্থানের পূর্ব্বে অন্তঃপুরে গিয়া মুরসিদাবাদের অনেক রাজারা ক্রমে ২ যে সকল অমূল্য রত্নসংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সমভিব্যাহারে লইয়া মর্য্যাদাজনক রক্ষকের সহিত কলিকাতায় আসিলেন ॥

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

ইংরাজদিগের ইচ্ছানুসারে ১৭৬১ শালের ৪ মার্চ মীরকসসিম বেহার ও বাঙ্গালাদেশের শুবাদার হইলেন ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপে কোম্পানিকে বর্দ্ধমান দেশ দিলেন এবং কলিকাতার সভাপতিদিগকে বিংশতি লক্ষমুদ্রা দিলেন ও তাঁহারা ঐ ধন পরস্পর বণ্টন করিয়া লইলেন। মীরকসসিম অতিশক্তিমান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন তিনি রাজ্যপ্রাপ্তিমাত্রে ইংরাজদিগকে মীরজেফরের সৈন্যদিগকে ও নিজ ভৃত্যদিগকে যেধন দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন প্রথমে উত্তমরূপে তাহার গণনা করিয়া পরে পরিশোধার্থে উপায় করিলেন রাজসভার ব্যয়লাঘব করিলেন এবং মীরজেফরের অলসরাজ্যকালে আমলারা যে অধিকধন লইয়াছিলেন যত্নপূর্ব্বক তাহার হিসাব দেখিয়া ফিরিয়া লইলেন তিনি জমিদারদিগের পূর্ব্বদেয় আদায় করিয়া সকলস্থানের নূতন মূল্য নিরূপণ করিলেন তাঁহার পূর্ব্বে দুইদেশের বার্ষিক রাজস্ব ১৪২৪৫০০০ মুদ্রা ছিল তিনি তাহাহইতে ২৫৬২৪০০০

মুদ্রা করিলেন তৎকালে প্রজাদিগের এমত অধিক কর অসহ্য হইল এই উপায়দ্বারা শীঘ্র ভাণ্ডার-পূরণ করিয়া দেয়পরিশোধ করিলেন তাঁহার নিজ সৈন্যেরা নিয়মমতে বেতন পাইয়া আজ্ঞাবর্ত্তী রহিল তিনি ইংরাজদিগদ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের অধীনতা মোচনার্থে বিলক্ষণ যত্ন করিলেন কারণ তিনি জানিতেন যে যদ্যপিও সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তথাপি যে সকল লোক তাঁহাকে পদস্থিত করেন এদেশে তাঁহারাই যথার্থ নবাবের শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন তিনি কলিকাতাস্থিতসভার অধীনতা মোচনে কেবল বলব্যতিরেকে অন্য উপায় নাদেখিয়া সৈন্যবৃদ্ধিতে মনোযোগ করিলেন তিনি অকর্ম্মণ্য সেনাদিগের বহিষ্কার করিয়া অপর সৈন্যদিগকে ইংরাজি রীত্যনুসারে সুশিক্ষিত করিলেন এবং পারসীকান্তর্গত ইস্পাহান নামেপ্রধান নগরে জাত জর্জিনখাঁ অথবা গেুগারিখাঁ-নামক একজন আরমাণীয়কে সেনাপতি করিলেন ঐ জন অসম্ভব বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি প্রথমত বস্ত্র বিক্রয় করিতেন কিন্তু যুদ্ধোপযোগি বুদ্ধি থাকাতে মীরকস্‌সিম তাঁহাকে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তিনিও দৃঢ়তাপূর্ব্বক প্রভুকে ইংরাজদিগের অনধীন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন তিনি বন্দুক নির্ম্মাণ করিলেন ও কামান

নির্ম্মাণ করিতে অভ্যাস করিলেন এবং গোলন্দাজ-দিগকে শিক্ষিত করিলেন অতএব তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তি সৈন্য এমত উত্তম হইল যে বাঙ্গালায় কোন রাজার সেরূপ ছিল না মীরকস্মিম ইংরাজদিগের অগো-চরে নিজকল্পনার সম্পূর্ণতা করিবার কারণ মুরসিদা-বাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন তথায় তাঁহার আর্মাণীয় সেনাপতি বন্দুক নির্ম্মাণের কারখানা করিলেন এবং তথাকার বন্দুকের যে প্রশংসা অদ্যাপি আছে সে কেবল ঐ যুবা জর্ম্মিন খাঁহইতে হইয়াছে তিনি তৎকালে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক ছিলেন ।।

১৭৬০ শালের বর্ষাবসানে মেজর কার্ণক সাহেব মহারাজের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন মহারাজ তদবধি বেহারের ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছিলেন কার্ণক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সন্ধি প্রস্তাবার্থে রাজা শেতাবরায়ের নিকটে সম্বাদ পাঠাইলেন তিনি তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষপূর্ব্বক সম্মত হওয়াতে ঐ ইংরাজি সেনাপতি মহারাজের তাঁবুতেগিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন ইতিমধ্যে মীরকস্সিম মহারাজের সহিত ইংরাজদিগের কথোপকথন শুনিয়া ভীত হইলেন এবং যদি তাঁহার পক্ষে কোন অপকার ঘটে তাহা নিবারণার্থে স্বয়ং পাটনায় গমন করিলেন মেজর কার্ণক সাহেব তাঁহাকে সাহআলমের নিকটে যাইতে

নিবেদন করিলেন কিন্তু তিনি অতিশয় অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহা করিলেন না অবশেষে স্থির হইল যে ইংরাজদি- গের কারখানায় উভয়পক্ষে আসিবেন তথায় এক ক্ষণিক সিংহাসন প্রস্তুত হইল তদুপরি ঐ তিমরবংশীয় স্বরাজ্যে পলায়িত হিন্দুস্থানের মহারাজ বসিলেন মীরকস্‌সিম স্বাভাবিকপূজাপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করি- লেন মহারাজ তাঁহাকে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যার শুবাদারীতে স্থাপিত করিলেন তিনিও করস্বরূপে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বর্ষে২ দিতে স্বীকার করিলেন অনন্তর মহারাজ দিল্লীতে যাত্রা করিলেন কার্ণক সাহেব কর্ম্মনাশার তীরপর্য্যন্ত তাঁহার সহচর থাকিলেন তথায় বিদায়কালে মহারাজ কহিলেন যে ইংরাজদি- গের যখন ইচ্ছা হইবে তখনি তিনি এই তিনদেশের দেওয়ানী তাঁহাদের দিবেন। এখানে ইহা বলা উচিত হয় যে ১৭৫৫শালে যদ্যপিও উড়িস্যা মহারাষ্ট্রীয়দি- গের দত্ত হওয়াতে অন্যান্য দেশহইতে পৃথক হইয়াছিল তথাপি সুবর্ণরেখানদীর উত্তরভাগ এতদ্দেশীয়নবা- বের অধীন থাকাতে উড়িস্যা নামে বিদিত ছিল ॥

কস্‌সিমআলি সমুদায় জমিদারদিগের সম্পূর্ণরূপে অধীন করিলেন কিন্তু পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারা- য়ণের কিছুই করিতে পারেন নাই তিনি অতিশয় ধনিরূপে বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু যথার্থ ইংরাজদিগের

আরা রক্ষিত ছিলেন তিনি তিনবৎসরপর্য্যন্ত হিসাব পরিষ্কার করেন নাই কারণ ঐসময়ে যুদ্ধার্থ সৈন্যদ্বারা বেহারের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল নবাব কহিলেন যে যাবৎ রামনারায়ণ দেয় পরিশোধ না করেন তাবৎ ইংরাজদিগের প্রাপ্য দিতে পারিবেন না তাহাতে কলিকাতা স্থিতসভায় দুই অংশ হইল এক অংশ মীরকাসিমের বিপক্ষ হইল ও যেপক্ষে শাসনকর্ত্তা বন্‌শিটার্টসাহেব ছিলেন সেপক্ষ তাঁহার সপক্ষ হইল পরে বন্‌শিটার্টসাহেবের পক্ষ প্রবল হওয়াতে পাটনাস্থিত রামনারায়ণের রক্ষক ইংরাজি সৈন্যদিগের আহ্বান হইল রামনারায়ণের সুতরাং শুবাদারের দয়াব্যতিরিক্ত উপায় রহিল না শুবাদার অবিলম্বে তাঁহাকে আটক করিয়া আনেধ করিলেন গুপ্তধনপ্রকাশার্থে তাঁহার ভৃত্যদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিলেন কিন্তু তথাপি রাজকীয় ব্যয়োপযুক্ত হইতে অধিক ধন প্রাপ্ত হইল না বন্‌শিটার্টসাহেবের রাজত্বমধ্যে এই এক প্রধানভুল ছিল কারণ এই ব্যাপারদ্বারা এতদ্দেশীয়লোকদিগের ইংরাজদিগের সহায়তায় বিশ্বাস ভঙ্গ হইল ।।

মীরকাসিম এপর্য্যন্ত উত্তমরূপে রাজত্ব করিলেন অতঃপর কোম্পানির ভৃত্যদিগের লোভদ্বারা কিরূপে তাঁহার পতন হইল তাহা বর্ণনা করি। ভারতবর্ষে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে হইলে মাসুল দিতে হইত

এবং ঐ মাসূলদ্বারা অধিকাংশ রাজস্ব উৎপন্ন হইত কিন্তু রাজস্ববৃদ্ধির এবড় কুৎসিত রীতি ছিল কারণ ইহাতে বাণিজ্যের ব্যাঘাত হইত তথাপি ঐ রীতি তৎকালে প্রবল ছিল এবং ১৮৩৫ শালের পূর্ব্বাবধি ইংরাজেরাও অন্যথা করেন নাই যখন ইংরাজি-কোম্পানিতে উত্তম বাণিজ্যশক্তি পাইলেন তখন বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রাদানে তাঁহাদের মাসূল রহিত হইল কলিকাতাস্থিত প্রধান অধ্যক্ষ যেদস্তকে স্বাক্ষর করিতেন শুল্কগ্রাহিদিগের তাহা দেখাইলে কোম্পানির দ্রব্য বিনা শুল্কে যাইত কেবল কোম্পানির বাণিজ্য এইরূপ সুগম ছিল কিন্তু ইংরাজেরা নিজমনোনীত নবাবস্থাপন করিয়া এদেশে এমত বলবান্ হইলেন যে প্রায় কোম্পানির সকলভৃত্যেরা নিজ২ বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন ক্লাইবসাহেব যেপর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন তদবধি তাঁহারা এতদ্দেশীয়বণিক্-দিগের তুল্য শুল্ক দিতেন কিন্তু তিনি স্বদেশে গমন করিলে এই সভাদ্বারা দ্বিতীয় নবাব স্থাপিত হওয়াতে ইংরাজেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান হইয়া মাসূল-ব্যতিরেক বাণিজ্য করিতে স্থির করিলেন বাঙ্গালায় তাঁহাদের সামর্থ্য এমত অধিক ছিল যে নবাবের কোন ভৃত্য লোক তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হইতে পারিতেন না অতএব ইংরাজেরা ক্রমে২ অধিক দুরন্ত হইলেন তাঁহা-

দের গোমস্তারা ইচ্ছানুসারে ইংরাজি নিশান গাড়িয়া এতদ্দেশীয়বণিক্‌লোকদিগকে ও সরকারিআমলা-দিগকে বহুবিধ য়াতনা দিতেন কোন ইংরাজের স্বাক্ষরিত দস্তক পাইলে স্বয়ং কোম্পানিতুল্য সম্ভ্রান্ত হইতেন যদি নবাবের আমলারা কোন ব্যাঘাত করিতেন ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা তৎক্ষণাৎ সিপাই পাঠাইয়া তাঁহাদের কারাগারে রোধকরিতেন মাসূল ব্যাতিরেকে নিজদ্রব্য চালান করিতে হইলে নাবিক কোম্পানির নিশান তুলিয়াদিতেন এইরূপে নবাবের শক্তি নষ্ট হইল এতদ্দেশীয় বণিক্‌দিগের সর্ব্বনাশ হইল এবং ভদ্র ইংরাজেরা বিপুল ধনী হইলেন শুবাদারের রাজস্ব অতিক্ষীণ হইল কারণ ইংরাজেরা যেরূপে মাসূল দিতেন না সেইরূপে তাঁহাদের ভৃত্যেরা নাম করিয়া সকলেই রাজকর মুক্ত হইতেন মীর কসিম এই সকল ক্লেশবিষয়ে কলিকাতার সভায় অভিযোগ করিলেন এবং যদ্যপি ইহার নিবারণ না হয় তবে এককালে রাজ্যনাশ করিবার ভয় দেখাইলেন ॥

বন্‌শিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব এই দোষ নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু এই দোষদ্বারা অন্যান্য সভাপতিদিগের লভ্য থাকাতে তাঁহাদের যত্ন বিফল হইল পরে ঐ অবস্থার এমত বৃদ্ধি হইল যে এতদ্দেশীয়লোকদিগকে ইংরাজদিগের গোমস্তা-

কর্ত্তৃক নিরূপিতমূল্যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইল অতঃপর মীরকস্‌সিম স্পষ্টরূপে ইংরাজদিগকে শত্রুবোধ করিলেন এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল বন্‌শিটার্ট সাহেব তাহা নিবারণার্থে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং মুঙ্গেরে গমন করিলেন মীরকস্‌সিম সৌহার্দ্যপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রকৃতসময়ে কোম্পানির ভৃত্যদিগের দৌরাত্ম্য ও বিনাশুল্কে বাণিজ্যদ্বারা দেশের অপকারবিষয়ে কটূক্তিতে অভিযোগ করিলেন বন্‌শিটার্ট সাহেব তাঁহার সান্ত্বনার্থে সচেষ্টক হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ও ইংরাজেরা তুল্যরূপে সকলদ্রব্যে শতকরা নয় টাকা মাসূল দিবেন এবং কহিলেন যে কলিকাতাস্থিত সভার অনুজ্ঞাব্যতিরেকে এমত ব্যবস্থা করিতে তাঁহার সামর্থ্য নাই কিন্তু এইরূপ করিতে তিনি পরামর্শ দিবেন নবাব অতিশয়অসম্মতিপূর্ব্বক তাহাতে স্বীকার করিয়া কহিলেন যদি এদোষ পরিহার না হয় তবে সমুদায় মাসূল রহিত করিয়া ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়লোকের তুল্যতা করিবেন বন্‌শিটার্ট-সাহেব ঐ বিষয় সভায় প্রস্তাব করিতে সত্বরে কলিকাতায় আসিলেন মীরকস্‌সিম তাঁহাদের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া শুল্কগ্রাহিদিগের প্রতি ইং-

রাজদিগের দ্রব্যে শতকরা নয়টাকা আদায় করিতে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা করিলেন ইংরাজেরা তাহা দিতে অস্বীকার করিয়া এতদ্দেশীয়আমলাদিগের রুদ্ধ করিলেন এবং নানাদেশীয় কারখানার প্রধানলোকেরা স্বস্থানহইতে শীঘ্র কলিকাতায় আসিলেন কেবল হষ্টিংস সাহেবব্যতিরেকে সকলেই শতকরা নয়টাকা মাসুলবিষয়ে বনশিটার্ট সাহেবের প্রস্তাব ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যজ্য করিলেন তাঁহারা কেবল লবণ বিষয়ে সার্দ্ধ দুই মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন। মীরকসসিম তৎকালে নেপালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু তথায় সুসিদ্ধ হইলেন না তথাহইতে প্রত্যাগমনকালে শুনিলেন যে কলিকাতার সভাপতিরা মাসুল দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার আমলাদিগকে আটক করিয়াছেন তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা ও বেহার সমুদায় অঞ্চলে মাসুল রহিত করিলেন সভাপতিরা তাহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন তাঁহাদের ইচ্ছা যে নবাব নিজপ্রজাহইতে পূর্ব্ববৎ মাসুল আদায় করিবেন ও ইংরাজদিগকে বিনামাসুলে বাণিজ্য করিতে দিবেন ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল হষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে প্রধান রাজা মীরকসসিম নিজ প্রজাদিগের ভাল কি কারণে না করিবেন তাহাতে ঢাকার কারখানার কর্ত্তা বাটুসন্‌সাহেব কহিলেন যে এইবাক্য

নবাবের অধীনলোকের উচিত বটে কিন্তু এসভাপতি-দের যোগ্য নহে হষ্টিংসসাহেব প্রত্যুত্তর করিলেন যে অতি নির্ব্বোধ না হইলে এমত বাক্য বলে না ঐ আব-শ্যক বিষয়ে সভাপতিদিগের এইরূপ স্বভাবে কথো-পকথন হইল অবশেষে তাঁহাদের নির্দ্ধারণ হইল যে এতদ্দেশীয়বাণিজ্যে পূর্ব্বোক্ত শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে মীরকসিমের প্রবৃত্তিকারণ আমিয়াট্ সাহেব এবং হে সাহেব তথায় প্রেরিত হইবেন তাঁহারা তথায় গিয়া বতবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রথমত বোধ হইল যে এবিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারে কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যমধ্যে অতিদুরন্ত ও পাটনার মধ্যে প্রধান ইলিস্ সাহেবের দুরাচারদ্বারা সন্ধির আশা নষ্ট হইল নবাব আমিয়াট্ সাহেবকে বিদায় করিয়া ইংরাজদিগের কারাগারস্থিত নিজ ভৃত্যদি-গের মোচনার্থে প্রতিভূস্বরূপে হে সাহেবকে রাখি-লেন ইলিস্ সাহেব আমিয়াট্ সাহেবকে নবাব পুন-র্ব্বার না গ্রহণ করিতে পারেন এমত বুঝিয়া সহসা পাটনা নগর অধিকার করিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত হইয়া বিশৃঙ্খল হওয়াতে শুবাদারের অধিক সৈন্য আসিয়া ঐ নগর পুনরধিকার করিল এবং ইলিস সাহেব ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা কারাগারে রুদ্ধ হইলেন কসিমআলি এই পাটনার ব্যাপার

শুনিয়া দেখিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল একারণ বহিঃস্থিত কারখানার সকল ইউরোপীয়দিগের আটক করিতে ওকলিকাতার পথিমধ্যে আমিয়াট্‌সাহেবকে রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ মহাশয় মুরসিদাবাদের নিকটে যাইতেছেন এমতসময়ে তথাকার অধিকৃতের নিকটে ঐ আজ্ঞা আসাতে তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন আমিয়াট্‌ সাহেব তাহা না মানাতে মহৎ কলহ উপস্থিত হইল তাহাতে তিনি মারা পড়িলেন মুরসিদাবাদ স্থিত জগৎসেটের গৃহের প্রধান বণিকেরা ইংরাজদিগের পক্ষে আছেন এরূপ সন্দেহপ্রযুক্ত মীরকস্‌সিম তাঁহাদের মুঙ্গেরে আনিয়া দমনে রাখিলেন ॥

আমিয়াট্‌ সাহেবের মৃত্যুসম্বাদ ও ইলিস সাহেবের আর তাঁহার সহচরদিগেরআসেধের সম্বাদ কলিকাতায় আসিবামাত্রে সভাপতিরা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন বন্‌শিটার্ট সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব পাটনাস্থিত ভদ্রলোকেরা যেপর্য্যন্তে মীরকস্‌সিমের হস্তহইতে মুক্ত না হয়েন তাবৎ ক্ষান্ত রাখিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না সভ্যের অধিকাংশদ্বারা ইংরাজি সৈন্যদিগের তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল এবং তৎকালে তাঁহারা মীরজেফরকে পুনর্ব্বার রাজ্যার্পণ করিতে স্থির করিলেন কারণ তিনি

ইংরাজদিগের বিনামাসূলে বাণিজ্যে ও এতদ্দেশীয় বাণিজ্যে পূর্ব্ববৎ মাসুলস্থাপনে অনুমতি করিতে স্বীকার করিলেন ঐ বৃদ্ধ মহাশয় দ্বিসপ্ততিবর্ষবয়স্ক ও কুষ্ঠরোগদ্বারা গতিশক্তিরহিত তথাপি ইংরাজি সৈন্যের সহিত কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদে চলিলেন ॥

মীরকস্‌সিন সৈন্যশিক্ষার্থে বহুবিধ আয়াস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্য এরূপ উত্তম ছিল যে এতদ্দেশীয় কোন রাজার কদাচ সেরূপ ছিল না তাঁহার আরমাণীয় সেনাপতি জর্জিনখাঁও যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ ছিলেন কিন্তু তথাপি দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইল না নবাবের সেনাপতিদের পরস্পর অনৈক্য হওয়াতে ১৭৬৩ শালের ১৯ জুলাই কাটোয়ায় তাঁহার সৈন্যেরা পরাজিত হইল ২৪ তারিখ ইংরাজেরা মুতিঝিলে শ্রেণীবদ্ধ নবাবের সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া মুরসিদাবাদ অধিকার করিলেন ২ আগষ্ট সুতির নিকটে গরিয়ায় একযুদ্ধ হইল তাহাতেও মীরকস্‌সিমের সেনারা আঘাত পাইলেন নবাব রাজমহলের সমীপে উদয় নল্লে দৃঢ়তর শিবির করিয়াছিলেন তাঁহার সমুদায় সৈন্য তথায় গমন করিল তিনি স্বয়ং এতৎপর্য্যন্ত মুঙ্গেরে ছিলেন অতঃপর উদয়স্থিতসৈন্যের নিকটে যাইতে স্থির করিলেন কিন্তু যাত্রার পুর্ব্বে এতদ্দেশীয়

বন্দীলোকদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন কথিত আছে যে পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের গলায় বালুকাপূর্ণগোণী বদ্ধ করিয়া নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন এবং ঢাকার নায়েব শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র রায় রয়ান কৃষ্টদাসপ্রভৃতি রাজা উমেদসিংহ রাজা বনীয়াদসিংহ রাজা ফতেসিংহ ও অন্যান্যদিগকে হত্যা করিলেন এবং সেটবংশীয় দুই ধনীবণিক্‌কে দুর্গস্থিত বুরুজহইতে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলেন যেস্থলে ঐ হতভাগ্যেরা মরিলেন নাবিকেরা অনেকক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহাদের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কস্‌সিমআলি এইসকল হত্যা করিয়া উদয়স্থিত সৈন্যের নিকটে চলিলেন আক্‌টোবর মাসের প্রথমে ইংরাজেরা তাঁহার শিবিরে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিলেন পরাভবের দুইএকদিবসপরে তিনি মুঙ্গেরে আসিলেন কিন্তু তাঁহার অন্বেষণার্থে যে সকল ইংরাজিসৈন্য আসিতে ছিল তাহার পরাভাবে স্বয়ং অক্ষম বুঝিয়া সসন্যে পাটনায় পলায়ন করিলেন যেসকল ভদ্র ইংরাজেরা তাঁহার হস্তে পড়িয়া ছিলেন তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইলেন মুঙ্গেরহইতে যাত্রাকরিয়া দ্বিতীয় দিনে রেবানদীর তীরে উপস্থিতহইলেন দৈবাৎতক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্যমধ্যে কলরব উপস্থিত হইল সকলেই নদীপার হইতে ব্যগ্র দৃশ্য হইল এবং কতিপয়

মনুষ্য এক মৃতশরীর নিখাতার্থে লইয়া যাইতেছিল পরে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে ইহা প্রধান সেনাপতি জর্ঝিনখাঁর শরীর এইবাক্য শ্রবণে নবাবের সন্তোষ হইল। ইতিহাস দ্বারাবোধ হইতেছে যে দিবা বসানে তিন চারি জন মোগল বলপূর্ব্বক তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে মারিয়াছেন এবিষয়ে জনশ্রুতি হইল যে তাঁহারা প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়াছিলেন পরে সেনাপতি তাঁহাদের দূরীকরণ করাতে তাঁহারা খড়্গ বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন কিন্তু তাঁহার নিকটে প্রাপ্য কিছুই ছিল না নয়দিবস পূর্ব্বে সমুদায় দত্ত হইয়াছিল ইহাতে স্থির এই যে কসসিম আলি সেনাপতির বধার্থে তাঁহাদের প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার কারণ খোজাপেট্রুনামে বিদিত জর্ঝিনের এক ভ্রাতা কলিকাতায় ছিলেন বন্‌শিটার্ট সাহেবের ও হষ্টিংসসাহেবের সহিত তাঁহার পরম বন্ধুতা ছিল অতএব তিনি গুপ্তভাবে জর্ঝিনকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি নবাবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ও নবাবকে আটক করিতে চেষ্টা করেন নবাবের প্রধান চর এবিষয় জানিতে পারিয়া রাত্রি দুইপ্রহর একঘণ্টার সময়ে প্রভুকে জাগাইয়া কহিলেন যে তাঁহার সেনাপতি এইরূপে বিশ্বাসঘাতক হইয়াছেন পরে চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকার মধ্যে তৎকালের অতিপ্রধান ঐ আরমাণীয় সেনাপতি জর্ঝিন মারাপড়িলেন ।।

মীরকসসিম ত্বরাপূর্ব্বক পাটনায় পলায়ন করাতে মুঙ্গের ইংরাজদিগের হস্তগত হইল পরে তিনি দেখিলেন যে তাঁহাকে ঐ রূপে পাটনাপরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশহইতে পলায়ন করিতে হইবে ইংরাজ দিগের প্রতি তাঁহার অসীম ক্রোধ হইল তিনি পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে কারাগারস্থিত লোকদিগের মৃত্যু বাঞ্ছা করিয়া সেনাপতিদের প্রতি আজ্ঞাকরিলেন যে তাঁহারা কারালয়ে গিয়া ঐ সকল লোকদিগের প্রাণ নাশ করেন তাঁহারা উত্তর করিলেন যে ঐ সকল লোকের হস্তে অস্ত্র দিয়া বাহির করুন আমারা যুদ্ধ করিব নতুবা আমরা হত্যাকারক নহি যে বিনাপরাধে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব পরে নবাব সমরু নামক একজন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে তাহাদের সংহারার্থে প্রেরণ করিলেন ঐ দুরাত্মা পূর্ব্বে ফরাসিদের চিকৎসক ছিল এবংতৎকালে মীরকসসিমের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল সে তৎক্ষণাৎ ঐ কর্ম্মের ভার লইয়া কিয়ৎ সৈন্যের সহিত তথায় গিয়া ঐ নিরাশ্রয় লোকদিগের অগ্নিদ্বারা দগ্ধ-করিয়া মারিল কেবল ফুলার্টন্ সাহেব প্রাণ রক্ষা পাই-লেন অন্য সকলেই মারাপড়িলেন ঐ পাটনার হত্যাতে অষ্ট চত্বারিংশৎ ভদ্র ইংরাজেরা ও সার্দ্ধশত সৈন্যেরা প্রাণ হারাইলেন সমরু অতঃপর লাল রাজার উপা-সনা করিয়া অবশেষে সর্দ্দান দেশের রাজত্বপাইলেন

যেসকল ভদ্র ইংরাজেরা মারাপড়িয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতার সভাপতি ইলিস্‌সাহেব হে সাহেব ও লশিংটন্‌ সাহেব ছিলেন ১৭৬৩ শালের ৬ নবেম্বর পাটনা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল ও মীরকসিম অযোধ্যার শুবাদারের নিকটে পলায়ন করিলেন এইরূপে প্রায় চারিমাসের মধ্যে যুদ্ধের শেষ হইল পরবৎসর ২২ আক্‌টোবর ইংরাজি সেনাপতি বক্‌সরে অযোধ্যার সৈন্যের সহিত যুদ্ধকরিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন এই জয়ের পরে উজিরের সহিত যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে বলা উচিত নহে কেবল এই মাত্র বলি যে তিনি মীরকসিমকে প্রথমতঃ আশ্রয় দিয়াছিলেন পরে তাঁহার ধন অপহরণ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু নবাব পুনর্বার বাঙ্গালায় উপদ্রোহ করেন নাই ।।

মীরজেফর দ্বিতীয়বার বাঙ্গালারাজ্যে স্থাপিত হইয়া দেখিলেন যে ইংরাজদিগের যে ধন দিতে স্বীকার করিয়াছেন তাহা কোনমতে হইতে পারে না তৎকালে তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং ক্রমে২ রোগের বৃদ্ধি হওয়াতে ১৭৬৫ শালের জানুয়ারিমাসে চতুঃসপ্ততিবর্ষ বয়সে মুরসিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার পরবর্ত্তি নবাব নির্দ্ধারণ করা মহারাজের কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু তিনি এমত শক্তিবিহীন ছিলেন যে স্বকীয় রাজ-

স্থানীতে যাইবার উপায় ছিল না অতএব ইংরাজদি-গের যেরূপ স্বেচ্ছা হইল তাহাই করিলেন সভাপতিরা মণিবেগমের গর্ভজাত মীরজেফরের পুত্র নজমউদ্দৌলা-কে বহুধন লইয়া নবাব করিলেন তাঁহার সহিত তাঁহারা নূতন নিয়ম করিলেন সৈন্যদ্বারা দেশরক্ষা তাঁহাদের অধীন রহিল এবং দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারার্থে নবাবদ্বারা এক নায়েব নাজিম নিযুক্ত করি-লেন নবাব ঐ কর্ম্মে দুরাত্মা নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু সভাপতিরা নিশ্চিত রূপে তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন ভাবি শাসনকর্ত্তা দিগের পাঠার্থে বন্‌শিটার্ট সাহেব তাঁহার দোষ বিল-ক্ষণরূপে লিখিলেন অবশেষে আলিবর্দ্দির কুটুম্ব মহম্মদরেজখাঁ তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

কোর্টআবডিরেক্‌টরেরা ভারতবর্ষস্থিত ভৃত্যদি-গের দুরাচারদ্বারা ঐ সকল উপদ্রোহ অর্থাৎ মীর-কস্‌সিম ও উজিরের সহিত সংগ্রাম এবং পাট-নার হত্যা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন তাঁহাদের এই ভয় ছিল যে তাঁহারা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও নষ্ট হইতে পারে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে ঐ দেশ যে জন জয় করিয়াছেন তাঁহার তুল্য আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবেন না অতএব ক্লাইবসাহেবকে

পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মের প্রতিকার করিতে প্রার্থনা করিলেন ক্লাইবসাহেব রাজাদ্বারা তথায় মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও ইংলণ্ডে গমনোত্তর ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা করেন নাই এবং তাঁহার জাইগির কাড়িয়ালইয়াছিলেন তথাপি তিনি ভারতবর্ষে আগমন স্থির করিলেন তিনি সম্পূর্ণ শক্তির সহিত বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতিত্বকর্ম্মে ও শাসন কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইলেন ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে কহিলেন যে তাঁহাদের ভৃত্যবর্গের বাণিজ্যই দুঃখের কারণ হইয়াছে অতএব তাহা রহিত করিলেন। এক নবাবের পরে অপর নবাব স্থাপন করাতে অতীত অষ্টবর্ষের মধ্যে ভৃত্যবর্গেরা এতদ্দেশীয়লোক হইতে দুইকোটী অপেক্ষা অধিক মুদ্রা উপায়ন পাইয়াছেন এ-রূপ উপায়ন নিবারণ করিতে কহিলেন তাঁহারা অপর আজ্ঞাকরিলেন যে যুদ্ধবিষয়ক বা বিচারবিষয়ক সকল ভৃত্যেরা নিয়মিত থাকিবেন তাঁহারা চারি সহস্রের অধিক যে উপঢৌকন পাইবেন তাহা সরকারি ভাণ্ডারে পাঠাইবেন এবং কর্ত্তা সাহেবলোকদিগের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে সহস্রের অধিক মুদ্রা উপহার লইতে পারি-বেন না ॥

ক্লাইবসাহেব এইসকল উপদেশ লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন তিনি ১৭৬৫ শালের ৩ মে কলিকাতায়

অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে সকল বিপত্তিদ্বারা কোর্ট-আবডিরেক্টরেরা ভীত হইয়াছিলেন তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু রাজকীয় কর্ম্ম নিয়মশূন্য হইয়াছে সভাপতিরা অবধি কোন ব্যক্তিই কোম্পানির মঙ্গল দেখেন না সকল ভৃত্যদিগের ইচ্ছা ছিল যে কোন উপায়-দ্বারা শীঘ্র ধন সঞ্চয় করিয়া ইংলণ্ডে যাইতে পারেন সকল অংশেই অবিচার হইতেছিল এতদ্দেশীয় প্রজা-দিগের প্রতি এমত দৌরাত্ম্য হইতে ছিল যে ইউ-রোপীয়নামে ঘৃণা জন্মাইল রাজসভায় শিষ্টতা বা মর্য্যদা কিছুই ছিল না কোর্টআবডিরেক্টরেরা গতবৎসরে আজ্ঞা পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ভৃত্যেরা উপায়নগ্রহণ নাকরেন কিন্তু ঐ আজ্ঞা প্রাপ্তিকালে প্রাচীন নবাব মীরজেফর মরণ শয্যায় থাকাতে সভাপতিরা ঐ আজ্ঞা বহিতে না লিখিয়া নবাবের মর-ণোত্তর নূতন নবাব করিয়া তাঁহা হইতে অসংখ্যক উপাপয়ন লইলেন এবং ঐ পত্রে ডিরেক্টরেরা লিখিয়া-ছিলেন যে তাঁহাদের ভৃত্যেরা নিজ২ বাণিজ্য ত্যাগ করিবেন কিন্তু ঐ আজ্ঞার পরেই সভাপতিরা নূতন নবাবের সহিত ব্যবস্থা করিলেন যে তাঁহারা বিনাশুল্কে পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিবেন। ক্লাইবসাহেব আগমন মাত্রে ডিরেকটরদিগের আজ্ঞাচালাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন সভাপতিরা বন্‌শিটার্ট সাহেবকে যেরূপে

দমনে রাখিয়াছিলেন তাঁহাকে সেইরূপে রাখিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ক্লাইবের ঐ মহাশয় অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ছিল তিনি তাঁহাদের উপঢৌকন নালইয়া নিয়মিত থাকিতে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিলেন যেসকল ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করিলেন তিনি তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন কেহ২ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন এবং যাঁহারা বুঝিলেন যে এদেশ হইতে অধিক ধন পাইয়াছেন তাঁহারা গৃহগমন করিলেন কিন্তু সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইলেন ।।

২৪ জুন ক্লাইব কলিকাতাহইতে পশ্চিম দেশে যাইয়া সন্ধি করিতে স্থির করিলেন কারণ যুদ্ধদ্বারা সমুদায় রাজস্ব নষ্ট হইতেছিল নজুমউদ্দৌলার সহিত নূতন নিয়মপত্র করিয়া দেশের কর্ত্তব্য ইংরাজদিগের অধীন করিলেন নবাবের ধর্ম্মাধিকরণের ব্যয়ার্থে বার্ষিক পঞ্চাশতলক্ষ মুদ্রা দিতে নিয়ম করিলেন এবং ঐধন মহম্মদ রেজাখাঁ রাজা দুর্লভরাম ও জগৎসেট এই কয়েকলোকের পরামর্শানুসারে ব্যয় করিতে ব্যবস্থা করিলেন পরে অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল কিন্তু তাঁহার যাত্রার অতি প্রধান ফল এই ছিল যে কোম্পানিতে মহারাজহইতে তিনদেশের দেওয়ানী পাইলেন আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরাজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন তিনি তখনি ঐপদ দিবেন

এরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন ক্লাইব সাহেব প্রয়াগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ প্রতিজ্ঞাপূরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন তিনিও নিঃসন্দেহে তাহা করিলেন ১২ আগষ্ট মহারাজ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী কোম্পানির নিমিত্তে ক্লাইবসাহেবকে দিলেন তিনিও মহারাজকে রাজস্বহইতে প্রতিমাসে দুই লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন। এস্থলে ইহা বলা উচিত যে মহারাজ স্বরাজ্যে পলায়িত থাকাতে তাঁহার নিশ্চল সিংহাসন ছিল না দুইখান ইংরাজদিগের ভোজ্যাসনযোগ্য কাষ্ঠাসন বিচিত্রবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া তাঁহার সিংহাসন হইল মহারাজ ঐ আসনে বসিয়া দুইকোটী বার্ষিক রাজস্বসমেত তিন কোটী প্রজাদিগকে ইংরাজদিগের অধীন করিলেন এবিষয়ে মুসলমানইতিহাসলেখক কহেন যে অন্যসময়ে এরূপ আবশ্যককর্ম্মে বিজ্ঞতম মন্ত্রী ও ক্ষমতাপন্নদূতদিগকে প্রেরণ করিতে হইত এবং নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইত কিন্তু তৎকালে পশুপালবিক্রয় অপেক্ষা ঐ মহৎকর্ম্ম অল্পকালে হইল পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের এই ঘটনা অতি শুভদায়ক ছিল কারণ ঐ যুদ্ধের পরে তাঁহারা যথার্থ দেশের কর্ত্তা হইয়াছিলেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কেবল বিজয়ী বোধ করিতেন পরে মহারাজের এই প্রসাদদ্বারা প্রজারা

তাঁহাদের যথার্থ দেশের স্বামী দেখিলেন এবং মুর-
সিদাবাদের নবাব নিষ্ফল হইলেন অনন্তর ক্লাইব
সাহেব ৭ সেপ্‌টেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করি-
লেন ॥

কোম্পানির ভৃত্যেরা নিজ২ বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকা-
তে নানাপ্রকার আপদ ঘটিয়াছিল অতএব কোর্ট আব-
ডিরেক্‌টরেরা পুনঃ২ তাহা নিবারণের আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ভৃত্যেরা সর্ব্বদা আজ্ঞালংঘন
করিতেন তাঁহাদের শেষউপদেশে প্রায় সন্দেহ ছিল না
কিন্তু ক্লাইবসাহেব দেখিলেন যে দেওয়ানীবিষয়ের
ব্যবস্থাক্ত কোম্পানির ভৃত্যদিগের বেতন অতিঅল্প
অতএব অযথার্থ উপায়ব্যতিরেকে অধিক লভ্য হয় না
একারণ তিনি বাণিজ্য ক্রমিক রাখিলেন কিন্তু তাহার
রীতি উত্তম করিলেন তিনি এক বাণিজ্যের সভাস্থাপন
করিলেন তাহাদ্বারা গুবাক তবাক ও লবণ এইকয়েক
দ্রব্যের বাণিজ্য চলিল তাহাতে শতকরা ৩৫ টাকা
মাসুল কোম্পানির ভাণ্ডারে দিতে এবং অবশিষ্ট লভ্য
যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক সকল ভৃত্যদিগের বণ্টন করিয়া
দিতে নিয়ম করিলেন রাজসভাপতিদের অধিক অংশ
হইল নীচপদস্থিতব্যক্তিদের অল্প২ হইল। ক্লাইব
সাহেব ডিরেক্‌টরদিগকে এই কল্পনা নিবেদনকালে
লিখিলেন যে তাঁহারা শাসনকর্ত্তার বেতনবৃদ্ধি করেন

তাহা হইলে তাঁহার বাণিজ্যের আবশ্যকতা থাকে না কিন্তু এই উত্তম পরামর্শ পঞ্চদশবৎসরপর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় নাই। ডিরেক্টরেরা এই নূতন সভা শুনিয়া কটুবাক্যে নিন্দা করিয়া তাহার স্থাপনের নিমিত্তে ক্লাইবকেদোষী করিলেন এবং তাহা নিবারণের আজ্ঞা করিয়া সকল ভৃত্যাদিগের বাণিজ্য নিষেধ করি-লেন ॥

ভারতবর্ষে রাজকীয় কর্ম্মের অধিকব্যয়দ্বারা সমুদায় রাজস্ব এপর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছিল কোম্পানির যদ্যপিও নামমাত্রে অধিক আয় ছিল তথাপি তাঁহাদের সর্ব্বদা ঋণ করিতে হইত তাঁহাদের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সকল ভৃত্যেরা নির্দয় হইয়া লুট করিতেন। যখন ইংলণ্ডে ক্লাইবের নিকটে জিজ্ঞাসা হইল যে এমত অধিক আয়সত্ত্বে কোম্পানি কিকারণ নির্ধন হইলেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যেকোন ব্যক্তিকে হিসাব করিতে নির্ভর করা যায় তিনিই সঞ্চয় করেন কিন্তু ফলতঃ সৈন্যদ্বারা অধিক ব্যয় হইত ইংরাজি সৈন্যেরা যেপর্য্যন্ত নবাবের নামে যুদ্ধ করিত তিনি তাহাদের পারিতোষিকস্বরূপে অধিক ধন দিতেন ঐ পরিতোষিকের নাম ছিল দ্বিগুণ বাটা সৈন্যেরা এমত অধিককালপর্য্যন্ত ঐ পারিতোষিক পাইয়াছিল যে পরে চিরকালের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ করিল ক্লাইব

দেখিলেন যে সৈন্যদিগের ব্যয়লাঘব নাহইলে কোন মতে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইবে না এবং জানিতেন যে ঐ লাঘবের কল্পনায় প্রচণ্ডরূপে বাধা হইবে কিন্তু তিনি এমত দৃঢ়চিত্ত ছিলেন যে একেবারে দ্বিগুণ বাটা রোধের আজ্ঞা দিলেন ইহাতে সেনাপতিদের অতিশয় অপকার হওয়াতে তাঁহারা কহিলেন যে তাঁহাদের বাহুবলদ্বারা দেশের জয় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের উপকার করা উচিত হয় কিন্তু তাহাতে ক্লাইবের মানস ফিরিল না তিনি তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন তথাপি সৈন্যের ব্যয়লাঘব করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন অনন্তর সেনাপতিরা তাঁহাকে আপনাদের ইচ্ছায় অধীন করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন তাঁহারা গুপ্তভাবে পরস্পর সম্বাদ করিয়া একদিনে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্থির করিলেন ক্লাইব সাহেব প্রধানসেনাপতিদের কর্ম্ম পরিত্যাগ শুনিয়া অতি বিপদগ্রস্ত হইলেন সমুদায় সৈন্যদিগের ঐকমত্য সন্দেহ করিয়া নানাপ্রকার বিপত্তির সম্ভাবনা করিলেন তাঁহার বয়সে এমত কঠিন বিষয় কদাচ ঘটে নাই মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং সৈন্যেরা অধিপতিশূন্য হইল কিন্তু ক্লাইব স্বভাবিক শক্তি প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজ স্থিত সেনাপতিদিগের আসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং

যেসকল সৈন্যাধ্যক্ষেরা অন্যান্য তুল্য বিদ্রোহী ছিলেন না তাঁহাদের পুনর্ব্বার ফিরাইলেন প্রধানষড়্‌যন্ত্রকারিদিগের পদচ্যুতিপূর্ব্বক আটক করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইলেন এই কঠিনব্যবহারদ্বারা সৈন্যদিগের পুনর্ব্বার অধীন করিয়া ও রাজ্যের বহুকালাবধি বিপদ দূর করিলেন ।।

ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষে বিংশতি মাস থাকিয়া কোম্পানির কর্ম্মের সুনিয়ম করিলেন রাজকীয়ব্যয়ের হ্রাস করিলেন এবং দেওয়ানী পাইয়া বর্ষে২ প্রায় দুই কোটী মুদ্রা আয়বৃদ্ধি করিলেন তিনি সৈন্য দিগের অতিভয়ানক বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলেন এই নানাপ্রকার পরিশ্রমদ্বারা শরীর অপটু হওয়াতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইল বাঙ্গালায় প্রথম আগমনাবধি দশ বৎসর পরে ১৭৬৭ শালের ফিব্রুয়ারিমাসে জাহাজে আরোহণ করিলেন ইহাও তাঁহাকে বলা যাইতে পারে যে এই দশবৎসরে তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যস্থাপন করিলেন পূর্ব্বোক্ত দোষ নিবারণকালে তাঁহার অনেকে বিপক্ষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ২ বহুধন লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথাস্থিত ভারতবর্ষসম্পর্কীয়গৃহে শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অতএব ক্লাইবের ইংলণ্ডে গমন হইলে তাঁহারা তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টনামক

সভাতে ও ডিরেক্টরদিগের সভাতে কটূক্তিপূর্ব্বক অপমান করিলেন তিনি সকলপক্ষহইতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ দেখিলেন অতএব সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও শত্রুদিগের হিংসাদ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া ১৭৭৪ শালের ২২ নবম্বর অপঘাতমৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করিলেন ॥

ইংরাজেরা দেওয়ানী পাইয়াছিলেন অর্থাৎ বাঙ্গলা বেহার ও উড়িস্যার রাজস্ব আদায় করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু কিরূপে কর্ম্ম নির্বাহ করিতে হয় তাহা জানিতেন না কোম্পানির ইউরোপীয় ভৃত্যেরা এপর্য্যন্ত সরকারি বা স্বকীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা ভূমিজকরের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না পূর্ব্ব-বর্ত্তি শুবাদারেরা ঐ কর্ম্মের ভার হিন্দুদিগের দিয়াছিলেন কারণ তাঁহারা ধীর ও হিসাবে পারগ ছিলেন ইংরাজেরা যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে অন-ভিজ্ঞ ছিলেন বিশেষত তাঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা তাঁহারা নাজানিতে পারেন এমত বিবিধ চেষ্টা করিতেন অতএব তাঁহাদের সকলি পূর্ব্ববৎ রাখিতে হইল রাজা শ্বেতাব রায় বেহারের দেওয়ান হইয়া পাটনায় রহিলেন মহম্মদ রেজাখাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া মুরসিদা-বাদে রহিলেন এইরূপে ১৭৭২ শালপর্য্যন্ত প্রায় সপ্তবৎ-সর রাজ্য চলিল পরে ইংরাজেরা স্বহস্তে নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন ঐ কালের মধ্যে দেশ প্রায় অরাজক

হইয়াছিল জমিদারেরা ও প্রজারা কোনজনের অধীন থাকিবেন তাহা জানিতে পারেন নাই।

নবাবের ও তাঁহার মন্ত্রিদিগের হস্তে বিচারের ভার নামমাত্র ছিল কিন্তু ইংরাজেরা সর্ব্বত্র এমত পরাক্রান্ত ছিলেন যে এদেশীয় আমলারা তাঁহাদের দমন করিতে পারিতেন না এবং পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞানুসারে কলিকাতাস্থিত বড় সাহেবের এমত ক্ষমতা ছিল না যে মহারাষ্ট্রীয়খালের বহিঃস্থিত দোষীব্যক্তির দণ্ড করেন অতএব ইংরাজদিগের দেওয়ানীপ্রাপ্তির পরে সপ্তবৎসরপর্য্যন্ত দেশের গোলযোগ ও দুঃখের অবধি ছিল না॥

রাজস্বের অনিয়মদ্বারা তস্করদিগের সাহসবৃদ্ধি হওয়াতে সকলজিলায় ডাকায়িতের দল হইল তাহাতে কোন ব্যক্তির বিষয়ের রক্ষা ছিল না ডাকায়িতী এমত চলিত হইল যে ১৭৭২ শালে স্বহস্তে রাজকর্ম্ম লইবার কালে কোম্পানিকে কঠিন ব্যবস্থা করিতে হইল তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে ডাকায়িতলোককে ধরিয়া তাহার নিজগ্রামে ফাঁসি দিবেন তাহাতে তাহার পরিবারলোক দেশের দাসস্বরূপে থাকিবে এবং ঐ গ্রামের প্রত্যেক লোকের অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড করিবেন॥

ঐ অরাজক কালেই প্রায় অনেক নিষ্করভূমি হয় মহারাজদ্বারা বাঙ্গালার রাজস্বের ভার ইংরাজদিগের

নিকটে ন্যস্ত হইলেও তাহার আদায় কলিকাতায় না-হইয়া মুরসিদাবাদে হইত এবং ভাণ্ডারও তথায় ছিল রাজস্ববিষয়ের নিষ্পত্তি মহম্মদরেজাখাঁ রাজাদুর্লভ রাম এবং অতিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দসিংহের ভ্রাতা রাজা কান্তসিংহ এই তিন বাঙ্গালিদ্বারা হইত তাঁহারা সমুদায় নিয়ম করিতেন এবং কর আদায় ও প্রেরণ করিতেন কেবল তাঁহাদের অমনোযোগদ্বারা রাজস্বের প্রধান আদায় কারকমাত্র ছিলেন যে জমিদারেরা তাঁহারা প্রায় চত্বারিংশৎলক্ষ বিগাভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন ইংরাজদিগের দৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে এইরূপে রাজত্বের ত্রিংশৎ বা চত্বারিংশৎলক্ষ বার্ষিক কর নষ্ট হইয়াছিল এইরূপ জমিদারদিগের সরকারিধনের অপহরণদ্বারা এবং মুরসিদাবাদের ভাণ্ডারস্থিত আমলাদিগের চৌর্য্যদ্বারা দুইকোটী মুদ্রা বার্ষিক কর থাকিলেও ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের রাজত্বে ধন কিছুই ছিল না প্রত্যুত ঋণ হইয়াছিল ॥

ভৃত্যদিগের লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য নিবারণার্থে কোর্টআবডিরেক্টরদিগের শেষআজ্ঞাপ্রাপ্তির দ্বিতীয়বৎসরে অর্থাৎ ১৭৬৭ শালে ক্লাইব সাহেবের পরিবর্ত্তে বরিলষ্ট বাঙ্গালার বড়সাহেব হইলেন ডিরেক্টরেরা আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দেশীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকেরা করিবেন তাহাতে কোন ইউ-

রোপীয় লোকেরা নিযুক্ত থাকিবেন না কিন্তু তাঁহাদের ভৃত্যদিগের বেতন অল্প থাকাতে তাঁহারা ভুমিজরাজস্বহইতে শতকরা সার্দ্ধ দুইমুদ্রা যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক সমুদায়ভৃত্যদিগের উচিতমতে বণ্টন করিয়া দিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু ক্লাইবসাহেবের যাত্রার পরে কোম্পানির কর্ম্মে পুনর্ব্বার অনিয়ম হইল ভারতবর্ষে সরকারি আয় অধিক হইলেও ব্যয় ততোধিক হইল ভাণ্ডারের শূন্যতায় প্রতিদিন ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল ১৭৬৯ শালের আকটোবরমাসে কলিকাতায় বড়সাহেব হিসাবদ্বারা দেখিলেন যে অধিক ঋণ হইয়াছে এবং আরো অধিক ঋণকরণের আবশ্যকতা হইয়াছে ভাণ্ডারপূরণের উপায় এইমাত্র ছিল যে কোম্পানির ভৃত্যেরা যে ধন উপার্জ্জিত করিতেন তাহা বড়সাহেব কোষে লইয়া লণ্ডনে কোর্টআবডিরেক্টরহইতে দিতে আজ্ঞা পাঠাইতেন ডিরেক্টরদিগের ঐ সকলহুণ্ডীর টাকা দিতে অন্য কোন উপায় ছিল না কেবল ভারতবর্ষহইতে যেসকল দ্রব্য প্রেরিত হইত তাহা বিক্রয় করিয়া দিতেন পরে কলিকাতাস্থিত বড়সাহেব ও প্রধান সভা এইরূপে অধিক ঋণ করিতে লাগিলেন কিন্তু স্বদেশে অতি অল্পদ্রব্য প্রেরণ করিতেন অতএব ডিরেক্টরেরা হুণ্ডীর টাকা দিতে অসমর্থ হইয়া কলিকাতার বড়সাহেবের প্রতি আজ্ঞা করি-

লেন যে তিনি তদ্রূপ হুণ্ডী না পাঠাইয়া একবৎসরের নিমিত্তে কলিকাতায় ঋণ করিবেন তাহাতে তাঁহাদের ভৃত্যেরা ফরাসি ওলন্দাজ ও দিনামারদিগদ্বারা ইউ-রোপে নিজ২ ধন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ চন্দননগর চুচুড়া ও শ্রীরামপুরের ভাণ্ডারে ধন দিয়া ইউ-রোপের অন্যান্য কোম্পানিহইতে প্রাপ্তির আজ্ঞা লইতেন তাঁহারা ঐ ধনদ্বারা দ্রব্য ক্রয় করিয়া পাঠাই-তেন ঐ দ্রব্য প্রায় হুণ্ডীর দানযোগ্যসময়ের পুর্ব্বে ইউ-রোপে গিয়া বিক্রীত হইত এইরূপে ভিন্নদেশীয়দিগের বাণিজ্যার্থে ধনাভাব ছিল না কিন্তু ইংরাজিকোম্পা-নির অতিশয় দুরবস্থা হইল পরে ডিরেক্টরদিগের নিষেধ থাকিলেও কলিকাতাস্থিত রাজসভাকে ১৭৬৯ শালে খত লিখিয়া ঋণ করিতে হইল এবং ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইতে হইল তাহাতে লণ্ডনে কোম্পানির কর্ম্মের শেষ হইল ॥

১৭৬৫ শালে জেফরখাঁর পরিবর্ত্তে নজুমউদ্দৌলা নাজির হইয়া পরবৎসরে মরিলেন পরে সেফউ-দ্দৌলা তৎপদে স্থাপিত হইয়া ১৭৭০ শালে বসন্তরোগে মরিলেন তাঁহার ভ্রাতা মবারিকউদ্দৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন কলিকাতাস্থিত সভাদ্বারা তাঁহার পুর্ব্ববর্ত্তি নবাবদিগের রাজসভার ব্যয়ার্থে যে ধন নির্দ্দিষ্ট ছিল তাঁহাকেও তাহাই দিতে স্বীকার হইল

কিন্তু ডিরেক্‌টরেরা তাহার হ্রাস করিয়া বৎসরে ষোড়শ লক্ষ মুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন ॥

বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ১৭৭০ শাল অতিদুর্ভিক্ষ নিমিত্তে চিরস্মরণীয় আছে ঐ দুর্ভিক্ষদ্বারা বাঙ্গালা-দেশ প্রায় মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল দরিদ্রলোকের যে দুঃখ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা মনুষ্যসাধ্য নহে ইহাতে তৃতীয়াংশ মনুষ্য নষ্ট হইয়াছিল এই উক্তিদ্বারা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। ঐ বৎসরে ডিরেক্‌টরেরা মুরসিদাবাদে ও পাটনায় রাজস্বজন্য এক২ সভা স্থাপন করিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে তাহাতে ইংরাজদিগের সভ্য ভৃত্যেরা নিযুক্ত থাকিয়া রাজস্ববিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং বিধিমতে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় কি না তাহা দেখিবেন কিন্তু তথাপি রাজস্বের নির্ব্বাহ এতদ্দেশীয়লোকের হস্তে রহিল মহম্মদ রেজাখাঁ মুরসিদাবাদে রহিলেন এবং রাজা শ্বেতাবরায় পাটনায় রহিলেন ভূমিবিষয়ের যে কোন কাগজপত্র সকলেই তাঁহাদের মুদ্রাচিহ্ন ছিল ॥

বরিলষ্ট সাহেব ১৭৬৯ শালে এদেশের কর্ত্তৃত্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে কার্টির সাহেব তৎপদ পাইলেন কিন্তু কলিকাতাস্থিত রাজস্বভার ক্ষীণতাপ্রযুক্ত কোম্পানির সর্ব্বনাশ হইবার উদ্যোগ হইল অতএব কলিকাতার পূর্ব্ববড়সাহেব বন্‌শিটার্ট স্ক্রাফ্‌টন্‌ ও কর্ণেল

ফর্দ এই কয়েক সাহেবকে দোযোদ্ধার করিয়া বঙ্গদেশ-ঘবার্থ পাঠাইতে স্থির হইল কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষে কদাচ আসিতে পারিলেন না তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিলেন তাহা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইলে পরে কি হইল তাহার সম্বাদ পাওয়া যায় না বোধ হয় তৎস্থিতলোকের সহিত সমুদ্রমধ্যে মারা পড়িয়াছে ॥

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

১৭৭২ শালে কার্টির সাহেব অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ-করিলে ওয়ারেন হষ্টিংস সাহেব তৎকর্ম্ম পাইলেন ভারতবর্ষে কোম্পানির নিযুক্ত যে সকল মনুষ্য ছিলেন তাঁহাদের সকল অপেক্ষা তিনি অতি প্রধান ছিলেন তিনি ১৭৪৯ শালে অষ্টাদশবর্ষবয়সে সভ্যকর্ম্মে আসিয়া অতিপরিশ্রমপূর্ব্বক এতদ্দেশীয় রাজনীতি ও ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৭৫৭ শালে তাঁহার বয়স ষড়বিংশতিবর্ষ মাত্র থাকিলেও ক্লাইব তাঁহাকে মুরসিদাবাদের দরবারে রাখিয়াছিলেন ঐ কর্ম্ম তৎকালে অতি প্রধান ও কেবল বড়সাহেবের নীচে ছিল বনশিটার্ট সাহেব যখন কলিকাতায় সর্ব্বো-পরি হইলেন তখন তাঁহার কেবল হষ্টিংসসাহেবের প্রতি বিশ্বাস ছিল ১৭৬১ শালের ডিসেম্বরমাসে হষ্টিংস সাহেব কলিকাতার সভায় আসিলেন এবং বনশিটার্ট সাহেবের মতে কেবল তাঁহার মত ছিল নতুবা সকল

অধিপতিদের মত বিপরীত ছিল সকলে যেরূপ চৌর্য্য করিতেন তিনি সেরূপ ছিলেন না তাঁহার সহচরেরা এক নবাব রহিত করিয়া অপর নবাব স্থাপনদ্বারা বিপুল ধন সঞ্চয় করিলেন কিন্তু তিনি কদাচিৎ কিঞ্চিৎ লইয়াছেন এমত সন্দেহও হয় নাই তিনি ১৭৬৫ শালে তাঁহার বন্ধু বন্‌শিটার্ট সাহেবের সহিত যখন গৃহগমন করিলেন তখন এমত নিঃস্ব ছিলেন যে ভিন্নদেশীয়লোকহইতে অল্পধন ঋণ করিতে হইল তাঁহার অধীন খোজাপেট্রুস তাহাও তাঁহাকে দিলেন না। ১৭৭০ শালে তিনি মাদ্রাজস্থিত সভায় দ্বিতীয় অধিপতি হইয়া আসিলেন এবং তথায় এমত উত্তমরীতি করিলেন যে ডিরেকটরেরা তাঁহাকে অতিশয় ধন্যবাদ দিলেন এবং যখন কলিকাতায় বড়সাহেবের কর্ম্ম খালি হইল তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে হষ্টিংস সাহেবহইতে তৎকর্ম্মে অধিক উপযুক্ত কেহই নাই অতএব তিনি চত্বারিংশৎবর্ষবয়সে বাঙ্গালার বড়সাহেব হইলেন ।।

এতদ্দেশীয় লোকদ্বারা ভূমিজকরের নিষ্পত্তিকরায় ডিরেকটরেরা ঘৃণা করিলেন এবং ক্রমে২ আয় হ্রাস দেখিয়া দেওয়ানী প্রাপ্তির সপ্তবৎসর পরে যথার্থ দেওয়ান হইতে স্থিরকরিলেন অর্থাৎ ইউরোপীয় ভৃত্য দ্বারা রাজস্ব আদয় ও তাহার নিষ্পত্তি স্বহস্তে করিতে আরম্ভকরিলেন এই নূতন নিয়ম সকল হষ্টিংস সাহেব

নিষ্পন্ন করেন তিনি ১৩ আপ্রিল বড়সাহেব হইয়া ১৪ মে সভাহইতে আজ্ঞাকরিলেন যে রাজস্বের কর্ম্ম তাঁহারা স্বয়ং চালাইবেন ইউরোপীয় যে সকল আমলারা রাজস্ব আদায় করেন তাঁহাদের নাম কালেক্টর থাকিবে এবং কিয়দ্বর্ষের নিমিত্তে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে পরে আজ্ঞা হইল যে চারিজন সভাপতি এক সম্প্রদায় হইয়া দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া সমুদায় নিষ্পত্তি করিবেন ঐ সম্প্রদায়ে কৃষ্ণনগরে বিস্তর পরিশ্রমকরিতে আরম্ভকরিলেন কিন্তু ভূমির কর এমত অল্পদিতে লোকে স্বীকার করিল যে তাঁহারা নিলাম করিয়া বৃদ্ধি করিতে স্থির করিলেন যদি প্রাচীন জমিদার অথবা তালুকদারেরা উপযুক্ত ধন দিতে স্বীকার করিতেন তবে তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ অধিকারে রাখিতেন নতুবা তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র বৃত্তিদিয়া তৎপদে লোকান্তর স্থাপন করিতেন এবং তৎকালে মুরসিদাবাদহইতে কলিকাতায় ভাণ্ডার আনীত হইল কারণ তাহাতে বড়সাহেবের দৃষ্টি থাকিবে এবং এই সকল পরিবর্ত্তদ্বারা দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারীকর্ম্মের পরিবর্ত্ত আবিশ্যক হইল প্রতিজিলায় দুই২ আদালত স্থাপিত হইল ফৌজদারী বিষয়ে কাজি ও মুফটির সহিত কালেক্টর সাহেব বিবেচনা করিতেন এবং দেওয়ানী বিষয়ে দেওয়ান ও অন্যান্য আমলার সহিত

ঐ কালেক্টর বিচার করিতেন অপর ঐ সময়ে পুনর্ব্বিচারার্থে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থাপিত হইল সদর দেওয়ানীতে দেওয়ানী-বিষয়ের ও সদরনিজামতে ফৌজদারীবিষয়ের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হয় ইহার পূর্ব্বে বিচার্য্যবস্তুর তুরীয়ভাগ আদালতে বিচারকর্ত্তা লইতেন তাহা তদবধি রহিত হইল ও গুরুতর ধনদণ্ড রহিত হইল এবং উত্তমর্ণ স্বেচ্ছা ক্রমে অধমর্ণকে আসেধকরিতেন তাহা রহিত হইল প্রতি পর্গনাস্থিত মণ্ডলের প্রতি দশটাকা পর্য্যন্ত অভিযোগের নির্ভর হইল ইংরাজদিগের স্বমতানুসারে বাঙ্গালায় রাজত্বের এই প্রথম উদ্যম হইল ॥

ডিরেক্টরেরা কহিয়াছিলেন যে মহম্মদ রেজার্খাঁর দুরাচারদ্বারা বাঙ্গালায় রাজস্বের হানিহইয়াছে তাঁহার পদপ্রপ্তি অবধি তাঁহারা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেন কারণ তিনি যখন মীরজেফরআলির নায়েব হইয়া ঢাকা অঞ্চলে ছিলেন তখন সেখানে কিয়ৎ লক্ষ মুদ্রার ন্যূনতা হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের স্মরণছিল এবং ১৭৭০ শালের মহাদুর্ভিক্ষকালে নিজলাভার্থে চাউলের একচেটিয়া করিয়াছিলেন একারণ কেহ২ তাঁহার প্রতি অভিযোগ করিয়াছিল অতএব সন্দেহ হইল যে তিনি রাজস্বহরণ ও প্রজাপীড়ন করিয়াছেন। মুরসিদাবাদে তাঁহার পদ সর্ব্বোপরি ছিল তিনি নায়েব শুবাদার

স্বরূপে রাজস্বের সমুদায় বিলি করিতেন এবং নায়েব নাজিমস্বরূপে দেশরক্ষার ভার তাঁহারি ছিল ডিরেক্টরেরা জানিতেন যে তাঁহার এরূপ পদনষ্টে কোন ব্যক্তি তাঁহার দোষোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব তাঁহাকে সপরিবারে আটক করিয়া কলিকাতায় রাখিতে ও সমুদায় তাঁহার কাগজ পত্র আটক করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন হষ্টিংস সাহেব দশদিনমাত্র সভাস্থিত হইয়া রাত্রিশেষে ঐ আজ্ঞা পাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে মুরসিদাবাদস্থিত মিডিলটনসাহেবকে লিখিলেন যে তিনি মহম্মদরেজাখাঁকে কলিকাতায় পাঠাইবেন মিডিলটন সাহেব তাঁহাকে সপরিবারে নৌকায় আরোপণ করিয়া তৎপদে প্রতিনিধি রহিলেন রেজাখাঁ চিৎপুরে আসিলে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জানাইতে একজন সভাপতি প্রেরিত হইলেন এবং হষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে লিখিলেন যে তিনি ডিরেকটরদিগের ভৃত্য আছেন একারণ তাঁহাদের আজ্ঞা মানিতে হইল কিন্তু যিরলে তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টা করিবেন।।

বেহারের নায়েব দেওয়ান শেতাবরায়ের প্রতি ঐরূপ সন্দেহ থাকাতে তিনি কলিকাতায় আনীত হইলেন তাঁহার বিচারের শীঘ্র শেষ হইল তাহাতে তাঁহার কোন দোষের প্রমাণ হইল না। সুতরাং তিনি সম্ভ্রমপূর্ব্বক বিদায় হইলেন তৎকালের মুসলমান

ইতিহাসলেখকে তাঁহার বিচারের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহেন যে অন্যান্য এতদ্দেশীয় সবল ব্যক্তির ন্যায় অধীনলোকহইতে বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিতেন তাঁহাকে অপরাধীস্বরূপে আনাতে যে অপরাধ হইয়াছিল তাহার মার্জ্জনার্থে সভাপতিরা তাঁহাকে সম্ভ্রমজনক পরিচ্ছদ দিয়া বেহারের রায়রয়ান করিলেন কিন্তু তাঁহার যে অপমান হইয়াছিল তাহাতে অতিশয় মানসিক ব্যথা পাইয়াছিলেন ইংরাজদিগের যেসকল এতদ্দেশীয় ভৃত্য ছিল তাহার সকল অপেক্ষা শেতাবরায় অধিক মান্য ছিলেন অতএব তাঁহার মানসে রাজত্বচ্যুতি কলিকাতায় প্রেরণ ও সম্ভাবিতদোষের বিচার সহ্য হইল না তিনি পাটনায় প্রত্যাগমনের পরে অতিক্ষীণ হইয়া লোকান্তরগমন করিলেন তাঁহার পুত্র কলিয়ান্‌সিংহ অবিলম্বে তৎপদে স্থাপিত হইলেন পাটনায় যে অতি সুখ্যাত আঙ্গুর ফল হয় তাহার আদি কারণ শেতাবরায় ছিলেন তিনি প্রথমে তথায় ঐ আঙ্গুরের ও খরমুজের চাস করেন ॥

মহম্মদরেজাখাঁর বিচার হইতে অধিক বিলম্ব হইল ঐ কলঙ্কিত নন্দকুমার তাঁহার দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি সর্ব্বপ্রকারদোষে দোষী ছিলেন একারণ প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল যে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইবে কিন্তু দুই বৎসরপর্য্যন্ত অনেকঅনুসন্ধানের পরে

তিনি নির্দোষ হইলেন তথাপি রাজকীয় কর্ম্ম পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন না মুরসিদাবাদহইতে তাঁহার স্থানান্তর করণের পরে তাঁহার নিজামতের কর্ম্ম নানা অংশে বিভক্ত হইল নবাবের শিক্ষার ভার মণিবেগমের রহিল এবং তাঁহার ধনব্যয়ের ভার হষ্টিংস সাহেব নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে দিলেন তাহাতে অনেক সভাপতিরা বিস্তর আপত্তি করিলেন তাঁহারা কহিলেন যে গুরুদাস অতিবালক অতএব তাঁহাকে নিযুক্ত করিলে ইংরাজদিগের অবিশ্বাসী তাঁহার পিতাকেই নিযুক্ত করা হয় হষ্টিংস সাহেব তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া ঐ পরিবারে অনুগ্রহ করিয়া ঐ কর্ম্ম দিলেন ॥

অতঃপর ইংলণ্ডে কোম্পানির কর্ম্ম শেষ হইল ১৭৬৭ শালে ক্লাইবসাহেবের গমনাবধি ১৭৭২ শালে হষ্টিংসসাহেবের নিয়োগপর্য্যন্ত পঞ্চবৎসর ভারতবর্ষে যেরূপ সুব্যবস্থা ছিল না ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের ব্যবহার ততোধিক ছিল কোম্পানি প্রায় নির্দ্ধন হয়েন এমত সময়ে ভাগিদিগকে শতকরা সার্দ্ধ দ্বাদশমুদ্রা ভাগ দিতে স্থির হইল যদি উত্তমরূপে তাঁহাদের কর্ম্ম চলিত তবে উহা কদাচ ন্যায্য হইত না এইরূপ নির্বোধের কর্ম্ম করিয়া ডিরেক্টরেরা পশ্চাৎ ভাণ্ডার শূন্য দেখিলেন অতএব তাঁহাদের ইংলণ্ডের বণিগাপণহইতে প্রথমে চত্বারিংশৎলক্ষ পরে

বিংশতিলক্ষমুদ্রা ঋণ করিতে হইল এবং অব-
শেষে খত লিখিয়া কোটীমুদ্রা ঋণ করিতে রাজম-
ন্ত্রির নিকটে যাইতে হইল ।।

কোম্পানির এইরূপ দুরাবস্থা ব্যক্ত হইলে পালিয়া-
মেণ্টসভাপতিরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নিশ্চয়
করিলেন তাঁহারা এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্যাপারে মনো-
যোগ করেন নাই কোম্পানির রাজত্বদ্বারা যেসকল
দোষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার পরীক্ষার্থে এক সমাজ
স্থাপিত হইল তাঁহাদের সম্বাদদ্বারা সভাপতিরা বুঝি-
লেন যে স্বমূলে পরিবর্ত্ত না করিলে কোম্পানির রক্ষা
কোনমতে নাই পার্লিয়ামেণ্টে ঐ দোষ শুধরিবার
নানাপ্রকার প্রস্তাব হইল ডিরেক্‌টরেরা ঐ প্রস্তাব সর্ব্ব
শক্তিতে নিবারণ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের কুব্যবহার
এমত স্পষ্ট ছিল এবং সকললোকে তাহাতে এমত
বিরক্ত ছিলেন যে তাঁহাদের বাধা নাশুনিয়া পার্লিয়া-
মেণ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন অতএব ভারতবর্ষীয়
রাজ্যের সমুদায় রীতি দেশে বিদেশে পরিবর্ত্তিত
হইল নূতন ডিরেক্‌টর করিবার রীতি কিঞ্চিৎ পরি-
বর্ত্তিত হইল তাহাদ্বারা ইংলণ্ডের অনেক দোষ নিবা-
রণ হইল এবং বর্ষে২ ছয় জন ডিরেক্‌টরদিগকে
বিদায় করিয়া তৎপদে অপর ছয় জন নিযুক্ত করিতে
আজ্ঞা হইল এবং বাঙ্গালার বড়সাহেবকে সমুদায়

ভারতবর্ষের বড়সাহেব করিয়া রাজকীয়ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য তাঁহার অধীন রাখিতে আজ্ঞা হইল অপর বড়সাহেব ও অন্য সভাসদদিগের মধ্যে যে পরস্পর প্রাধান্যের বিবাদ হইত তাহাতে বড়সাহেবকে সর্ব্বপ্রধান ও কলিকাতারাজ্যের আজ্ঞাদায়ক করাতে তাহার নিষ্পত্তি হইল বড়সাহেব অন্য সভাসদ ও অপরবিচারকর্ত্তাদিগের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়া বার্ষিক বেতন বড়সাহেবের সার্দ্ধ দুইলক্ষ ও অপর সভাসদদিগের প্রত্যেকে অশীতি সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল অপর নিয়ম হইল যে কোম্পানির অথবা ইংলণ্ডরাজের কর্ম্মকারী কোনজন উপায়ন লইতে পারিবেন না এবং ভারতবর্ষীয় রাজত্বের যেকোন কাগজ পত্র যাইবে তাহা রাজমন্ত্রিবর্গের নিকটে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগের প্রতি আজ্ঞা হইল ॥

পরে বিচারার্থে কলিকাতায় এই বড়আদালত স্থাপিত হইল উহাতে অশীতি সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে একপ্রধান বিচারকর্ত্তা ও প্রত্যেকে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে তিনজন ক্ষুদ্র বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন এবং এই নিয়ম হইল যে তাঁহারা কোম্পানির অধীন থাকিবেন না ও রাজা স্বয়ং তাঁহাদের নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহারা কেবল ব্রিটনদেশীয় প্রজাদিগের তদ্দেশীয় নিয়মানুসারে বিচার করিবেন পার্লি-

ম্নামেণ্টদ্বারা এই যেসকল ভারতবর্ষের নিয়ম হইল ১৭৭৪ শালের ১ আগষ্টঅবধি তাহার ব্যবহার হইবে ॥

এই ব্যবস্থা সমাপন হইলে বাঙ্গালার বড়সাহেবের সমুদায় ভারতবর্ষে মনোযোগ হইল কিন্তু আমরা বাঙ্গালাদেশের সংক্ষেপ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ঐ রাজ্যের বিবরণ করিব অতএব বড়সাহেবের আজ্ঞানুসারে ক্রমে২ হিন্দুস্থানের নানাস্থানে যেসকল জয় হয় তাহার জ্ঞানার্থে পাঠকবর্গ ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দৃষ্টি করিবেন ॥

হষ্টিংসসাহেব এমত ক্ষমতাপূর্ব্বক বাঙ্গালার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন যে প্রথমত তিনিই সমুদায় ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইলেন ইংলণ্ডে তাঁহার বুদ্ধি ও কর্ম্মের সুসিদ্ধি বিদিত থাকিলেও যেসকল লোকেরা এদেশের কিছুই জানিতেন না তাঁহারাও অধমচরিত্র বলিয়া তাঁহার হিংসা করিতেন কলিকাতার প্রধান সভায় বার্‌ওয়েল সাহেব কর্ণেল মন্‌সন্ সাহেব সরজান ক্লেবরিংসাহেব এবং ফ্রান্‌সিস্ সাহেব এই কয়েক মহাশয়েরা নূতন সভাসদ্ হইলেন ইহার মধ্যে বারওয়েল সাহেব পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে সভ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন অপর তিন মহাশয়েরা হষ্টিংসসাহেবের নিতান্ত হিংসক হইয়া আসিয়া তাঁহার সকল কল্পনায় দোষ দেখিতে লাগিলেন হষ্টিংসসাহেব তাঁহাদের

মাদ্রাজে আগমন শুনিয়া বিশ্বাসপ্রকাশার্থে পূর্ব্বেই এক পত্র লিখিলেন পরে তাঁহারা খাজরীতে আসিলে প্রধান সভাসদ্ সাক্ষাৎ করিতে প্রেরিত হইলেন এবং বড়সাহেবের একজন নিজলোকে অভ্যর্থনা করিতে প্রেরিত হইলেন পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিলে লার্ডক্লাইব ও বন্‌শিটার্ট সাহেব অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা পূর্ব্বক গৃহীত হইলেন তাঁহাদের সম্মানার্থে সপ্তদশ তোপ হইল ও সমুদায় সভাসদেরা একত্র হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন তথাপি তাঁহাদের প্রচুর অহংকার-প্রযুক্ত সন্তোষ হইল না তাঁহারা কোর্টআবডিরেক্‌টরে অভিযোগপূর্ব্বক লিখিলেন যে তাঁহাদের উচিত সম্মান হয় নাই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে সৈন্যরা আহূত হয় নাই সম্মনার্থে বহুসংখ্যক তোপ হয় নাই এবং তাঁহারা সভাস্থলে আনীত না হইয়া বরং হষ্টিংস সাহেবের বাটীতে আনীত হইলেন এবং যে রাজসভার অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন তাহাতে কোন ঘটা হইল না।।

১৪ আকটোবর ঐ তিন সভাসদেরা খাজরীতে আসিলেন কিন্তু তাঁহাদের কলিকাতায় আসিতে পঞ্চদিবস হইল ২০ তারিখ প্রথম সভা হইল কিন্তু বারওয়েল সাহেব সেপর্য্যন্ত না আসাতে কেবল নূতন রাজত্বের ঘোষণা মাত্র হইল আগামি সোমবার ২৪ তারিখ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার স্থির হইল উক্তসময়ে সভা হইলে হষ্টিংসসাহেব

ভারতবর্ষীয়কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ঐ সহচরদিগের সম্মুখে সরকারিকর্ম্মের সকলবিষয়ে কোম্পানির অবস্থা জানাইলেন কিন্তু ঐ প্রথম সভায় এমত বিবাদ উপস্থিত হইল যে তাহাতে প্রায় সপ্তবর্ষপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজসভা স্থিররূপে হয় নাই বারওয়েল-সাহেব কেবল বড়সাহেবের পক্ষে ছিলেন অপর তিন সভাসদের মত সকলবিষয়ে তন্মতে বিপরীত হইত তাঁহাদের পক্ষে অধিক হওয়াতে বড়সাহেব শক্তি-শূন্য হইলেন যথার্থরূপে সকল শক্তি তাঁহাদের হইল হষ্টিংসসাহেবেরপ্রতি দ্বেষপ্রযুক্ত তাঁহারা যেবিষয়ে বাদানুবাদ করিতেন তাহাতে হেতু প্রায় ছিল না কেবল ক্রোধমাত্র মূল ছিল অতএব পার্লিয়ামেণ্টের এই নূতন কল্পনাবধি ১৭৮০ শালপর্য্যন্ত ছয়বৎসরের মধ্যে যে ভিন্নমতাবলম্বিসভা একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় হষ্টিংসসাহেব মিডল্টন্সাহেবকে লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত করিয়াছিলেন ঐ সভাসদেরা স্বপক্ষে আধিক্য হওয়াতে প্রথমসভার দুইদিনপরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং হষ্টিংসসাহেব নবাবের সহিত যেরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা না মানিয়া তাঁহাহইতে অধিক প্রার্থনা করিলেন হষ্টিংসসাহেব তাঁহাদের এরূপ কর্ম্মে নিরস্ত রাখিতে বিস্তর নিবেদন করিলেন তিনি

কহিলেন ইহাতে অত্যন্ত অপকার হইবে কারণ ইহাতে সর্ব্বত্র বিদিত হইবে যে রাজসভায় মতভেদ হইয়াছে যে-হেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা জানে যে রাজসভার প্রধান বড়সাহেব যদি তাঁহাকে শক্তিহীন দেখে তবে সহজে বুঝিবে যে রাজসভায় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু সভাসদেরা ক্রোধপ্রযুক্ত তাহা শুনিলেন না অতএব তাঁহাদের ব্যবহারে মূর্খতা ও অবিবেচনা সর্ব্বত্র বিদিত হইল ।।

দেশস্থ লোকেরা অবিলম্বে রাজসভার বিবাদ দেখিয়া বুঝিলেন যে হষ্টিংস সাহেব পূর্ব্বে প্রধান ছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই অতএব যেসকল মনুষ্যেরা তাঁহার বিচারে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁহারা ফ্রান্সিসের নিকটে ও তাঁহার অন্যবন্ধুদিগের নিকটে অভিযোগ করিলেন তাঁহারাও তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন বর্দ্ধমানের মৃতরাজা তিলকচন্দ্রের পত্নী স্বীয়পুত্রের সহিত ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়া নিবেদনপত্র পাঠাইলেন যে রাজার মরণাবধি ইংরাজ-দিগকে ও তাঁহাদের ভৃত্যদিগকে উৎকোচদানে তাঁহার নয়লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে হষ্টিংস সাহেব পঞ্চদশ সহস্রমুদ্রা লইয়াছেন হষ্টিংস সাহেব তাহার বাঙ্গালি বা পারসীক হিসাব দেখিতে প্রার্থনা করিলেন কিন্তু রাণী তাহার কিছুই পাঠাইলেন না তৎকালে

লোকের মর্য্যাদাদান প্রধানরাজসভাসদের অধীন ছিল কিন্তু হষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষেরা তাঁহার অপমান করিবার মানসে ঐ রাণীর বালকপুত্রকে স্বহস্তে এক খেলোয়াৎ পারিতোষিক দিলেন হষ্টিংসসাহেবের দোষ দেখাইতে সমর্থলোকদিগের প্রতি পারিতোষিক হইতে লাগিল সুতরাং বাঙ্গালার সকল স্থানহইতে ভদ্রূপলোকেরা আনীত হইল হষ্টিংস সাহেবের বহুবিধ নিন্দা শীঘ্র২ আসিতে লাগিল এতদ্দেশীয় এক জন আবেদন করিল যে হুগলির ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০ মুদ্রা বেতন পায়েন তাহাহইতে ৩৬০০০ হষ্টিংসসাহেবকে ও ৪০০০ তাঁহার দেওয়ানকে দিয়া থাকেন অতএব ৩২০০০ মুদ্রা বার্ষিক বেতনে তিনি ঐ কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। যেমহাশয় এতদ্দেশীয় ব্যবহার জানেন তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে এ কিরূপ দোষ কিন্তু ইহাও রাজসভায় গ্রাহ্য হইল এবং ঐ সভাসদের অধিকাংশই সাক্ষ্য লইয়া তাহা নিশ্চিত বলিলেন এবং ঐ ফৌজদারকে বিদায় করিয়া ঐ আবেদনকারিকে তৎকর্ম্ম না দিয়া লোকান্তরকে অল্প বেতনে দিলেন। একমাসের মধ্যে অপর অপবাদ হইল মণিবেগম নয়লক্ষটাকার হিসাব দিতে পারেন নাই তাঁহাকে পিড়াপিড়ী করিলে কহিলেন যে হষ্টিংস সাহেব যখন তাঁহাকে পদস্থিত করিতে গিয়াছিলেন

তখন তাঁহাকে সার্দ্ধলক্ষ টাকা ভোগার্থে দিয়াছিলেন হষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে ঐ ধন তিনি লইয়া সরকারি হিসাবে ব্যয় করিয়া কোম্পানির লভ্য করিয়াছেন তাহার উদাহরণ দেখাইলেন যে বাঙ্গালার নবাব কলিকাতায় আসিলে প্রত্যহ ব্যয়ার্থে সহস্রমুদ্রা পাইতেন তাঁহার এই উত্তরদ্বারা সভাসদদিগের সন্তোষ হইল না কিন্তু ঐ ধন কোম্পানির হিসাবে ব্যয় হয় নাই একপ অনুমানে কোন প্রমাণ ছিল না ।।

তৎকালে যেকোন অখ্যাতি গ্রাহ্য হওয়াতে ঐ সর্ব্বনিন্দিত নন্দকুমারও হষ্টিংসসাহেবের নামে অভিযোগ করিলেন তিনি কহিলেন যে মুরসিদাবাদে মণিবেগমকে ও তাঁহার নিজ পুত্র গুরুদাসকে নবাবের গৃহকর্ম্মে নিয়োগকালে বড়সাহেব তিন লক্ষমুদ্রা লইয়াছেন তাহাতে ফ্রানসিস্ সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়েরা সাক্ষ্যদানার্থে নন্দকুমারকে ঐ সভায় আনিবার প্রস্তাব করিলেন হষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে তিনি যেসভায় কর্ত্তা আছেন সেখানে তাঁহার দোষী ব্যক্তিকে আসিতে দিবেন না ও এইরূপ অধীনতাদ্বারা সমুদায় ভারতবর্ষীয়লোকের নিকটে বড়সাহেবের কর্ম্ম ঘৃণিত করিবেন না অতএব ঐ বিবেচনা বড়আদালতে সোপরোধ করিলেন পরে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঐ সভাহইতে বহিভূর্ত হইলেন

বারওয়েল সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন অনন্তর ফ্রান্সিস্ সাহেব ও তৎপক্ষীয় মহাশয়েরা নন্দকুমারকে আহ্বান করিলেন নন্দকুমার এক পত্র পড়িয়া কহিলেন যে মণিবেগম যে উৎকোচ দিয়াছেন তাহা আমাকে এইপত্রে লিখিয়াছিলেন মণিবেগম ঐ সভায় আর এক পত্র লিখিয়াছিলেন সরজান্ ডি আয়লি ঐ পত্র বাহির করিলেন সকলে ঐ উভয়পত্রের তুল্যতা আছে কিনা এই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে উভয়ে মুদ্রা তুল্য কিন্তু হস্তাক্ষর বিভিন্ন ছিল নন্দকুমারের মরণানন্তর ঐ দুষ্টতা প্রাকাশ পাইল যে বাঙ্গালার সকল প্রধান মনুষ্যের কৃত্রিম মুদ্রা তাঁহার নিকটে ছিল অতএব ঐ পত্র নন্দকুমার কৃত্রিম করিয়াছিলেন ও ঐ মুদ্রাঙ্ক তাঁহার দ্বারা হয় ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সভাসদেরা নন্দকুমারের বাক্য সত্য জানিয়া হষ্টিংসসাহেবকে ঐ ধন প্রত্যর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তিনি তাহা সর্ব্বপ্রকারে অস্বীকার করিলেন। ঐ অভিযোগের শেষ না হইতে ২ হষ্টিংস সাহেব বড়আদালতে নন্দকুমারের নামে ঐকুমন্ত্রণানিমিত্তে অভিযোগ করিলেন পূর্ব্বোক্ত তিন সভাসদ বড়সাহেবের সহিত অপ্রণয় প্রকাশ করিতে নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এরূপ ব্যবহার ভারতবর্ষে তদবধি কদাচ হয় নাই এইরূপে ফ্রান্সিস্ সাহেব ও তৎপক্ষীয়েরা

হষ্টিংসসাহেবের বিপক্ষতা করিয়া বহুকালাবধি রাজত্বের অনিয়ম করিলেন ॥

হষ্টিংসসাহেব নন্দকুমারের প্রতি অভিযোগ করিলে কতিপয়দিনের পরে কমলউদ্দিননামক একজন নন্দকুমার কৃত্রিমতাপূর্ব্বক কোনবিষয়ে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া ঐ বড়আদালতে আবেদন করিলেন তাহাতে নন্দকুমারের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে ১৭৭৫ শালের জুলাইমাসে তাঁহার ফাঁসি হইল এতদ্দেশীয়লোকেরা কলিকাতানগরে ভারতবর্ষমধ্যে অতি প্রধান ও কুলক্ষণ নন্দকুমারের ফাঁসি দেখিয়া বজ্রাঘাত তুল্য বোধ করিলেন ইংরাজদিগদ্বারা উচ্চপদস্থিত এতদ্দেশীয়লোকের হত্যা এই প্রথম হইল এবিষয়ে উক্ত আছে যে এদেশীয় লক্ষাধিক লোকেরা ঐ ফাঁসিকাণ্ডের চতুর্দ্দিগে শেষপর্য্যন্ত ছিল তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিবেনা কিন্তু যখন দেখিলেক নিতান্ত তাঁহার প্রাণনাশ হইল তাহারা একত্র হইয়া সকলেই শুদ্ধ হইতে গঙ্গাস্নানে চলিল নন্দকুমারের মৃত্যুতে সকলে হষ্টিংসসাহেবকে দোষী বোধ করিলেন কারণ তাঁহাদের বোধ হইল যে তিনি ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার যথার্থ এই যে বড়আদালতের ঐরূপ নিয়ম ছিল এবং কিয়ৎবর্ষপরে ঐ আদালতের প্রাতিকূল্যে যেসকলবিষয়ের অভিযোগ হয় তাহার

মধ্যে ঐ এক বিষয় ছিল কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এতদ্দেশীয় সকল লোক অপেক্ষা নন্দকুমারের চরিত্র অতিকুৎসিত ছিল বাঙ্গালার বড়সাহেবেরা একে ২ অনেকে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছিলেন তিনি ইংরাজদিগের বিপক্ষের সহিত মিল করিয়া তাঁহাদের বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় ছিলেন তাহার প্রকাশ হইয়াছিল এবং পলাশীর যুদ্ধের পরে নানাজাতীয়ের সহিত ঐক্য করিয়া ছলনার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু তথাপি এইরূপে মরিতে হইল বড়আদালাতে যেদোষজন্য তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল ঐ দোষ তিনি ঐ আদালতস্থাপনের চারি বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি সুতরাং ঐ আদালতের অধিকারে ছিলেন না হিন্দুশাস্ত্রমতে তাঁহার দোষ আত্যন্তিক ছিল না অতএব তাঁহার হত্যা উত্তমবিচারপূর্ব্বক হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার অধিক ধন ছিল তিনি যেসকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাতে এক কোটীহইতে অধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ॥

মহম্মদরেজাখাঁর বিচারের যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহার সম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে ডিরেকটরেরা কহিয়াছিলেন যে তাঁহার নির্দ্দোষিতা হওয়াতে ও তাঁহার দোষদায়ক নন্দকুমারের ভ্রষ্টতাপ্রকাশে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে নবাবের গৃহকর্ম্মে গুরুদাসের পরিবর্ত্তে মহম্মদরেজাখাঁ নিযুক্ত

হইবেন। অনন্তর কলিকাতাস্থিত সদর নিজামত আদালতে বিচারার্থে রাজসভার সময় নাথাকাতে সভাসদেরা পূর্ব্বমত এতদ্দেশীয়লোকের অধীনে ফৌজদারী রাখিতে স্থির করিলেন অতএব ঐ আদালত কলিকাতাহইতে মুরসিদাবাদে স্থাপিত করিয়া মহম্মদরেজাখাঁকে তাহার প্রধান অধ্যক্ষ করিলেন॥

॥ ষোড়শঅধ্যায় ॥

ক্রমে২ করবৃদ্ধির আশায় ১৭৭২ শাল হইতে পঞ্চবৎসরের নিমিত্তে সকল ভূমির ইজারা হইয়াছিল কিন্তু প্রথমবৎসরেই দৃষ্ট হইল যে জমিদারেরা যাবৎ দিতে পারেন ও তাঁহাদের যাবৎ দিবার মানস ছিল তাহাহইতে অল্পে তাঁহারা চুক্তি করিয়াছেন ঐ রাজস্বের অধিকাংশের আদায় হইল না সমুদায় পঞ্চবৎসরে রাজসভাকে এককোটী অষ্টাদশলক্ষ মুদ্রা পাঠাইতে হইল কিন্তু তথাপি জমিদারদিগের নিকটে এক কোটী বিংশতিলক্ষমুদ্রা বাকী রহিল তন্মধ্যে অধিকাংশের প্রাপ্তিসম্ভাবনাও ছিল না উভয়পক্ষীয় সভাসদেরা নূতন চুক্তি করিবার রীতি স্বদেশে পাঠাইলেন কিন্তু ডিরেকটরেরা উভয় রীতিই অগ্রাহ্য করিলেন ১৭৭৭ শালে পাঁচার সময় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে একবৎসরের নিমিত্তে ভূমির ইজারা হইল এবং ১৭৮২ শালপর্য্যন্ত ঐ রীতিতে বর্ষে২

ইজারা হইত এইরূপ নিয়মের তাৎপর্য্য এই ছিল যে পূর্ব্ব তিনবৎসরের প্রাপ্য উত্তমরূপে আদায় হইবে এবং কোনমতে পূর্ব্বজমিদারদিগকে দিবার সম্ভাবনা থাকিলে অপর লোককে দত্ত হইত না ॥

১৭৭৬ শালের সেপ্টেম্বরমাসে কর্ণেল মনসন মরিলে তৎপক্ষীয় সভাপতি দুইজন থাকাতে হষ্টিংস সাহেব পুনর্ব্বার শক্তিমান হইলেন কারণ তাঁহার আজ্ঞা বলবতী ছিল ॥

১৭৭৮ শালের শেষে নবাব মবারিক উদ্দৌলা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসভায় এক প্রার্থনাপত্র লিখিলেন যে মহম্মদরেজাখাঁকে তাঁহার কর্ম্ম রহিত করেন কারণ তিনি তাঁহার প্রতি কঠিনতা করিয়া থাকেন হষ্টিংস সাহেবের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ঐ নায়েবশুবাদারী কর্ম্ম রহিত হইল এবং নবাবের গৃহকর্ম্মের ভার মণিবেগমের রহিল কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় কোর্টআবডিরেকটরেরা অতি অসন্তুষ্ট হইলেন তাঁহারা এবিষয় শুনিবামাত্রে আজ্ঞা করিলেন যে ঐ কর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিয়া মহম্মদরেজাখাঁকে দিবেন এবং মণিবেগমের প্রতি নবাবের শরীররক্ষার ভার রহিত করিলেন ॥

১৭৭৮-শালে বাঙ্গালি অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ঐশাল চিরস্মর-

শীয় আছে এন হালহেড্‌নামক অতিবুদ্ধিমান্ এক জন ভদ্র সাহেব ১৭৭০ শালে সভ্যকর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষাশিক্ষায় নিমগ্ন হইয়া এমত বুৎপত্তি করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয়ের সেরূপ হয় নাই। ১৭৭২ শালে এতদ্দেশীয়কর্ম্মে ইউরোপীয়আমলাদিগের নিয়োগকালে হষ্টিংসসাহেব বিবেচনা করিলেন যে ঐ আমলাদিগের এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা জানা উচিত হয় অতএব তাঁহার সাহায্যদ্বারা হালহেড্‌সাহেব এদেশীয় গ্রন্থহইতে হিন্দু ও মুসলমান্‌দিগের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া ১৭৭৫ শালে মুদ্রিত করিলেন। তিনি এমত পরিশ্রমপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন যে সকলে বোধ করেন যে ইংরাজদিগের মধ্যে প্রথমে তিনিই উত্তমরূপে ঐ ভাষায় বিদ্বান্ হইয়াছিলেন তিনি ১৭৭৮ শালে ঐ ভাষার এক ব্যাকরণ করিলেন ঐভাষার ব্যাকরণ ইহার পূর্ব্বে ছিল না ঐ ব্যাকরণ হুগলিতে মুদ্রিত হইল কারণ তৎকালে রাজধানীতে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। চিরকাল স্মরণযোগ্য চার্লস উলকিনসসাহেব ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ভাষাশিক্ষায় রত ছিলেন এবং তিনি অতি উত্তম শিল্পী ও অদ্ভুতকর্ম্মে উদ্যোগী ছিলেন তিনি প্রথমে স্বহস্তে বাঙ্গালি অক্ষর খোদিত করিয়া তাহাতে সীসক ঢালিয়া অক্ষর করিলেন পরে ঐ-

অক্ষরদ্বারা তাঁহার বন্ধু হাল্‌হেড্‌সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হইল ।।

বড়আদালতের ও রাজসভার পরস্পর বিবাদদ্বারা বহুকালাবধি দেশের অতিশয় দুঃখ হইয়াছিল ১৭৭৪ শালে ঐ আদালত কোম্পানির রাজ্যের অনধীন হইয়া স্থাপিত হয় ঐ আদালতের বিচারকর্ত্তাদিগের আগমনকালে বোধ ছিল যে প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হইয়াছে ও ঐ দুঃখনিবারণের প্রধান উপায় বড়আদালত হইল ঐ মহাশয়েরা চাঁদপালের ঘাটে অবতরণ করিয়া দেখিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা খালিপায়ে গমন করিতেছে তাহাতে এক জন কহিলেন ওহে বন্ধু দেখহ এদেশের লোকের প্রতি কিরূপ দৌরাত্ম্য হইতেছে এদেশে বড়আদালতের আবশ্যকতা নাহইলে স্থাপনা হয় নাই আমার বোধ হয় আমাদের আদালতে ছয়মাসের মধ্যে এই দুঃখি লোকদিগের পাদুকা ও মোজাদ্বারা সুখভোগ হইবে । ঐ আদালতের শক্তি ভারতবর্ষস্থিত সমুদায় ইংরাজ লোকের উপরি ও মহারাষ্ট্রীয়খালের মধ্যে নিবাসি এতদ্দেশীয়লোকের উপরি হইল এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোম্পানির কর্ম্মকারি অথবা ব্রিটেন্‌দেশীয় লোকের কর্ম্মকারি জনের উপরি শক্তি হইল এই নিয়মদ্বারা বিচারকর্ত্তারা দেশের অন্যান্যস্থলস্থিত লোক-

দিগকে ঐ আদালতের অধিকারে আনীতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারা কহিলেন যে যেসকল মনুষ্যেরা করপ্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই কোম্পানির কর্ম্মকারির মধ্যে আছেন অতএব পার্লিয়ামেণ্টের এই ভুল ছিল যে তাঁহারা উত্তমরূপে ঐ আদালতের শক্তি নির্ধারিত করেন নাই এবং একস্থলে পরস্পার নিরপেক্ষ ও বিরোধী দুই পক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে দুই পক্ষে অবিলম্বে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল বড়আদালত স্থাপিত হইবামাত্রে নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন যে কোন জন তথায় গিয়া যদি শপথপূর্ব্বক বলিতেন যে সার্দ্ধদুইশত ক্রোশান্তেস্থিত এক জমিদার তাঁহার অধমর্ণ আছেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার আহ্বানপত্র হইত ও ঐ জমিদারকে আনয়ন করিয়া কারালয়ে স্থাপন হইত তাহাতে যদি ঐ জমিদার কহিতেন যে তিনি ঐ আদালতের অধিকারে নাই তবে সর্ব্বদাই তাঁহার মোচন হইত কিন্তু তাহাদ্বারা তাঁহার অপমানের মার্জ্জন হইত না। এইরূপ রীতির ফল শীঘ্র দৃশ্য হইল যেসকল প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর দিতেন না যখন জমিদারদিগকে ও ইজারাদারদিগকে কলিকাতায় আহ্বান হইল তখন তাঁহারা কোনমতে কিছুই দিলেন না প্রথমবৎসরে ঐ আদালতের এই রূপ আহ্বানপত্র প্রায় সকল জিলায় প্রেরিত হইয়াছিল

ইহাতে সর্ব্বত্র অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল সকল প্রজারা অতিভয়ানক ও নূতন বিপদে নিমগ্ন হইলেন যেনিয়মদ্বারা তাঁহাদের কলিকাতায় বিচারার্থে আনয়ন হইত তাহা তাঁহাদের রীতি বুদ্ধির বহির্ভূত ছিল তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।।

রাজস্ব আদায়নিমিত্তে স্থানে২ যেসমাজ স্থাপিত ছিল বড় আদালতে তাহার শক্তি হীন করিয়া তাহাতেও স্বশক্তিবিস্তার করিলেন তৎকালে যদি কোন জমিদার বহুকালাবধি রাজস্ব নাদিতেন তবে প্রাচীন রীতিমতে তাঁহাকে কারাগৃহে স্থাপন হইত বড়আদালতে ঐরূপ নিয়মে নিজ হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন জমিদারেরা পূর্ব্বমতে রুদ্ধ থাকিলে তাঁহাদের বড় আদালতে আবেদন করিতে পরামর্শ দিতেন ও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রতিভূ লইয়া মোচন করিতেন ঐ আদালতে নিবেদনদ্বারা আসেধ মোচন দেখিয়া জমিদারেরা সুতরাং কর দিতেন না এইরূপে রাজস্বের আদায় প্রায় স্থগিত হইল বড়আদালতে ক্রমে২ সরকারি সমুদায় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন ভূমিবিষয়ের অভিযোগ তথায় আনীত হইলে বিচারকর্ত্তারা তদ্দেশীয় ধর্ম্মাধিকরণে সমর্পণ নাকরিয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি করিতেন যদি কোন জমিদার স্বীকৃত কর নাদিতেন তবে তাঁহার ভূমি বিক্রীত হইত

তাহাতে ক্রেতাকে ঐ আদালতে আনয়ন হইত ও তাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইত যদি কোন জমিদার কোন বিষয় ক্রয় করিয়া তাহার কর আদায় করিতেন তাহাতেও নিঃস্ব ব্যক্তিরা তাঁহার নামে অভিযোগ করিলে তাঁহার অপমান ও অর্থদণ্ড হইত ॥

এইরূপে বড়আদালতে দেশের অন্যান্য স্থলে ফৌজদারীবিষয়েও সামর্থ্যবিস্তার করিলেন কিন্তু রাজসভাদ্বারা ঐ বিষয় মুরসিদাবাদের নবাবের হস্তে নিঃক্ষিপ্ত ছিল ঐ আদালতের বিচারকর্ত্তারা কহিলেন যে মবারিকউদ্দৌলা কল্পিত নবাব ও এক তৃণতুল্য মনুষ্য তিনি কোনমতে নৃপতুল্য নহেন এবং বড়আদালতের অধিকার সমুদায়রাজ্যে বিস্তৃত আছে অতএব তিনি ইংলণ্ডীয়রাজার ও তাঁহার নিয়মের বশীভূত নাথাকিলেও ঐ আদালতে তাঁহার প্রতি আহ্বান পত্র বাহিরকরা উচিত বুঝিলেন বিচারকর্ত্তাদিগের এইমত ছিল যে এদেশের রাজস্ব ও রাজস্ব আদায় সমুদায় তাঁহাদের অধীন আছে এবং যেজন তাঁহাদের আজ্ঞা অমান্য করিবে তাহাকে ইংলণ্ডীয়নিয়মানুসারে কঠিন দণ্ড দিবেন তাঁহারা কহিতেন যে এই আদালত কোম্পানির ভৃত্যবর্গের এদেশীয়লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য ও অবিচারনিবারণার্থে হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের এরূপ অধিক শক্তি নাহইলে কিরূপে

তাহা সম্পন্ন হইতে পারে তাঁহাদের মানস ছিল যে রাজসভাকে শক্তিবিহীন করিয়া সকলবিষয়ে বড় আদালতের শক্তিস্থাপন করেন।

ইহা উত্তমরূপে প্রকাশার্থে আমরা এক দেওয়ানী বিষয় ও এক ফৌজদারী বিষয় লিখি। পাটনায় এক জন ধনী মুসলমান্ একপত্নী ও এক ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া মরিয়াছিলেন এবং অনেকে কহেন যে তিনি ঐ ভ্রাতৃ-পুত্রকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন উভয়পক্ষে ঐ ধন লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিলেন পরে তথাকার ধর্ম্মাধি-করণে ঐ বিষয়ের অভিযোগ হইলে বিচারকর্ত্তারা তৎকালীনরীত্যনুসারে কাজিকে ও মুফতিকে সাক্ষ্য লইয়া মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করিতে পাঠাইলেন তাঁহারা দেখিলেন যে উভয়পক্ষেরি কাগজ পত্র কৃত্রিম তাহাতে কোন ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারী বোধ হইল না অতএব মুসলমানি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত বুঝিয়া চতুর্থাংশ ঐ বিধ-বাকে ও অবশিষ্ট ঐ পোষ্যভ্রাতৃপুত্রের পিতা মৃত-ধনির ভ্রাতাকে দিলেন। ঐ বিধবা বড়আদালতে পুন-র্বিচারার্থে আবেদন করিল এবিষয়ে ঐ আদালতের অধিকার ছিল না কিন্তু বিচারকর্ত্তারা অধিকারমধ্যে আনয়নার্থে কহিলেন যে মৃতধনী কোম্পানির কর-প্রদ অতএব কোম্পানির কর্ম্মকরমধ্যে ছিলেন এবং

সমুদায় সরকারি কর্ম্মকারির উপরি তাঁহাদের অধিকার আছে ॥

এবং আরো কহিলেন যে ইংরাজিব্যবস্থামতে পাটনার বিচারকর্ত্তাদিগের এরূপ সামর্থ্য নাই যে তাঁহারা কোনবিষয়ে বিচার করিতে লোক প্রেরণ করেন অতএব ঐ বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে স্থির করিলেন পরে ঐ বিধবার পক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া তাহাকে তিন লক্ষ মুদ্রা দেওয়াইলেন অধিকন্তু তাঁহারা ঐ কাজি ও মুফ্তি ও ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে নিরোধ করিতে এক সারজন প্রেরণ করিলেন এবং তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে চারি লক্ষ টাকার প্রতিভূ নাপাইলে তাঁহাদের কদাচ মোচন করিবেন না কাজি কাছারিহইতে যাইতে ছিলেন এমত সময়ে তাঁহাকে কারাগৃহে লইয়া যাইল ইহাতে লোকের মনে কিরূপ উদয় হইবে এইবিবেচনায় তথাকার আদালতের বিচারকর্ত্তারা অতিশয় ভীত হইলেন তাঁহারা দেখিলেন যে রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে ও যথার্থ বিচারের রোধ হইল অতএব ভাবিদোষান্তর নিবারণার্থে তাঁহারা কাজির প্রতিভূ হইলেন বড়আদালতের বিচারকর্ত্তারা তদ্দেশীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে যেসকল লোক ঐ বিষয় বিচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে আটক করিতে সিপাই পাঠাইলেন ঐ কাজি অতিবৃদ্ধ ও ঐ আদালতে বহুকাল

বিচার করিয়াছিলেন পরে কলিকাতায় আগমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল মফতিরা চারি বৎসরপর্য্যন্ত কারালয়ে থাকিয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মদ্বারা উদ্ধৃত হইলেন তাঁহাদের এইমাত্র অপরাধ ছিল যে তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ঐ বিচার-কর্ত্তারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নাহইয়া তদ্দেশীয় আদালতের বিচারকর্ত্তার নামে বড়আদালতে অভিযোগদ্বারা তাঁহার ১৫০০০ মুদ্রা দণ্ড করিলেন ঐ ধন কোম্পানির কোষহইতে দত্ত হইল ॥

বড়আদালতের বিচারকর্ত্তারা যেরীতিতে দেশের ফৌজদারীকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার এক উদাহরণ পশ্চাৎ লিখিতেছি ঐআদালতের এক জন প্রতিনিধি ঢাকায় বাসকরিতেন ঐ নগরের ফৌজ-দারী আদালতে একজন পিয়াদার নামে দৌরাত্ম্যের অভিযোগ হইল পরে তাহাতে দোষ প্রমাণ হওয়াতে যেপর্য্যন্ত সে ক্ষতি ধরিয়া নাদিবে তদবধি কারাগৃহে রাখিতে আজ্ঞা হইল পরে তাহাকে বড়আদালতে আবেদন করিতে পরামর্শ দেওয়াতে সে তাহা করিল তাহাতে এক জন বিচারকর্ত্তা ঐ পিয়াদাকে নিরর্থক আসেধনিমিত্তে ঐ ফৌজদারী আদালতের দেওয়া-নকে রোধ করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন ঐ ইউরোপীয় প্রতিনিধি একজন এদেশীয় লোককে ফৌজদারের

বাটীতে পাঠাইলেন ফৌজদার আদালতের আমলা ও বন্ধুবর্গবেষ্টিত আছেন ইতিমধ্যে ঐ লোক তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার দেওয়ানকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বাধা দেওয়াতে তাঁহাকে প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিতে হইল ঐ প্রতিনিধি তাহা শুনিবামাত্রে এক প্রস্তুত অস্ত্রধারী-মনুষ্য লইয়া বলপূর্ব্বক ঐ বাটীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন ফৌজদার তাঁহার স্ত্রীলোকেরা যে বাটীতে আছেন তাহাতে এইরূপ উপদ্রোহ দেখিয়া দ্বাররোধ করিলেন তাহাতে তুমুলবিবাদ উপস্থিত হইল ঐ প্রতি-নিধির একজন সহচর ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল এবং তিনি স্বয়ং ফৌজদারের ভগিনী-পতির প্রতি পিস্তল করিলেন কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণনাশ হইল না। হাইদনামক বড়আদালতের এক জন বিচারকর্ত্তা এই বিষয় শুনিয়া ঢাকার সেনাপতিকে আজ্ঞা লিখিলেন যে তিনি ঐপ্রতিনিধির সহায়তা করেন এবং ঐ প্রতিনিধিকে বিজ্ঞাপন করিতে লিখি-লেন যে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে বড়আদালতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও ঐ আদালতদ্বারা তাঁহার উপযুক্ত সহা-য়তা হইবে। ঢাকার আদালতে বড়সাহেবকে লিখি-লেন যে অতঃপর সমুদায় ফৌজদারী বিচার রোধ হইল

এবং এইরূপ উপদ্রোহের পরে আর কোন এদেশীয় আমলারা স্বকার্য্য করিবেন না ॥

বড়সাহেব ও অন্যান্য তৎসভাসদেরা দেখিলেন যে বড়আদালতদ্বারা রাজসভার শক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন বাধা দিতে সাহস হয় না কারণ বিচার-কর্ত্তারা বলেন যে তাঁহারা রাজার নিযুক্তলোক কোম্পা-নির রাজ্যের সমুদায় আমলা অপেক্ষা প্রধান শক্তি-মান্ এবং তাঁহাদের আজ্ঞা না মানিলে দণ্ডভয় দেখা-ইতেছেন কিন্তু অতঃপর এমত এক বিষয় উপস্থিত হইল যে তাহাতে উভয়পক্ষের বিবাদের শেষ হইল ॥

১৭৭৯ শালের ১৩ আগষ্ট কাশীযোড়ার রাজার নামে তাঁহার কলিকাতাস্থিত প্রতিনিধি কাশীনাথ বাবুদ্বারা এক অভিযোগ আরম্ভ হইল ঐ রাজার আহ্বান-পত্র ও তিন লক্ষটাকার প্রতিভূ প্রার্থনা হইল ঐ আহ্বানপত্র নিবারণার্থে তিনি পলায়ন করিলেন তাহাতে ঐ পত্র নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল পরে তাঁহার স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সম্পত্তি আটক করিতে অপরপত্র প্রেরিত হইল তথাকার দণ্ডনায়ক ঐরূপ করিতে ষষ্টি পদাতিক ও এক সারজন পাঠাইলেন তাহাতে ঐ রাজা রাজসভায় নিবেদন করিলেন যে তাহারা আসিয়া তাঁহার ভৃত্যাদিগকে আঘাত করিয়াছে তাঁহার গৃহভঙ্গ করিয়াছে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি-

য়াছে সমুদায় ধন লুট করিয়াছে দেবমন্দির অপবিত্র করিয়াছে ও বিগ্রহহইতে অলঙ্কার হরণ করিয়াছে রাজস্ব আদায় নিবারণ করিয়াছে এবং প্রজাদিগের ভবিষ্যৎকর দিতে নিষেধ করিয়াছে অতঃপর বড়- সাহেব সতর্ক হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কারণ যদি একপ দেখিয়াও কিছুই না বলেন তবে অবশ্যই রাজ- ত্বের শেষ হইবে তিনি রাজাকে ঐ আদালতের শক্তি মানিতে নিষেধ করিলেন এবং তথাকার সেনাপতির প্রতি ঐ দণ্ডনায়কের লোকদিগকে রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজার গৃহ লুট ও ঐ সকল উপদ্রোহ সম্পা- পন হইলে ঐ আজ্ঞা যাইল কিন্তু যাইবামাত্রে তৎ- পক্ষীয় সমুদায় লোক রুদ্ধ হইল এইকালে বড়সাহেব সমুদায় জমিদার ও তালুকদার এবং চৌধুরিদিগের নিকটে আজ্ঞা পাঠাইলেন যে যাবৎ তাঁহারা ব্রিটেন্- দেশীয় প্রজা না হয়েন অথবা কোন বিশেষনিয়মে বদ্ধ না হয়েন তাবৎ কদাচ ঐ আদালতের শক্তি মানি- বেন না এবং প্রদেশীয় সেনাপতিদিগের প্রতি ঐ আদালতের সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন॥

বড়আদালতের বিচারকর্ত্তারা ঐ সারজন এবং তাহার সকললোকের আসেধ শুনিবামাত্রে কলিকাতাস্থিত কোম্পানির নিয়োগকর্ত্তার প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে লাগিলেন ও সাধারণকারালয়ে তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন

পরে কাশীনাথবাবুর অভিযোগে আমলাদিগের আসে-
ধাজ্ঞাদানহেতু বড়সাহেবকে তাঁহার সভাস্থলোকের
সহিত আহ্বান করিলেন কিন্তু হষ্টিংস সাহেব একে-
বারে উত্তর করিলেন যে তিনি কিম্বা তাঁহার সহচরেরা
বিচারকর্ত্তাদিগের স্বশক্তিকল্পিতনিয়মানুসারে আজ্ঞা
শুনিবেন না ১৭৮০ শালের মার্চমাসে এইরূপ ঘটনা
হইল ও কলিকাতানিবাসি ব্রিটেনদেশীয়েরা এবং
বড়সাহেব সভাস্থলোকের সহিত পার্লিয়ামেণ্টে ঐ
আদালতের দৌরাত্ম্যমোচন প্রার্থনাকরিলেন তথায়
এবিষয়ে উত্তমবিবেচনার পরে এক নূতন নিয়ম হইল
তাহাতে ঐ আদালতের বাশ্রিত সমুদায়দেশের অধি-
কার লুপ্ত হইল ॥

ঐ নূতন নিয়মের আজ্ঞা আসিবার পূর্ব্বে হষ্টিংস-
সাহেব বিচারকর্ত্তাদিগের মুখে আহার দিয়া বড়-
আদালতের সান্ত্বনা করিয়াছিলেন তিনি প্রধান বিচার-
কর্ত্তা সরইলিজা ইম্পিকে পঞ্চসহস্র মুদ্রা মাসিকবেতন
অধিক দিয়া সদরদেওয়ানী আদালতে প্রধান বিচার-
কর্ত্তা করিলেন এবং ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধে চুচুড়া
ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল তথায় একজন ক্ষুদ্র
বিচারকর্ত্তাকে নূতন পদ করিয়াদিলেন অতঃপর
কিয়ৎকালপর্য্যন্ত বড়আদালতের আপত্তি শুনা যায় না
এইসময়ে হষ্টিংস সাহেব নানাস্থানে আদালতের

উন্নতি করিলেন তিনি নানাস্থানে দেওয়ানীবিষয়ের বিচারার্থে দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন এবং যেসকল প্রদেশীয় আদালত পূর্ব্বে ছিল তাহাদের কেবল রাজস্ববিষয়ে নির্ভর করিতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ প্রধান বিচারকর্ত্তা সদরদেওয়ানীআদালতে থাকিয়া দেশের সমুদয় দেওয়ানি আদালতের উপদেশার্থে কিয়ৎ বিধি কল্পনা করিলেন অবশেষে ঐ বিধি সমুদায়ে নবতি সংখ্যক হইল এবং তাহাই লার্ডকর্ণওয়ালিসের দেওয়ানী ব্যবস্থাগ্রন্থের মূল হইল॥

সরইলিজাইম্পির ঐকর্ম্মে নিযোগসম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে কোর্টআবডিরেকটরেরা ইহা অতিশয় অপরাধ বোধ করিলেন তাঁহারা বুঝিলেন যে হষ্টিংস সাহেব কেবল বিরোধভঙ্গনিমিত্তে একপ করিয়াছেন কিন্তু ইহা অবৈধ হইয়াছিল ঐ রাজ্যে সর ইলিজাইম্পিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার ঐ কর্ম্মগ্রহণনিমিত্তে অভিযোগ হইল তাঁহার বিচারার্থে সরগিলবর্টইলিয়ট সাহেব নিযুক্ত হইলেন যিনি পরে লার্ডমিণ্টনামে ভারতবর্ষের বড়সাহেব হইয়াছিলেন॥

১৭৮০ শালের ২৯ জানুয়ারি কলিকাতায় নূতন সম্বাদপত্র হইল ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তাহা কদাচ প্রকাশ হয় নাই।

অতঃপর চারিবৎসরপর্য্যন্ত হষ্টিংসসাহেব বাঙ্গা-

লারি কর্ম্মে প্রায় বিরত থাকিয়া বারাণসী ও অযোধ্যার কর্ম্মনির্বাহ করিয়াছিলেন এবং মাইসরদেশীয় রাজা হাইদরআলির সহিত যদ্ধ ও ভারতবর্ষীয় সমুদায় দেশে সন্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার পশ্চিম দেশীয় ব্যবহার ইংলণ্ডে কোর্টআবডিরেক্টরেরা ও পার্লিয়ামেণ্ট-সভাপতিরা উভয়েই নিন্দা করিয়াছিলেন এবং হৌস-আবকামানসতে ও প্রস্তাব হইয়াছিল যে তিনি ইংলণ্ডের সম্মান ও উপকারের প্রাতিকূল্য করিয়াছেন অতএব তাঁহাকে স্বদেশে আহ্বান উচিত হয় কিন্তু সকলের সম্মতি না হওয়াতে তিনি স্বপদে রহিলেন ১৭৮৪ শালের শেষে অযোধ্যায় পুনর্যাত্রাকরিয়া ১৭৮৫ শালের প্রথমে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন পরে মেকফরসনসাহেবের হস্তে ধনাগার ও ফোর্টউলিয়ম রাজ্য সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া জুনমাসে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥

১৭৮৪ শালে এদেশের পরমোপকারক ক্লেবিলণ্ড-সাহেব লোকান্তর গমন করিলেন তিনি অতি বাল্যকালে সভ্যকর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন আগমন মাত্রে ভগলপুর জিলার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ঐ স্থানের দক্ষিণ অঞ্চলে পর্ব্বত শ্রেণীতে যেসকল বন্য অসভ্য জাতিরা বাসকরিত তাহাদেরপ্রতি প্রতিবাসি-লোকেরা অতিশয় দৌরাত্ম্য করাতে তিনি তাহাদের

উন্নতি নিমিত্তে মনোনিবেশ করিয়া শক্ত্যনুসারে তাহাদের সুখী করিতে সর্ব্বতো ভাবে যত্ন করিলেন এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধ হইলেন তাঁহার বন্দোবস্ত দ্বারা দেশের শ্রী অবিলম্বে ফিরিল যেসকল লোকেরা অপকারিদিগের লুট করিত তাহাদের নির্বিরোধ চরিত্র হইল কিন্তু ঐ দেশে উত্তম কৃষিকর্ম্ম নাথাকাতে অতিশয় পীড়া হইত তাহাতে ক্লেবিলণ্ডের শরীর পীড়িত হওয়াতে তাঁহাকে সমুদ্রে যাত্রা করিতে হইল ও তথায় ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল কোর্ট অবেডিরেকটরেরা তাঁহার গুণে বাধ্য হইয়া তাঁহার স্মরণার্থে এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং যেসকল পর্ব্বতীয় দরিদ্রলোকের তিনি সভ্যতা করিয়াছিলেন তাহারা তাঁহার গুণের স্মরণার্থে এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিল ইউরোপীয় ব্যক্তির স্মরণার্থে এদেশীয় লোকেরা কেবল ঐ স্তম্ভ মাত্র করিয়াছেন ॥

১৭৮৩ শালে সরউলিয়ম জোন্স বড়আদালতের বিচারকর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিলেন তিনি স্বদেশে অতি পণ্ডিতরূপে খ্যাত ছিলেন তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান হেতু এই ছিল যে তিনি এদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস ধর্ম্ম ও রীতি অনুসন্ধান করিতে পারিবেন অতএব আগমনমাত্রে তিনি সংস্কৃত অভ্যাস

করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাঁহারে পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইল কারণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম্যভাষা ও ধর্ম্মগ্রন্থ অপবিত্রলোকদিগের জানাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন পরে বহুযত্নে এক উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য পঞ্চাশত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহাকে ভাষা অধ্যাপন করিতে সম্মত হইলেন জোন্‌সসাহেবের সংস্কৃতে এমত ব্যুৎপত্তি হইল যে তিনি মনুসংহিতা ইংরাজি করিলেন তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রীতি ভাষা ও রাজকীয় নিয়মের অনুসন্ধানার্থে ১৭৮৪ শাকে এসিয়াটিকসোসাইটিনামে সভা কলিকাতায় স্থাপন করিলেন যেসকল ব্যক্তিদিগের ঐ অনুসন্ধানে অনুরাগ ছিল তাঁহারা ঐকর্ম্মে তাঁহার সহায়তা করিলেন এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানদ্বারা এবিষয়ে প্রথমত ইউরোপীয় সকললোকের মানস হইল হেষ্টিংসসাহেব ঐ সভার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন যেসকল ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহাদের সকল অপেক্ষা সরউলিয়ম জোন্‌স অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অদ্যাপি এদেশীয় উত্তম পণ্ডিতেরা তাঁহার নামে অতিশয় মর্য্যাদা করিয়া থাকেন তিনি এদেশে দশবৎসর থাকিয়া ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষবয়সে মরিলেন ॥

হেষ্টিংসসাহেব ইংলণ্ডে যাইবামাত্রে ডিরেক্টরেরা

প্রকাশিতবাক্যে তাঁহার চরিত্রের গ্রাহ্যতা প্রকাশ করিলেন তাঁহার ভারতবর্ষীয় অনেককর্ম্মে নিন্দা ছিল কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে তিনি সুবুদ্ধি ও দৃঢ়তাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং ক্লাইবসাহেব এই সাম্রাজ্য জয় করেন তিনি ইহার দৃঢ়তা করেন তাঁহার প্রতি যেসকল তিরস্কার হইয়াছিল তাহা তৎ কর্তৃক নিযুক্ত এদেশীয়লোকের প্রতি উপযুক্ত ছিল তাঁহার অধিকারকালে গঙ্গাগোবিন্দসিংহ কান্তবাবু ও দেবীসিংহ এই তিনজনের প্রধান শক্তি ছিল ও তাঁহারা বিপুলধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই তিন জনের মধ্যে দেবীসিংহ অতিদুষ্টচরিত্র ছিলেন তিনি জমি-দার থাকিয়া প্রজাদিগের অত্যন্তক্লেশ দিয়া ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন ঐ নিন্দিত দুরাত্মার সর্ব্বত্র বিশেষত দিনাজপুর প্রদেশে ক্রুরতা ব্যবহার যেজন পূর্ব্বে শুনেন নাই তাঁহার শ্রবণকালে অবশ্যই ভয়ানক বোধ হয় ইংলণ্ডে এইসকল বিষয়ে হষ্টিংসসাহেবের নিন্দা হই-য়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরা উত্তমরূপে জানি-তেন যে প্রভুর আজ্ঞার ও ভৃত্যদিগের দৌরাত্ম্যের মধ্যে কিপর্য্যন্তভিন্নতা ছিল তাঁহার রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর রাজসভাপতিরা শক্ত্যনুসারে তাঁহার অপমান ও মনস্তাপ করিয়া ব্যাঘাত করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে বড়আদালতদ্বারা তাঁহার শক্তিপ্রায় উচ্ছিন্ন

হইয়াছিল কিন্তু তিনি উদারতাপূর্ব্বক কহিলেন যে তিনি স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন না কারণ সে অতি কঠিন ব্যাপার ছিল তাঁহার এমত সাহস ও শক্তি ছিল যে অত্যন্ত বিপদেও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিত না রাজত্বের শেষাবস্থায় তিনি হাইদর আলির সহিত যুদ্ধে নিবিষ্ট হওয়াতে সমুদায় রাজস্ব ব্যয় হইল তিনি পুনঃ২ ধনাভাবে ক্লেশ পাইতেন কিন্তু ধনপ্রাপ্তিনিমিত্তে কখন২ আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছিলেন অতএব তিনি সর্ব্বাংশে মহাত্মা ছিলেন এদেশীয় লোকেরা তাঁহার অতিশয় সম্ভ্রম করিয়া থাকেন এবং অদ্যাপি সন্তানাদিকে দয়াপূর্ব্বক ওয়ারেনহষ্টিংস-সাহেবের নামোচ্চারণ করিতে শিক্ষাদিয়া থাকেন ।।

১৭৮৩ শালে কোম্পানির রাজকীয়ব্যাপারে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টিগোচর হইল এবং প্রধানমন্ত্রী ফাক্স সাহেব ভারতবর্ষীয় রাজত্ববিষয়ে এক নূতন রীতি প্রস্তাব করিলেন যদি সেরীতি চলিত হইত তবে এতদ্দেশ কোম্পানির বিহস্ত হইত কিন্তু ইংলণ্ডীয়রাজ তাহাতে বিমুখ হইলেন ও ফাকস সাহেব পদচ্যুত হইলেন তাঁহার পরিবর্ত্তে উলিয়ম্ পিট্সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইলেন তৎকালে তাঁহার বয়স চতুর্বিংশতিবর্ষমাত্র ছিল কিন্তু তিনি অমাত্য তুল্য উত্তম বুদ্ধিমান্ ছিলেন তিনি এতদ্দেশীয় রাজ্য নির্বাহার্থে এক নূতন

রীতির প্রস্তাব করিলেন তাহা স্বয়ং রাজার ও পার্লিয়ামেণ্টের উভয়েরি গ্রাহ্য হইল ইহার পূর্ব্বে কোর্ট আব-ডিরেকটরেরা রাজমন্ত্রির আজ্ঞাবিনির্ম্মুখে এদেশ শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৮৪ শালে পিটসাহেবের নিয়মপত্রদ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করিতে বোর্ড আব কমিসনর্ অথবা কাণ্ট্রোল নামে কতিপয় কর্ম্মকারকের একসমাজ স্থাপিত হইল ঐ সমাজাধিপতিরা রাজাদ্বারা নিযুক্ত হইলেন এবং কোম্পানির বাণিজ্যভিন্ন ভারতবর্ষীয় সকল কর্ম্মে তাঁহাদের হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা রহিল অতঃপর ইংলণ্ডে এদেশীয় রাজত্বের নির্বাহ রাজমন্ত্রী ও কোম্পানি উভয়দ্বারা হইতে আরম্ভ হইল ।।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

হষ্টিংসসাহেব সারজন মেকফরসন্ সাহেবের হস্তে রাজত্ব নিঃক্ষেপকরিয়াছিলেন কোর্ট আবডিরেকটরেরা তাঁহার গৃহগমন সম্বাদ পাইয়া লার্ডকর্ণওয়ালিস্‌কে শাসনকর্ত্তৃত্ব সেনাপতিত্ব ও আজ্ঞাদায়কত্ব এই মিলিত তিন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তিনি অতিপ্রাচীন ভদ্র-বংশীয় এবং ধনবান্ ও সুবুদ্ধি ছিলেন তিনি নানা স্থানে বিবিধ প্রকার সরকারিকর্ম্ম করিয়া সকল বিষয়ে বিজ্ঞ হইয়াছিলেন তিনি ১৭৮৬ শালে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন পরে যে সকল বিবাদদ্বারা হষ্টিংসসা-

হেবের রাজত্ব দুর্ব্বল হইয়াছিল তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র ও প্রধানশক্তিদ্বারা তাহার একেবারে শেষ হইল তিনি সপ্তবৎসর পর্য্যন্ত সুসিদ্ধিপূর্ব্বক দেশরক্ষা করিলেন মাইসর দেশের অধিপতি হাইদরআলির পুত্র টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ রাজ্যের অধিকাংশ ও যুদ্ধের বহুব্যয় ইংরাজদিগকে দিয়া সন্ধি করিতে হইল ৷৷

ইংলণ্ডে হষ্টিংসসাহেবেরপ্রতি লোকের হিংসা ক্রমেং প্রবৃদ্ধা হইল পরে ১৭৮৮ শালের ১৩ ফিব্রয়ারি হৌসআবকামানস হৌস আবলার্ডসের নিকটে তাঁহার অপরাধ ও দুশ্চরিত্র নিমিত্তে অভিযোগ করিলেন অসাধারণ প্রাগল্ভ্য পূর্ব্বক তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল তাহাতে রাজকীয় পরিবার সমুদায় কুলীন কুলীনা ও ইংলণ্ডস্থিত ক্ষমতাপন্ন লোকেরা তাঁহার দোষ দর্শকরূপে ঐ সম্ভ্রান্ত সভায় উপস্থিত হইলেন তাঁহার চরিত্রের যেরূপ বাচনি হইল ইহার পূর্ব্বে রাজকীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কদাচ সেরূপ হয় নাই নানাপ্রকারে তাঁহার বিচারে সাতবৎসর বিলম্ব হইল পরে ১৭৯৫ শালের ২৩ আপ্রিল হৌসআবলার্ডসের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রতি যেং দোষের অভিযোগ হইয়াছিল তাহার মোচন করিলেন ৷৷

বাঙ্গালা ও বেহার দেশের ভূমিজ রাজস্বের চিরন্তন

চুক্তি করাতে ভারতবর্ষে কর্ণওয়ালিসের নাম চির-স্মরণীয় আছে সর্ব্বদা রাজস্ব আদায়ের পরিবর্ত্ত হওয়াতে কোর্ট আব ডিরেক্টরেরা দেশের অপকার বোধ করিলেন তাঁহারা বুঝিলেন যে দেওয়ানী প্রাপ্তি অবধি প্রায় ত্রিংশৎবৎসর অতীত হইল অতএব ইউরোপীয় আমলারা ভূমিবিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকিবেন তাঁহারা বহুপ্রকার বিতর্ক করিলেন যে এক্ষণে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথার্থ রাজস্ব আদায় হইতে পারে এবং তাহা হইলে প্রজাদিগের পক্ষে ও রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল হয় অতএব চিরকালের নিমিত্তে রাজস্বের নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু লার্ডকর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে এবিষয়ে রাজসভার যথেষ্টজ্ঞান নাই অতএব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন রীত্যনুসারে বর্ষে২ রাজস্বের চুক্তি করিলেন এবং তৎকালে করআদায়কারিদিগের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন পাঠাইলেন যে তাঁহাদের উত্তরদ্বারা ভূমিজ রাজস্বের উত্তমজ্ঞান হইতে পারে তাঁহারা যে২ নিবেদন পাঠাইলেন তাহা সম্পূর্ণ ছিল না কারণ উহা কেবল এদেশীয় আমলাদিগদ্বারা লিখিত হইয়াছিল ঐ আমলারা এবিষয়ে বিলক্ষণ ধনার্জ্জন করিলেন ঐ সকল সম্বাদ যদ্যপিও অসম্পূর্ণ ছিল তথাপি তৎকালে তদপেক্ষা উত্তম পাওয়া যাইত না অতএব দশবৎসরের

নিমিত্তে চুকতি হইল এবং ঘোষণা হইল যে যদি কোর্ট আবডিরেকটরেরা ইহা গাহ্য করেন তবে ঐরূপ চির-স্থায়ি হইবে জান্ ঘোর নামক একজন কোম্পানির সভ্যভূত্যমধ্যে অতি প্রধান রাজস্ববিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে নিযুক্ত হইলেন ঐ বিষয় তিনি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন তিনি চিরন্তন চুকতির প্রস্তাব করিয়া স্বয়ং বাধা পাইয়াছিলেন তথাপি উহা করিতে রাজসভাকে অনির্ব্বচনীয় সাহায্য দিয়া-ছিলেন ঐ দশ বার্ষিক নিষপত্তিতে ইহা নির্দিষ্ট ছিল যে যেসকল জমিদারেরা এপর্য্যন্ত কেবল রাজস্ব আদায়-মাত্র করিতেন তাঁহাদের অতঃপর ভূমির স্বামী বোধ-হইবে ও তাঁহাদের সহিত করের চুকতি হইবে যে সকল প্রাচীন রাজস্বের খাতা এদেশীয় আমলারা নষ্ট করিতে পারেন নাই সেসকল অন্বেষণ করাতে অতীত-কালের রাজস্বের গড়হিসাবে রাজস্বের স্থিরতা হইল ঐসময়ে মধ্যস্থ ও মধ্যস্থের রাজস্ব আদায় নিষিদ্ধ হইল অতএব জমিদারদিগের এবিষয়ে ব্যয়ের অল্পতা হইল রাজসভায় আরো কহিলেন যে নিষ্কর ভূমির সহিত এচুকতির কোন সম্বন্ধ রহিল না ঐ সকল ভূমির বিষয়ে তাঁহারা আদালতে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ বুঝিবেন তাহা রাখিবেন ও অন্যথা বুঝিলে তাহার ব্যাঘাত করিয়া ঐ ভূমি গ্রহণ করিবেন এই সমুদায়

প্রস্তাব কোর্টআবডিরেক্টরদিগের নিকটে প্রেরিত হইবামাত্রে তাঁহারা অবিলম্বে গ্রাহ্য করিয়া ঐবিষয় চিরন্তন করিতে লার্ডকর্ণওয়ালিস্‌কে লিখিলেন ১৭৯৩ শালের ২২ মার্চ বাঙ্গালা ও বেহার দেশের রাজস্বের নির্দ্ধারণ চিরন্তন করিতে ঘোষণা হইল তাহাতে বাঙ্গালা ও বেহারদেশে ৩১০৮৯১৫০ মুদ্রা এবং বারাণসীতে ৪০০০৬১৫ মুদ্রা বার্ষিক কর স্থির হইল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে চিরন্তন চুক্তিদ্বারা বাঙ্গালার মঙ্গল হইয়াছে যদ্যপি পূর্ব্বমত পুনঃ২ রাজস্বের পরিবর্ত্ত হইত তবে দেশের এমত উত্তম অবস্থা কদাচ হইত না কিন্তু ইহাতে দুই দোষ হইয়াছিল প্রথমত ভূমি সকল ও তাহার মূল্য উত্তমরূপে নাজানাতে কোন২ স্থানের অতি অধিক ও কোন২ স্থানের অতি অল্প কর ধার্য্য হইয়াছিল দ্বিতীয়ত কৃষকদিগের রক্ষার্থে কোন উপায় হয় নাই এতদ্দেশীয় যেসকল রাজস্ব আদায় কারিব্যক্তিরা জমিদার পদাভিষিক্ত হইলেন কৃষক দিগের মধ্যে অনেকের তদপেক্ষা অধিক লভ্য ছিল।

বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে ১৭৯৩ শালে অপর স্মরণীয় আছে ব্রিটেনদেশীয় রাজত্বের রাজনিয়ম বাঙ্গালায় ঐ শালে প্রথমে হয় ক্রমে২ যেসকল নিয়ম হইয়াছিল লার্ডকর্ণওয়ালিস তাহা সংগ্রহ করিয়া অনেক প্রকার নূতন নিয়মের সহিত একত্র করিয়া একগ্রন্থ

প্রকাশ করিলেন ঐ গুন্থ ভাবি সকলনিয়মের মূলী-
ভূত হইল ১৭৯৩ শালের ঐ যাবৎ নিয়ম কঠিনতা-
বর্জ্জিত ও অতিবিজ্ঞতাপূর্ব্বক হইয়াছিল এবং
তাহাতে বড়সাহেবেরপ্রতি সকলের অতিশয় শ্রদ্ধা
হইল ঐনিয়ম সকল এদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত
হইয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল সম্প্রতিকার
এদেশীয় লোকেরা অবশিষ্টনিয়মে অজ্ঞ থাকিলেও
১৭৯৩শালের ঐ নিয়ম অদ্যাপি এমত অভ্যস্ত রাখি-
য়াছেন যে ইচ্ছাক্রমে তাহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন
ঐ নিয়ম ফরষ্টরসাহেব বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত
করিলেন তিনি তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাঙ্গালা
জানিতেন তিনি কিয়ৎকাল পরে বাঙ্গালাভাষার
অভিধান প্রথমে প্রস্তুত করেন উত্তম বিদ্বান্ এন, বি,
এডমনষ্টোন সাহেব ঐ নিয়মসকল পারসীক ভাষায়
অনুবাদিত করেন এবিষয়ে উক্তআছে যে তাঁহার ঐ
নির্ম্মিতি দ্বারা রাজসভাপতিরা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছি
লেন যে তাঁহাকে দশসহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন
ঐ নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাধিকরণে যে রীতি হইল তাহা
এদেশীয় লোকের দেওয়ানী আদালতে পদবৃদ্ধির পূর্ব্বা
বধি প্রায় চত্বারিংশৎবর্ষপর্য্যন্ত ছিল লার্ড কর্ণওয়া-
লিস্ দেওয়ানী আদালতে ক্রমে২ বিচারার্থে পাঁচ থাক
করিলেন যথা মুনসেফ এবং সদর আমীন ও রেজিষ্টর ও

জিলার বিচারকর্ত্তা ইহাঁদের সর্ব্বোপরি আট২ জিলায় একং ধর্ম্মাধিকরণ এবং ভারতবর্ষমধ্যে সদর দেও-য়ানী আদালত সর্ব্বশেষ হইল কর্ণওয়ালিস্ উৎকোচ লোভনিবারণার্থে কোম্পানির সভ্যভৃত্যদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন কিন্তু তৎকালে এদেশীয়ভৃত্যদিগের বেতন অতি অল্প স্থির হইল ইউরোপীয় আমলারা অতি-উচ্চপদে কিয়ৎশতমুদ্রা মাসিক পাইতেন তাঁহা-দের কিয়ৎসহস্র হইল এদেশীয় লোকের পূর্ব্বে অতি উত্তম বেতন ছিল যেমন ফৌজ্দারেরা বর্ষে ষষ্টি বা সপ্ততি সহস্র মুদ্রা পাইতেন এবং দেশের নায়েবদেওয়ানের বর্ষে নয়লক্ষটাকা বেতন ছিল কিন্তু ১৭৯৩ শালে প্রধানপদস্থিত এদেশীয় লোকের মাসিক বেতন শত মুদ্রার অধিক রহিল না সে যাহা হউক তথাপি লার্ড কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা দেশের সর্ব্বত্র প্রিয় বোধ হইল তিনিই কেবল রাজসভার স্থিরতা করিলেন ও চির-স্তনসুকৃতিদ্বারা এদেশীয়লোকের মনোভীষ্ট সিদ্ধি করি-লেন প্রজারা যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন সে তাঁহার দয়া ও বুদ্ধির উপযুক্ত বটে কোর্টআব-ডিরেকটরেরা তাঁহার গুণবোধপ্রকাশার্থে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষগৃহনামক যে বাটী আছে তাহাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তিনি যেদিবস ভারতবর্ষহইতে যাত্রা করিলেন তদবধি

বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত তাঁহাকে ৫০০০০ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছিলেন ॥

২৮ আক্টোবর সরজান্‌ষোর বড়সাহেবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি বাল্যকালে ভারতবর্ষে সভ্য কর্ম্মে আসিয়া অবিলম্বে উত্তমবুদ্ধি ও বিবেচনাদ্বারা খ্যাত হইলেন তিনি দশবার্ষিক চুক্তিকালে এদেশীয় রাজস্ববিষয়ে ঐ সর্ব্ববিদিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি পিট্‌সাহেবের সম্মুখে ঐ লিখন প্রেরিত হওয়াতে তিনি লেখকের বুদ্ধিমত্তা ও পারকতাদ্বারা এমত চমৎকৃত হইলেন যে কোর্টআবডিরেক্টরদিগের সভাস্থ হইতে আহ্বান করিয়া তথায় লার্ডকর্ণওয়ালিসের অনন্তর ষোরসাহেবকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে স্থির করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেরোনেট উপাধিদ্বারা সম্ভ্রান্ত করিলেন তাঁহার পদপ্রাপ্তির পরবৎসরে ঐ অপক্ষপাতি বিচারকর্ত্তা এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সরউলিয়মজোন্‌স সপ্তচত্বারিংশৎবর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন তিনি সরজান্‌ষোরের পরমাত্মীয় ছিলেন অতএব ষোরসাহেব তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন ॥

১৭৯৫ শালে নবাব মবারিকউদ্দৌলা মরিলে তাঁহার পুত্র নাজির উল্‌মুল্‌ক পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তৎকালে মুরসিদাবাদের নবাবনিয়োগ অতি সামান্য

কর্ম্মছিল অতএব এই বলিলাম যে তাঁহার পিতার যে মাসিক ছিল তাহা তাঁহার রহিল। সরজানষোর লার্ড টেনমৌথনামে পঞ্চবৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া স্বপদ পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন ঐ কাল মধ্যে লিখনোপযুক্ত কোন বৃত্তান্ত ঘটে নাই তাঁহার রাজত্বের শেষাবস্থায় বিপদ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল মাইসরদেশের রাজা টিপু সুলতান ফরাসিদিগের সহিত তৎকালে ঐকমত্য করিলেন ফরাসিদিগের তৎকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ হইতে ছিল সুলতান নিজসাহায্যার্থে তাহাদের সৈন্য প্রার্থনা করিলেন ইংরাজেরা শেষযুদ্ধে তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল এবং প্রতিহিংসা করিতে ক্রোধে দগ্ধপ্রায় ছিলেন এবং ফরাসিদিগের সাহায্যদ্বারা ভারতবর্ষহইতে ইংরাজদিগের দূরীকরণের আশা করিয়াছিলেন কোর্ট আবডিরেক্টরেরা এই সকল অবস্থা অবগত হইয়া একজন সুবুদ্ধি বড়সাহেব পাঠাইতে স্থির করিলেন তাঁহারা লার্ডকর্ণওয়ালিস্‌কে পুনর্ব্বার রাজ্যভার লইতে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন তাহাতে তিনিও সম্মত হইলেন কিন্তু তাঁহার আগমনের উদ্যোগকালে তিনি আইরলণ্ডের বড়সাহেব হইলেন॥

ডিরেক্টরেরা তৎক্ষণাৎ লার্ডমরিংটন্ সাহেবকে ঐ উচ্চপদপ্রদান করিলেন তাঁহার নাম পরে মার্কুয়িস্ ওয়ালেস্লি হইল লার্ড কর্ণওয়ালিসের ভ্রাতার নিকটে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশিক্ষায় সতত রত ছিলেন তিনি ১৭৯৮ শালের ১৮ মে কলিকাতায় আসিলেন তাঁহার ঐ বিপৎকালের উপযুক্ত ভবিষ্যদ্দৃষ্টি শক্তি ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতাপ্রভৃতি সকলি ছিল তিনি ভারতবর্ষীয় কর্ম্মে হস্তার্পণ করিবামাত্রে এই মহারাজ্যবিষয়ে যেসকল বিপদের সম্ভাবনা ছিল তাহা অদৃশ্য হইল এবং সকললোকের মনে বিশ্বাস হইল তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিলেন তখন কোম্পানির প্রতি লোকের এমত অবিশ্বাস ছিল যে কোম্পানির কাগজের বার্ষিক বৃদ্ধি শতকরা বারটাকা থাকিলেও তাহার বিক্রয়কালে শতকরা চারিটাকা ক্ষতি হইত আর সৈন্যেরা অতি দুর্ব্বল ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং উত্তরে সিন্ধিয়ারা ও দক্ষিণে টিপুরা ভয়প্রদর্শন করাইতেছিল ও ফরাসিরা ক্রমে২ ভারতবর্ষে শক্তি প্রাপ্ত হইতে ছিল তিনি অতিশীঘ্র সৈন্যদিগের সুনিয়ম করিলেন ফরাসিদের যেসেনাপতিরা হাইদ্রাবাদে বিপুল সৈন্য রাখিয়াছিল তাহাদের দূরীকৃত করিয়া তাহাদের সঞ্চিতসৈন্যদিগের ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং

তৎপরিবর্ত্তে তথায় একপ্রস্তুত ইংরাজি সৈন্য স্থাপিত করিলেন পরে টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন কারণ তিনি সকল শত্রু অপেক্ষা পরিপক্ব হইয়াছিলেন কিন্তু মাদ্রাজের সভাপতিরা তাঁহার বাঞ্ছার সাহায্য নাকরিয়া বিপরীত হওয়াতে তিনি অবিলম্বে স্বয়ং তথায় যাইলেন এবং তাঁহাদের দুরাচারের দমন করিয়া সমুদায় কার্য্যভার স্বয়ং লইলেন পরে শীঘ্র এক প্রস্তুত সৈন্য প্রস্তুত হইয়া ১৭৯৯ শালের ২৭ মার্চ টিপুর সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল তাহাদের গতি এমত ত্বরাপূর্ব্বক হইয়াছিল যে ৪ মে টিপুর রাজধানী শৃঙ্গাপাটাম ইংরাজদিগের হস্তগত হইল টিপু স্বয়ং যুদ্ধে মারা পড়িয়াছিলেন অতএব এইরূপে হাইদর পরিবারের রাজ্যের শেষ হইল কোর্টআবডিরেকটরেরা এই তেজস্বিবুদ্ধি শ্রবণ করিয়া বড়সাহেবকে পঞ্চাশৎ-সহস্রমুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি করিয়াদিলেন ।।

১৭৯৯ শালের আকটোবর মাসে ডাক্তার মার্শমন সাহেব ও ওয়ার্ডসাহেব এবং তাঁহাদের বন্ধুলোকেরা বাঙ্গালার মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে প্রোটেষ্টাণ্টমিস-নরি অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত বিশেষ লোককে ভজনা করাইবার নিমিত্তে ইতস্ততঃ দূত প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন ডাক্তার কেরিসাহেব ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া মালদা অঞ্চলে ছিলেন তিনি অবি-

লম্বে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইলেন সর্ব্ববিদিত আছে যেশ্রীরামপুর মিসন্ তাহা ঐ তিন ব্যক্তি স্থাপন করেন ইহার প্রধান অভিপ্রায় এই ছিল যে ভারতবর্ষ মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্মের প্রচার করেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ছাপাখানা করিলেন এবং চারল্‌স উল্‌কিন্ সাহেবের বাঙ্গালা অক্ষর খুদিতে এদেশীয়-যে লোক সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাকে পাইয়া প্রায় এদেশীয় সকল প্রকার অক্ষরের মূল প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন তাঁহারা মহাভারত রামায়ণ ও অন্যান্য বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়া এভাষার উন্নতিতে প্রথম প্রবৃত্তি দিলেন এবং নিজ ধর্ম্ম্য পুস্তকসকল বাঙ্গালায় সংস্কৃতেও ভারতবর্ষে চলিত অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত রহিলেন তাঁহারা ইউরোপীয় রীত্যনুসারে প্রথমে বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিলেন তাঁহারা বিনাপুরস্কারে এতাদৃশ পরিশ্রম করিতেন এবং নিজ২ যে অধিক আয় ছিল তাহাও ঐ বিষয়ে ব্যয় করিতেন তাঁহাদের চেষ্টাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উন্নতি হইল সেরূপ অন্যকোন জনের যত্নে হয় নাই এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে এদেশের সভ্যতা ও উন্নতির উদ্রেক প্রথমে শ্রীরামপুরে হয় ॥

লার্ড ওয়ালেস্‌লি দেখিলেন যে সভ্যভূতেরা এদে-

শীয় ভাষা উত্তমরূপে জানেন না অতএব ১৮০০ শালে কলিকাতায় ফোর্টউলিয়মনামক পাঠশালা স্থাপন করিলেন যাহাকে কোম্পানির বারিক বলা যায় সকল কোম্পানির কেরাণীরা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া প্রথমে তথায় থাকিতে লাগিলেন পরীক্ষাদ্বারা তাঁহাদের উত্তম বিদ্যা প্রকাশ নাহইলে এবং কোম্পানির কর্ম্মে পারগ এমত সম্বাদ নাহইলে সরকারি কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন না তথায় উত্তমোত্তম পণ্ডিত নিযুক্ত রহিলেন নানাপ্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও অন্যান্য ভাষায় সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইল এইরূপে এদেশের উন্নতিতে নূতন প্রবৃত্তি হইল এদেশীয়ভাষাশিক্ষা করাইতে যে ২ লোক নিযুক্ত ছিলেন তন্মমধ্যে উড়িস্যানিবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান ছিলেন তাঁহার উৎকৃষ্টবুদ্ধির দ্বারা পাঠশালায় অত্যন্ত সম্ভ্রম হইল কোর্ট আবডিরেকটরেরা এইপাঠশালাস্থাপন শুনিয়া এরূপ রীতি গ্রাহ্য করিলেন কিন্তু এরূপ ব্যাপার অধিকব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহার সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন তথাপি বহুকালপর্য্যন্ত উত্তম পণ্ডিত নিযোগ করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষাশিক্ষা হইতেছিল অতএব আমরা স্থির করিতে পারি যে বাঙ্গালাভাষার শিক্ষা ও উন্নতিনিমিত্তে শ্রীরামপুর মিসনে ও ফোর্ট উলিয়ম পাঠশালায় প্রথম

উদ্যম হয় ডাক্তারকেরি সাহেব ঐ স্থলে ঐ ভাষার শিক্ষক ছিলেন ।।

১৮০৩ শালে লার্ডওয়ালেস্লিকে সিন্ধিয়ার সহিত ও হল্‌কারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল কিন্তু ইহার সমাপ্তি শীঘ্র হইল ঐ উভয় প্রবল রাজারা পরাজিত হইয়া খর্ব্বহইলেন কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যের অল্প অংশও ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যে আসিলনা সেপ্‌টেম্বরমাসে ইংরাজেরা মুসলমান্‌দিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী অধিকার করিলেন মহারাষ্ট্রীয়েরা তথাকার মহারাজের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া ক্ষীণ করিয়াছিলেন পরে তাঁহাকে শক্তিব্যতিরেকে পুনর্বার মাহারাজের সম্ভ্রম দিয়া পঞ্চদশলক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। ঐসময়ে নাগপুরের রাজার সহিত লার্ডওয়ালেস্লির বিবাদ উপস্থিত হইল তিনি অবিলম্বে এক প্রস্তুত সৈন্য উড়িস্যায় পাঠাইলেন তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করাতে ১৮০৩ শালের ১৮ সেপ্‌টেম্বর ইংরাজি সৈন্যেরা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল এবং আলিবর্দ্দির রাজত্বের শেষবৎসরে উড়িস্যাদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইয়াছিল অষ্টচত্বারিংশৎবর্ষের পরে বাঙ্গালার সহিত যুক্ত হইল পুরীস্থিত পুরোহিতদিগের প্রতি অতিদয়া ও মান্যতাপূর্ব্বক ইংরাজদিগের ব্যবহার হইল তাঁহাদের প্রতি মন্দি-

রের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে ও স্বেচ্ছাক্রমে দেবতার কর আদায় এবং ব্যয় করিতে অনুমতি রহিল কিন্তু কতিবর্ষপরে করের বৃদ্ধি করিতে রাজসভাপতিরা মন্দিরের ভার লইয়া স্বজাতীয় আম্‌লাদ্বারা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন যে কর উৎপন্ন হইত তাহার কিয়দংশ দেবতার ব্যয়ার্থে দত্ত হইত অবশিষ্ট সরকারি ভাণ্ডারে আসিত ॥

এদেশে বহুকালাবধি অপর এক রীতি ছিল যাহা কাল ক্রমে পিতামাতার স্মরণ যোগ্য নহে যে তাঁহারা নিজ২ সন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিঃক্ষেপ করিতেন সন্তানদিগকে তথাকার উপদ্বীপে লইয়া ধর্ম্মমন্ত্র ও পূজাদি সমাপ্ত হইলে সমুদ্রমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতেন এইরূপ ব্যবহার ধর্ম্মার্থেহইত কিন্তু কোন শাস্ত্রে এরূপ করিবার নির্দেশ নাই ১৮০২ শালের ২০ আগষ্ট বড়সাহেব এইরূপ ব্যবহার নিবারণার্থে এক নিয়ম করিয়া একেবারে তথায় এক প্রস্তুত সেপাহি পাঠাইলেন যদ্যপিও এরূপ নিয়মে এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মের প্রতি হিংসা করা হইল তথাপি দেশমধ্যে কোন জনরব শুনা গেল না এবং পঞ্চবিংশতিবৎসরপরে সর্ত্তাগমনরোধকালে বাদানুবাদে ঐ বিষয়ের উত্থাপন করাতে অনুভব হইল যে তাহা এমত বিস্মৃত হইয়াছে যে এরূপ ব্যবহার ছিল ইহাও অনেকে স্বীকার করিল না ॥

ভারতবর্ষীয়ইতিহাসে লার্ডওয়েলেস্লির চরিত্র দেদীপ্যমান আছে তাঁহাকে নানাস্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং তাহাতে এই সাম্রাজ্যেরসীমা পূর্ব্বাপেক্ষাতৃতীয়াংশেরঅধিক বিস্তার করিয়াছিলেন ও পঞ্চ দশকোটী চত্বারিংশৎলক্ষমুদ্রাপর্য্যন্ত রাজস্বের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু এই অধিক রাজস্ব থাকিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণ হইল ডিরেক্টরেরা তাঁহার যুদ্ধজনক উপায়ে রত থাকাতে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন তাঁহাদের বাঞ্ছা ছিল যে তিনি বিরোধশূন্য রাজ নীতিব্যবহার করেন তাহাতে তাঁহাদের প্রাপ্তরাজ্যের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে হইলেও স্বীকার ছিল তাঁহারা এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে ভারতবর্ষমধ্যে তাঁহারা সকলবিষয়ের নিষ্পত্তিকারক হইবেন অথবা সকলবিষয়ে শক্তিহীন হইবেন তাঁহাদের এমত ভুল ছিল যে পার্লিয়ামেণ্টের এক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া লার্ডওয়েলেস্লিকে দোষী করিলেন তিনি দেখিলেন যে ডিরেক্টরদিগের তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস হইয়াছে একারণ সভাহইতে প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের পত্রের উত্তর পাঠাইলেন পরে রাজসভাহইতে বহির্ভূত হইবার স্থির করিলেন ১৮০৫ শালের শেষে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন তথায় উপস্থিতিমাত্রে পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে ও বাহিরে উভয়স্থলে তাঁহার প্রতি

অভিযোগ হইল তাঁহার পুর্ব্ববর্ত্তি ক্লাইব সাহেব ও হষ্টিংস সাহেব এই দুই মহাশয়ের প্রতি যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপ হইল কিন্তু তাঁহার প্রতি তাদৃশ প্রচণ্ডতা হয় নাই তাঁহার যেসুবুদ্ধিযুক্ত রাজনীতি ও প্রভাযুক্ত জয়দ্বারা এই সাম্রাজ্যের এমত অধিক বিস্তার হইয়াছিল তাহার এইরূপ প্রতিফল হইল পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার প্রতি অভিযোগে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইল যে হৌসআবলার্ড়ে লার্ড় ময়রা সাহেব তাঁহার চরিত্রে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন যে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মের বিপরীতে অযথার্থরূপে জয় করিয়াছেন কিন্তু তদবধি দশবৎসরের মধ্যে লার্ড় ময়রা স্বয়ং বড়সাহেব হইয়া লার্ড় ওয়েলেস্লিকে যেনিমিত্তে নিন্দা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক যুদ্ধ ও অধিক জয় করিয়াছিলেন অতএব যাঁহারা এসিয়াতে কদাচ আসেন নাই ও এতদ্দেশীয়লোকমধ্যে ব্যবহার করেন নাই তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যোপায় যথার্থ বিবেচনা করা এমত কঠিন হইতেছে ।।

অনন্তর কোর্টআবডিরেক্টরেরা অধিক হানিতেও বিরোধ ভঙ্গ করিয়া ব্যয়ের লাঘব করিতে স্থির করিলেন তাঁহারা লার্ড় কর্ণওয়ালিস্কে নূতন বড়সাহেব করিতে ইচ্ছা করিলেন তিনি অতিশয় প্রাচীন হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হই-

লেন এবং কলিকাতায় যাত্রা করিয়া ১৮০৫ শালের ৩০ জুলাই তথায় অবতরণ করিলেন পরে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি করিতে অবিলম্বে পশ্চিমদেশে চলিলেন কিন্তু গমনকালে ক্রমে২ অসুস্থ হইয়া ঐ শালের ৫ আকটোবর প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে কোর্টআবডিরেকটরেরা তাঁহার সম্মান জানাইতে তাঁহার পুত্রকে ৪০০০০ পৌণ্ড উপায়ন দিলেন ।।

রাজসভার প্রধান সভাপতি সরজর্জবার্লো তৎক্ষণাৎ তৎপদে বড়সাহেব হইলেন কোর্টআবডিরেকটরেরা তাঁহার ঐ উচ্চপদে নিয়োগ স্থির করিলেন কিন্তু রাজমন্ত্রিরা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে একর্ম্মে নিয়োগের ভার তাঁহাদের আছে এবিষয়ে প্রখর বাদানুবাদ হইল অবশেষে লার্ডমিণ্টকে বড়সাহেবের কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া বিবাদের শেষ হইল সরজর্জবার্লোর রাজত্বের মধ্যে এইমাত্র কর্ম্ম হইল যে রাজসভায় জগন্নাথের নিকটে তীর্থযাত্রিহইতে স্বয়ং করগ্রহণ করিয়া মন্দিরের কর্তৃত্ব করিতে স্থির করিলেন প্রজাদিগের তথায় গমনে প্রবৃত্তি দিতে নানাপ্রকার উপায় কল্পিত হইল এইরূপে তথাকার রাজস্বের বৃদ্ধি হইল এবং তৎকালে যেং রীতি হইয়াছিল তাহা তৎপরে ত্রিশ বৎসরহইতে অধিককালপর্য্যন্ত প্রবল ছিল ।।

লার্ডমিণ্ট ১৮০৭ শালের ৩১ জুলাই কলিকাতায় অবতরণ করিলেন তাঁহার রাজত্ব ১৮১৩ শালপর্য্যন্ত ছিল কিন্তু তন্মধ্যে বাঙ্গালার কর্ম্মে কোন আবশ্যক পরিবর্ত্ত হয় নাই কেবল কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৮ শালে স্থানান্তরীকৃত দ্রব্যের মাসুল রহিত করিয়া ১৮০১ শালে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন তিনি তাহাতে এক নূতন ও অতিকঠিন রীতি করিলেন এইরূপে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি হইল কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাঘাত ও প্রজা-দিগের অত্যন্ত অপকার হইল ১৮১০ শালে ইংরা-জেরা বোর্বুন ও মারিসসনামক দুই উপদ্বীপ ফরাসি হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং পরবৎসরে ওলন্দাজ হইতে বিপুল ধনযুক্ত জাবা উপদ্বীপ কাড়িয়া লইলেন।।

পার্লিয়ামেণ্টে বিংশতিবর্ষনিমিত্তে কোম্পানিকে যেসনন্দ দিয়াছিলেন ১৮১৩ শালে তাহার শেষ হও-য়াতে এক নূতন সনন্দ দিলেন কিন্তু ঐ সময়ে এদে-শীয় কর্ম্মে বিশেষ পরিবর্ত্ত হইল ইহার দুইশত বৎ-সরঅপেক্ষা অধিক পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই দুই স্থানের মধ্যে বাণিজ্য কেবল কোম্পানির হস্ত গত ছিল কিন্তু কোম্পানিরা প্রথমে ভারতবর্ষে খাতা বাটী করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন পরে তথাকার রাজা হইলেন ইহাতে বিবেচনাসিদ্ধ এই হইল যে রাজার বাণিজ্য করা উচিত নহে অতএব এই বর্ষের নূতন ব্যবস্থা

দ্বারা কোম্পানির রাজত্ব রহিল ও বাণিজ্য বণিক্‌দি-গের হইল পূর্ব্বে কোম্পানির ভৃত্যভিন্ন ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষে আসিতে আজ্ঞা পাইতেন না কিন্তু তাহা এক্ষণে সহজ হইল যেসকল লোককে ডিরেক্‌টরেরা অনুমতি নাদিতেন তাঁহারা বোর্ডআবকাণ্ট্রোলনামক সমাজহইতে অনুমতি পাইতেন ॥

১৮১৩ শালের ৪ আক্‌টোবর লার্ড মিণ্টসাহেব ভারত বর্ষের রাজত্ব লার্ড ময়রার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইং-লণ্ডে যাত্রা করিলেন কিন্তু নিজ গৃহগমনের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল ঐ ময়রাসাহেবের নাম উত্তরকালে মারকুয়িস্‌ আবহষ্টিংস হইল ॥

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

লার্ডহষ্টিংস সাহেব রাজত্বগ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে নেপালীয়েরা ক্রমে২ ইংরাজদিগের রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতেছে তথাকার রাজপরিবারেরা গত শতবৎসরের মধ্যে জয়দ্বারা নেপালে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পরে ক্রমে২ রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিয়া লার্ড মিণ্টের রাজ্যকালে নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন লার্ড হষ্টিংস দেখিলেন যে নেপালীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল তিনি বিরোধভঙ্গার্থে শক্ত্যনুসারে সকল উপায় করিলেন কিন্তু কতমন্দুর মন্ত্রিদিগের অহঙ্কারদ্বারা ১৮১৪ শালে তাঁহাকে যুদ্ধেচ্ছা

করিতে হইল প্রথম যুদ্ধে কিছুই হইল না কিন্তু ১৮১৫ শালের যুদ্ধে সেনাপতি আক্টর্লনির অধীন ইংরাজী সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন নেপালীয়দিগের স্বরাজ্যের অধিকাংশ দিয়া সন্ধি করিতে হইল ॥

ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত পিন্ডারীজাতীয় বহুসংখ্যক তস্করেরা অশ্বারোহণপূর্ব্বক বহুকালাবধি তথাকার সমুদায় দেশ লুট করিত তাহারা অবশেষে ইংরাজদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিল তদ্দেশের প্রধান লোকেরা ও অনেক রাজারা তাহাদের রক্ষক ছিলেন তাহারা পঞ্চশত ক্রোশহইতে অধিকদূরপর্য্যন্ত লুট করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিবৎসর তাহাদের নিবারণার্থে ইংরাজি রাজসভাকে এক প্রস্তুত সৈন্য রাখিতে হইত তাহাতে বহুব্যয় হইতে আরম্ভ হইল অবশেষে তাহাদিগকে দেশহইতে নির্ম্মূল করিবার কারণ সম্পূর্ণ চেষ্টাকরিতে পরামর্শ স্থির হইল লার্ড হষ্টিংস কোর্ট আবডিরেক্টরহইতে অনুমতি পাইয়া তিন রাজ্যের সৈন্য একত্র হইতে আজ্ঞা করিলেন পরে সৈন্যেরা ক্রমে২ ঐ দস্যুদিগের আশ্রয় বেষ্টন করিয়া একে২ সমুদায়কে নষ্ট করিল এবং নিঃশেষরূপে তাহাদের দল ভঙ্গ করিল কিন্তু সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিন্ডারিদিগের অন্বেষণ করিতেছে এমতকালে পেষওয় ও নাগ-

পুরের রাজা ও হল্‌কার এই কয়েক জন মিলিতযত্ন দ্বারা এদেশ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইবার আশায় ঐকমত্যপূর্ব্বক উদ্যত হইলেন কিন্তু ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিরা পরাভূত হইলেন পেষওর ও নাগপুরের রাজা রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজদিগের রাজ্যসাৎ হইল এই সকল ব্যাপার মারকুয়িস্ হষ্টিংসসাহেবের আজ্ঞানুসারে কৃত হইয়াছিল কিন্তু তিনি দশবৎসর পূর্ব্বে মারকুয়িস ওয়ালেসলির ঐরূপ রাজনীতি দূষ্য করিয়াছিলেন তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক হইয়াও এরূপ বৃহৎব্যাপারের উপযুক্ত শক্তি ও বুদ্ধিপ্রকাশ করিয়াছিলেন পিন্ডারিদিগের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল এবং ইংরাজেরা ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইলেন ॥

লার্ড হষ্টিংসসাহেবের পূর্ব্বে এদেশীয়লোকের শিক্ষার্থে কোন উদ্যোগ হয় নাই এদেশীয়লোকের শিক্ষা দেওয়া রাজনীতিমধ্যে নিন্দিত বোধ ছিল কারণ তাহাদের মূর্খতায় এইসাম্রাজ্যের এক প্রকার নিরাপদ বোধ ছিল লার্ড হষ্টিংস সাহেব এই নিষ্ঠুরবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন তিনি কহিলেন যে প্রজাদিগের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে অতএব তাহাদের সভ্যতা বৃদ্ধি করা ইংরাজদিগের আবশ্যক কর্ম্ম হইয়াছে তাঁহার রাজ্যকালে

নূতন সময় উপস্থিত হইল নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপন হইল এবং এদেশীয় লোকের মনের উচ্চতা করিবার চেষ্টায় ঐ প্রথম উৎসাহ হইল ১৮১৮ শালের ২৯ মে সমাচারদর্পণনামক সম্বাদপত্র ভারতবর্ষমধ্যে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রথমে প্রকাশ হইল লার্ড হষ্টিংসসাহেব তাহার এক সম্বাদপত্র পাইয়া প্রজাদিগের সভ্য করিবার এই উত্তম চেষ্টায় ভীত না হইয়া রাজসভায় লইয়া যাইলেন পরে চলিত ডাকমাসুলের পাদমাত্রে তাহা ইতস্ততঃ পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং প্রায় ঐ সময়ে লার্ড হষ্টিংসের পত্নীর যত্নদ্বারা বিশেষতঃ ডবলিউ বি বেলি সাহেবের ও ডাক্তার কেরি সাহেবের চেষ্টাদ্বারা স্কুলবুকসোসাইটিনামিকা সভা কলিকাতায় স্থাপিত হইল এবং এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থে পাঠশালাস্থাপনাকারণ রাজধানীতে আর এক সভা হইল এদেশীয়লোকের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে রেবরেণ্ড মে সাহেবদ্বারা চুচুড়ার নিকটে ও শ্রীরামপুরের ধর্ম্মালয়দ্বারা তথাকার নিকটে এক২ বৃহৎপাঠশালাস্থাপন হইল অপর যে হিন্দুকালেজ নামক পাঠশালায় সহস্র২ ব্যক্তিরা ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন তাহাও ঐ সময়ে সর্ এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট হরিংটন্ ডেবিড হের ইত্যাদি সাহেবেরা স্থাপন করিলেন সকল ইউরোপী-

য়েরা ও এদেশীয়লোকেরা লার্ডহষ্টিংসের এইরূপ উপকারক উৎসাহ গ্রাহ্য করিলেন এবং অনেক বৎসরাবধি যেসকল পাঠশালার বিষয় কেহ স্বপ্নেও স্মরণ করেন নাই তাহা অনেকে বহুব্যয়পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া উন্নত করিলেন ৷৷

১৮২৩শালের জানুয়ারিমাসে লার্ডহষ্টিংস ভারতবর্ষহইতে গমন করিলেন তাঁহার অত্যন্ত যত্নদ্বারা নয় বৎসরের মধ্যে কোম্পানির রাজ্য বিস্তীর্ণ হইল এবং রাজস্ববৃদ্ধি ও ঋণক্ষয় হইল ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যে এমত উত্তম অবস্থা কদাচ হয় নাই তৎকালে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল এবং ব্যয়অপেক্ষা প্রায় দুইকোটী মুদ্রা বার্ষিক আয় অধিক হইল ৷৷

রাজমন্ত্রিদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জর্জকানিংসাহেব বোর্ডআবকাণ্ট্রোলনামক সমাজে বহুকাল প্রভুত্ব করিয়া ভারতবর্ষীয়কর্ম্মে দক্ষ হইয়াছিলেন অতএব লার্ড হষ্টিংসকর্ম্ম ত্যাগকরিলে তৎকর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তিনি আগমনের উদ্যোগ করিলে পর তাঁহার এক জন সহচর মরাতে ইংলণ্ডে অতিবিশ্বাসযোগ্য পদপ্রাপ্ত হইলেন অতঃপর ডিরেকটরেরা লার্ড আমহর্ষ্টকে বড়সাহেব করিয়া পাঠাইলেন তিনি দশবৎসর পূর্ব্বে পেকিন শহরে ইংলণ্ডের রাজার দূত হইয়া আসিয়াছিলেন লার্ড আমহর্ষ্টের আগমন

ও লার্ড হষ্টিংসের গমনাবধি ১৮২৩ শালের ১ আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রধান সভাপতি জান আদম সাহেব বড়সাহেবের কর্ম্ম করিয়াছিলেন ছাপাখানার শক্তির সীমানির্দ্ধারণ করাতে কেবল তাঁহার রাজত্ব নিন্দিতরূপে খ্যাত আছে ॥

লার্ড আমহর্ষ্ট্র্কে কলিকাতায় আসিবামাত্রে ব্রহ্মদেশীয়দিগের দুরাচারে শীঘ্র মনোযোগ করিতে হইল ইংরাজেরা যৎকালে বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন তৎকালে ঐ ব্রহ্মদেশীয় রাজপরিবারেরা আবানগরে রাজত্ব পাইয়াছিলেন পরে ঐ রাজা মণিপুর ও আসাম জয় করত অহঙ্কারী হইয়া বাঙ্গালা জয়পূর্ব্বক স্বরাজ্যবৃদ্ধির আশা করিলেন যেপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত মিল ছিল তন্মধ্যে তিনি কাচার ও আরাকানঅঞ্চলে কোম্পানির রাজ্যমধ্যে সৈন্য পাঠাইয়া সাপুরীনামক উপদ্বীপ আক্রমণ করিলেন এবং তথাস্থিত অল্প সৈন্যদিগের প্রাণ নষ্ট করিলেন ঐ উপদ্বীপ আরাকানের তীরস্থিত টিক্নাফ্নদীর সম্মুখে আছে পরে আবায় তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অহঙ্কারপূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে যদি ঐস্থানে তাঁহার অধিকারে সম্মতি নাহয় তবে তিনি বাঙ্গালা অধিকার করিবেন এই সকল উপদ্রোহদ্বারা ১৮২৪ শালের ৫ মার্চ বড়সাহেব

ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধের প্রসঙ্গ করিলেন ১১ মে ইংরাজদিগের সৈন্যেরা ব্রহ্মরাজ্যে অবতরণ করিয়া সমুদ্রতীরে রাঙ্গুনের বহুধনযুক্ত বাণিজ্যস্থান অধিকার করিল পরে আসাম ও আরাকানদেশ এবং মর্গুয়ি প্রদেশের নিকটস্থান অধিকার করিল অনন্তর অল্পে২ আবানগরের রাজধানীর প্রতি গমন করিল এবং গমনকালে প্রতিস্থান ও নগর অধিকার করত ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের পরাজয় করিয়া চলিল পরে ১৮২৬ শালের প্রথমে অমরপুরের অতিনিকটে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার রাজা নিজপুরীরক্ষার্থে ইংরাজেরা যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিবেন তাহাতেই সম্মত হইলেন অনন্তর যান্দাবুনামে সন্ধির নিষ্পত্তি হইল ঐ সন্ধিতে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজদিগকে মণিপুর আসাম ও আরাকান দেশ ও মার্ত্তাবান প্রদেশের সমুদায় দিলেন এবং যুদ্ধব্যয়ার্থে কোটী মুদ্রা দিতে সম্মত হইলেন৷৷

ইংরাজদিগের সৈন্যেরা যখন ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল তৎকালে ভরতপুরের কর্ত্তা দুর্জনশালের সহিত বাদানুবাদ উপস্থিত হইল তিনি নিজ ভ্রাতা মধুসিংহের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাদের পিতৃব্যপুত্র অতিবালক বলবর্ত্তসিংহের হস্তহইতে রাজত্ব লইবার চেষ্টা করিলেন সর চারল্স্ মেট্কাফ্

দুর্জনশালের প্রবোধার্থে বিবিধচেষ্টা করিলেন কিন্তু সেসকল নিষ্ফল হইল অতএব বাহুবলে নির্ভর করা আবশ্যক হইল কিন্তু ঐ স্থান অধিকারকরণ অতিদুঃসাধ্য কর্ম্ম ছিল ১৮০৫ শালে লার্ড লেক সাহেব ঐ স্থান বেষ্টন করিয়াছিলেন তাহাতে এমত অধিক সেনা ও সেনাপতিরা মারা পড়িল যে ইংরাজকর্ত্তৃক ভারতবর্ষমধ্যে কোন নগরবেষ্টনে সেরূপ হয় নাই এবং যদ্যপিও তথাকার রাজা ইংরাজদিগের নিবারণার্থে বিংশতিলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন তথাপি ইংরাজেরা সেস্থানের অধিকার করিতে পারেন নাই অতএব কেবল ঐ দুর্গমাত্র তাঁহারা বেষ্টন করিয়া গ্রহণে অশক্ত হইয়াছিলেন ভারতবর্ষব্যাপিয়া জনরব হইল যে তাঁহারা ভরতপুর অধীন করিতে অসমর্থ হইলেন ঐ দুর্গের চতুর্দিগে মৃন্ময় ভিত্তি ছিল এবং তাহার মূলে খাল ছিল অধিক সৈন্যেরা যাবৎ ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত ছিল তন্মধ্যে বিংশতি সহস্র সৈন্য ও একশত কামান ঐ দুর্গের সম্মুখে আনীত হইল এবং সমুদায় ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইহার পরিণাম দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইলেন ২৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইল পরে ১৮২৬ শালের ১৮ জানুয়ারি সৈন্যদিগের আজ্ঞাদায়ক লার্ড কম্বরমিয়র ঐ স্থান অধিকারকরিলেন দুর্জনশাল ইংরাজদিগের হস্তে পড়িয়া প্রয়াগের দুর্গে প্রেরিত হইলেন ব্রহ্মদেশের

ও ভরতপুরের এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ কোটী মুদ্রা অপেক্ষা অধিক ঋণ হইল ৷৷

১৮২৭ শালে লার্ডআমহর্ষ্ট পশ্চিম দেশে যাত্রা করিয়া প্রথমে দিল্লীতে যাইলেন এবং ইংরাজদিগের ব্যবহার ও অবস্থা তথাকার রাজাকে জানাইলেন এবং বিশেষরূপে কহিলেন যে ইংরাজদিগের তিমরের পরিবারে যে অধীনতা ছিল তাহার শেষ হইল আর হিন্দুস্থানের রাজত্বও তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে পলাশীর যুদ্ধের ষষ্টিবৎসরপরে এইরূপ উক্তি হইল ইহাতে রাজপরিবারেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগদ্বারা তাঁহাদের নানাপ্রকার অপমান হইলেও ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যে তাঁহাদের রাজবৎ সম্ভ্রম ছিল কিন্তু এক্ষণে রাজদণ্ড চিরকালের নিমিত্তে তাঁহাদের বিহস্ত হইল সমুদায় ভারতবর্ষে প্রজাদিগের এবিষয়ে কিছুই উত্তেজনা না হওয়াতে সুতরাং আর কিছুই প্রকাশ পাইল না ৷৷

লার্ডআমহর্ষ্ট উলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলিসাহেবের হস্তে রাজত্ব অর্পণ করিয়া ১৮২৮ শালের মার্চমাসের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগ করিবার সম্বাদ ইংলণ্ডে যাইলে লার্ডউলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কোর্টআবডিরেক্টরদিগের নিকটে ঐ রাজ্যভারপ্রার্থনা করিলেন তিনি বিংশতিবর্ষ অপেক্ষা

অধিক কালপূর্ব্বে মাদ্রাজে বড়সাহেব ছিলেন কিন্তু ডিরেক্টরেরা সম্যকবিবেচনা নাকরিয়া তাঁহাকে সত্বরে গৃহগমন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা এবিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ১৮২৭ শালে তাঁহাকে বড়সাহেবের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে এমত প্রধানকর্ম্মে তাঁহার তুল্য উপযুক্ত লোক ইংলণ্ডে ছিল না তিনি ১৮২৮ শালের ৪ জুলাই কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন প্রায় ছয় বৎসরপূর্ব্বে লার্ডহষ্টিংসসাহেব রাজস্বের উন্নতি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আগমনকালে পুনর্বার রাজস্বের দুরবস্থা হইল ও সরকারি আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে লাগিল তাহাতে ঋণ অধিক হইল কিন্তু লার্ডবেণ্টিঙ্ক আগমনের পূর্ব্বে ডিরেক্টরদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন যে তিনি ব্যয়ের লাঘব অবশ্য করিবেন অতএব আগমনমাত্রে যুদ্ধার্থক ও বিচারার্থক উভয়বিধ ভৃত্যমধ্যে কোন বিষয়ে সরকারি ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে ইহার অনুসন্ধানার্থে দুই সমাজ স্থাপন করিলেন পরে তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সকলবিষয়ে ব্যয়ের লাঘব করিলেন ইহা অতি নিন্দনীয় ব্যবহার হইল এবং লার্ড্বেণ্টিঙ্কের লাঘবদ্বারা যেসকল লোকের ক্লেশ হইল তাঁহারা ঐডিরেক্টরদিগের আজ্ঞাপ্রতিপালন

করাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিলেন সরকারি যেসকল ভৃত্যদিগের ভাগ্যক্রমে ঐ লাঘব ঘটিল তাহাদের তাঁহাহইতে সদ্বিচারের আশা ছিল না কেবল ভাবিব্যক্তিহইতে আশা হইল এইরূপ তাঁহার প্রতি সকলে আপত্তি করিলেও যেপর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যয়লাঘব ও ঋণনাশের উপায় সুসিদ্ধ না হইল তাবৎ দৃঢ়তা পূর্ব্বক স্বমতানুয়ায়ী ছিলেন ॥

সতীগমনবিধিতে বহুকালাবধি রাজসভার মনোযোগ হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এরূপ ব্যবহার হইতেছে ও ইহাতে প্রজাদিগের কিরূপ মনোনিবেশ আছে এবিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল অনেক আমলারা সম্বাদ পাঠাইলেন যে এদেশীয় লোকেরা ইহাতে অত্যন্ত আসক্ত আছেন অতএব ইহা রহিত করাতে বিপদ উপস্থিত হইবে লার্ডবেণ্টিঙ্ক এবিষয় অতি যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে ইহা অনায়াসে রহিত করাযায় পরে রাজসভাপতিরা সকলেই তাঁহার মত গ্রাহ্য করাতে ১৮২৯ শালের ৪ ডিসেম্বর ঐ চিরস্মরণীয় নিয়মস্থির হইল তাহাতে ইংরাজদিগের সমুদায় রাজ্যমধ্যে ঐ হত্যাকারি নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত হইল এদেশীয় অনেক ধনী ও মান্য ব্যক্তিরা এই হিতকর্ম্মে অহিত জ্ঞান করিয়া বুঝিলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম্য কর্ম্মে হস্তার্পণ হইল অতএব এ

নিয়মনিবারণার্থে বড়সাহেবের নিকটে আবেদন করি-লেন তিনি সতীগমনরোধপক্ষে নানাবিধ হেতু দেখা-ইয়া তাঁহাদের আবেদনে সম্মত হইলেন না কিন্তু তিনি ঐ আবেদনকারিদিগকে স্থিরতাপূর্ব্বক কহিলেন যে যদ্যপিও বর্ষে২ বহুপ্রাণনাশি এই ব্যবহার ইংরাজ-দিগের রাজসভাকে রোধ করিতে হইল তথাপি অন্যান্য যেসকল বিষয় চলিত আছে তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন না ইতিমধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর রায়-কালীনাথ চৌধুরীপ্রভৃতি এদেশীয় তেজস্বী কতিপয় ব্যক্তিরা সতীগমনরোধ করাতে লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের নিকটে অত্যন্ত ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া এক নিবেদন পত্র পাঠাইলেন যেসকল ব্যক্তিরা সতীগমনস্থাপন-পক্ষে ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় এক ধর্ম্মসভাস্থাপন করিলেন এবং চাঁদাদ্বারা বহুধন সংগ্রহপূর্ব্বক ইংলণ্ডীয়রাজসভায় ঐ ব্যবহারস্থাপন প্রার্থনায় এক নিবেদনপত্রের সহিত একজন প্রতি-নিধি পাঠাইলেন কিন্তু রাজমন্ত্রিরা তৎপক্ষীয় সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া রোধপক্ষই স্থির করিলেন নয়বৎসর হইল ঐবিধির নিষেধ হইয়াছে কিন্তু অসন্তোষের কিছুই চিহ্ন নাই বোধ হয় ঐ অসভ্য ব্যবহার এক্ষণে স্মরণশূন্য হইয়াছে অতএব যদ্যপি ইতিহাসমধ্যে

না লেখা যায় তবে এরূপ ব্যবহার ছিল ইহাও ভবিষ্যৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না ॥

১৮৩১ শালে আদালতে অনেক পরিবর্ত্ত হইল এ-পর্য্যন্ত এদেশীয়লোকেরা অল্পবেতনে ক্ষুদ্র বিষয় বিচারে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু বেণ্টিঙ্ক সাহেব অধিক ক্ষমতাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্ভ্রমবৃদ্ধি করিতে স্থির করিলেন ঐ বৎসরে মুন্‌সেফ্ ও সদরআমিনের বেতন ও ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল এবং অধিকবেতন ও অধিক ক্ষমতার সহিত সদরআলানামে নূতন আমলা স্থাপিত হইল রেজিষ্টরের কর্ম্ম ও প্রবিন্‌সিয়াল কোর্ট অর্থাৎ পুনর্বিচারার্থে নানাস্থানের আদালত রহিত হইল অত-এব কেবল এদেশীয়লোকের আদালত ও প্রতিজিলায় এক২ ইউরোপীয় বিচারকর্ত্তার আদালত এবং সদর-দেওয়ানীআদালতমাত্র রহিল এই নূতনরীতির আমূল কহিলাম ঐ রীতি গত অষ্ট বৎসরাবধি চলিত হইয়াছে ইহাতে স্থির হইল যে এদেশীয় আমলাদিগের আদা-লতে প্রথমতঃ অভিযোগ শুনা যাইবে এবং তথায় নিষ্পত্তি হইলে পুনর্বিচারার্থে ইউরোপীয় বিচারকর্ত্তারা শুনিবেন লার্ড বেণ্টিঙ্ক ফৌজদারী আদালতের ঐরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন পূর্ব্বে কোর্ট আবসর্কুট্‌দ্বারা অর্থাৎ নানা স্থানে বিচারার্থে স্থাপিতআদালতদ্বারা ছয়মা-সঅন্তরে এক২ বার বিচার হইত এবং তৎকালেও তিন

মাসঅন্তরে কমিসনর্ সাহেবেরা একং বার বিচার করিতেন লার্ড বেণ্টিঙ্কসাহেব আজ্ঞা করিলেন যে প্রতিমাসে জিলার বিচারকর্ত্তারা একং বার ফৌজদারী বিচার করিবেন তাহাতে কারালয়ে রুদ্ধলোকদিগের ও সাক্ষিদিগের দুঃখ দূর হইল লার্ড বেণ্টিঙ্কের রাজ্য কালে এদেশীয়লোকের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে ও সরকারি কর্ম্মের সুগম করিতে যেসকল উন্নতি হইয়াছিল তাহা এই সংক্ষিপ্তগ্রন্থে বিশেষরূপে বলা যাইতে পারে না ।।

১৮৩১ শালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন বাঙ্গালায় তত্তুল্য বিজ্ঞ লোক বহুকালাবধি হয় নাই তিনি বিপ্রকুলে জন্মিয়া রাজসরকারে বিশ্বাসিকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি বাঙ্গালা সংস্কৃত পারসীক ও ইংরাজী এই কয়েক ভাষায় নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার মনে নানাপ্রকার জ্ঞানোদয় ছিল তিনি স্বদেশীয় লোকদিগকে দেব দেবীভজনাহইতে নিবৃত্ত করিয়া বেদোক্ত অকৈতব ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেন ইহা বড় আশ্চর্য্য যে এদেশীয় হিন্দুরা বেদমতে রত আছে কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ঐ সকল হিন্দুরা নাস্তিক বলিতেন অপর যে সকল লোকেরা তাঁহার মতে বিমতি করিতেন তাঁহারাও তাঁহার উত্তমবুদ্ধির প্রশংসা করিতেন এবং বুঝিতেন যে এরূপ মনুষ্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশের মর্য্যাদা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে লার্ড আমহর্ষ্ট

সাহেবের অধিকারকালে তিমরবংশীয়রাজপরিবারের প্রধানতা নষ্ট হইয়াছিল ঐ মহারাজ নষ্টসম্ভ্রম উদ্ধারার্থে ইংলণ্ডে আবেদন করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া রামমোহনরায়কে প্রতিনিধি স্থির করিলেন হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালে সমুদ্রগমনে কোন দোষ ছিল না কিন্তু কলিযুগে বোধ আছে যে সমুদ্রগমনে জাতিভ্রষ্ট হয় রামমোহনরায় সজাতীয় লোকের উপহাসে মনোযোগ না করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন এবং তথায় অতিসম্মানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা হইল কিন্তু তাঁহার মানস সিদ্ধ হইল না তিমরবংশীয়েরা ত্রিংশৎবৎসর পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগী থাকাতে বৃটনদেশীয় রাজ্যাধিকারিরা ঐবংশের প্রধানতাস্বীকার করিলেন না কেবল রামমোহনরায়ের অনুরোধপ্রযুক্ত তিন লক্ষ মুদ্রা বৃত্তিবৃদ্ধি করিয়া দিলেন রামমোহনরায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করিলেন তাঁহার শরীর ব্রিষ্টল্‌নগরের নিকটে নিখাত আছে ॥

১৮৩৩শাল বাঙ্গালার ইতিহাসমধ্যে স্মরণীয় আছে কারণ ঐশালে বড়২ বণিক্‌সকলে নির্দ্ধন হইলেন তাঁহাদের কেহ২ পঞ্চাশৎবৎসরপর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়াছিলেন সর্ব্বপ্রধান পামরকোম্পানি ১৮৩০ শালে বাণিজ্যের শেষ করিলেন অপর পঞ্চ বণিকেরা তিন চারি বৎসর অধিকপর্য্যন্ত বাণিজ্য রাখিয়াছি-

লেন অবশেষে তাঁহারা নির্ধন হইয়া সাধারণ লোকের প্রায় ষোড়শ কোটী মুদ্রা নষ্ট করিলেন তাঁহাদের অবশিষ্টবিষয়হইতে দুই কোটী মুদ্রাও প্রাপ্ত হইল না ৷৷

ঐবৎসরে কোম্পানির সনন্দের বিংশতিবৎসর অতীত হওয়াতে পুনর্বার নূতন সনন্দ হইল তাহাতে এদেশীয় কর্ম্মের অধিক পরিবর্ত্ত হইল কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল তাঁহাদের কারখানা বিক্রয় করিতে আজ্ঞা হইল গতবিংশতিবৎসরে তাঁহাদের চীনদেশে বাণিজ্যদ্বারা বহুপকার হইয়াছিল তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইল তাঁহারা ২৩৩ বৎসরপর্য্যন্ত যেবণিক্‌ভাবে ছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল ভারতবর্ষীয় রাজত্বমাত্র লইয়া থাকিতে হইল বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত বর্ষে২ ভারতবর্ষীয় রাজস্বহইতে ৬৫ লক্ষমুদ্রা ইষ্টইণ্ডিয়াধনের ভাগিদিগকে দিতে স্থির হইল ইহাতে সকলেই যথার্থরূপে নিন্দা করিয়া থাকেন কলিকাতায় লেজিস্লেটিব কৌনসেলনামে এক সভাস্থাপন হইল তাহাতে রাজসভার নিয়মিতসভাপতিরা ও কোম্পানির ভৃত্য ভিন্ন এক জন সভাপতি নির্দ্দিষ্ট রহিলেন তাঁহাদের কর্ম্ম এই হইল যে সমুদায় ভারতবর্ষে নিয়ম চালাইবেন এবং বড়আদালতের নিয়ম দমন করিবেন অপর সমুদায়দেশের নিয়মগ্রন্থ করিতে লাকমিসন্‌নামক

সমাজস্থাপন হইল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বড়সাহেব সর্ব্বপ্রধান হইলেন অন্যান্য রাজ্য তাঁহার শক্তির অধীন রহিল এবং বাঙ্গালারাজ্য কলিকাতা ও আগ্রা এই দুই নামে দুই অংশে বিভক্ত হইল নূতন সনন্দদ্বারা এই সকল পরিবর্ত্ত হইল ॥

লার্ডবেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষত ইংরাজিভাষাশিক্ষায় অত্যন্ত উৎসাহপ্রদান হইয়াছিল ১৮১৩ শালে পার্লিয়ামেণ্টে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে সরকারিরাজস্বহইতে বর্ষে২ একলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবে প্রায় সমুদায় ঐ ধন সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যাশিক্ষার্থে ব্যয় হইত কিন্তু এতদুভয় বিদ্যাই প্রজাদিগের উপকারিণী ছিল না লার্ডবেণ্টিঙ্কের বিবেচনায় ইংরাজিভাষার অভ্যাস অতি উপকারি বোধ হইল অতএব ইংরাজিপাঠশালার স্থাপনে পার্লিয়ামেণ্টের দানঅপেক্ষা তিনি অধিক ব্যয় করিলেন এবং ঐসময়ে আজ্ঞা করিলেনযে রাজকীয় সংস্কৃত ও আরবীয় পাঠশালায় ছাত্রদিগের যেবেতন দেওয়া যাইত তাহা বর্ত্তমান বৈতনিকছাত্রেরা বহির্ভূত হইলে আর নূতন হইবেনা ইত্যাদি উপায়দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র ইংরাজি ভাষাশিক্ষায় নিতান্ত ইচ্ছা হইল ॥

তাঁহার রাজ্যকালে অপর এক পরমোপকারি কর্ম্ম

হইয়াছিল যে তিনি বহুব্যয়পূর্ব্বক এদেশীয়লোকের চিকিৎসাশিক্ষার্থে কলিকাতায় এক বৈদ্যকশাস্ত্রের পাঠশালাস্থাপন করেন এদেশীয়লোককে অস্ত্রচিকিৎসায় ও ঔষধচিকিৎসায় নিপুণ করিতে শাস্ত্রের নানা শাখা অধ্যাপনার্থে উত্তমোত্তম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ পাঠশালাদ্বারা তদনুসারে দেশের উপকার হইবার সম্ভাবনা হইল ॥

লার্ডবেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে এদেশীয়প্রজাদিগের পরিমিত ব্যয় করিবার কারণ সেবিংসব্যাঙ্কনামে এক আপণস্থাপন হইল এবং তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হইল। পরে তিনি ভূমিজশুল্কের প্রতি মনোযোগ করিলেন বহুকালাবধি এদেশের রীতি ছিল যে এক স্থানহইতে দেশের অপরস্থানে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে শুল্কপ্রদান করিতে হইত নানাস্থানে রাজপথে জলে ও স্থলে শুল্কগ্রহণের গৃহ ছিল তথাস্থিতভৃত্যেরা সকলদ্রব্যের অন্বেষণ ও রোধ করিত এইরূপে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিয়া রাজ্যের রাজস্ববৃদ্ধি হইত অপর ঐ শুল্কস্থানে নিযুক্তভৃত্যেরা রাজার একটাকাগ্রহণস্থলে স্বয়ং দুইটাকা অধিক লইত তাহারা এমত দৌরাত্ম্য করিত যে ঐবিষয়ে নিযুক্ত একজন ইউরোপীয় আমলা ঐ রীতির নাম অভিশাপ রাখিয়াছিলেন ইংরাজেরা যখন মুসলমানহইতে রাজ্য

ভার লইলেন তখন ঐরীতি চলিত দেখিয়া ক্রমাগত রাখিয়াছিলেন কিন্তু লার্ডকর্ণওয়ালিসের অতিমহৎ অন্তঃকরণে ঐ সকল দোষের একবার উদয় হইয়াছিল ১৭৮৮ শালে তিনি ঐরীতি রহিত করিয়া দেশ মধ্যে শুল্‌কস্থানরোধ করিয়াছিলেন ত্রয়োদশ বৎসরপরে ইংরাজদিগের রাজত্বে রাজস্ববৃদ্ধির ইচ্ছা হওয়াতে ঐশুল্‌কের পুনঃস্থাপন হয় লার্ডবেণ্টিঙ্ক বাঙ্গালার সভ্যকর্ম্মে নিযুক্ত সি ই ট্রিবেলিয়ন সাহেবকে ঐ রীতির অনুসন্ধান করিয়া সম্বাদ লিখিতে নিযুক্ত করিলেন পরে শুল্‌ক রহিত করিবার উত্তম উপায় বিবেচনার্থে একসমাজস্থাপন করিলেন যদ্যপিও তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে শুল্‌ক রহিতকরণের শেষ হয় নাই তথাপি রহিতকরণের প্রথম উদ্যোগপ্রযুক্ত তাঁহারি গুণে হইল ইহা বলিতে হয় ॥

লার্ডবেণ্টিঙ্ক স্বকীয়াধিকারের প্রথমাবধি বাঙ্গালায় নদীতে ও সমুদ্রে বাষ্পনৌকা চালাইতে চেষ্টিত ছিলেন তিনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষমধ্যে একমাসে গমনাগমন হয় এবিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ডিরেকটরেরা ইহাতে নানাপ্রকার ব্যাঘাত করিলেন এবং তিনি বোম্বে ও সুয়েজমধ্যে পত্রাদিপ্রেরণার্থে হিউ লিনসেনামিকা তরণী নিযুক্ত করাতে তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন লার্ড বেণ্টিঙ্ক

তথাপি বাঙ্গালার ও পশ্চিমঅঞ্চলের নদীমধ্যে লৌহ-নির্ম্মিত বাষ্পনৌকা চালাইতে লাগিলেন এদেশীয় লোকেরা ও ইউরোপীয়েরা তাহা এমত ব্যবহার্য্য দেখি-লেন যে ঐনৌকার দ্বিগুণসংখ্যা করিতে হইল এবং বোধ হয় ইংলণ্ডে ও এমেরিকায় যেরূপ আবশ্যক ও চলিত আছে কালক্রমে এখানেও সেইরূপ হইবে ॥

১৮৩৫ শালের মার্চমাসে লার্ড বেণ্টিঙ্কের রাজ-ত্বের শেষ হইল তন্মধ্যে কোন দূরবর্ত্তী শত্রুরা উপ-দ্রোহ করে নাই ইহা নির্ব্বিরোধে যাপন হওয়াতে কেবল প্রজাদিগের উন্নতি হইয়াছিল এবং তৎকর্তৃক ক-ল্পিত উপায়ের ফল যেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইতেছে তাবৎ তাঁহার রাজত্বের যথার্থ স্বরূপ জানা যাইতে পারে না তাঁহার কোন২ কল্পনায় বিবে-চনার অল্পতা ছিল কিন্তু তথাপি এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইতিহাসমধ্যে তাঁহার রাজত্বকাল অবশ্য উত্তম বর্ণ-নীয় আছে এবং এদেশীয়লোকদিগের তাঁহার নামে বহুকাল ধন্যবাদ করিবার নানা হেতু আছে ॥

॥ সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ॥